আবু আল সাঈদ
বঙ্গভবনে মোশতাকের
৮১ দিন

আবু আল সাঈদ

বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিন

সাগর পাবলিসার্শ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা—১০০০

বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিন

Bangabhavane Moshtaquer Ekashi Din

ISBN 984-452-004

প্রথম সংস্করণ	ঃ	ডিসেম্বর ১৯৯২ ঢাকা
প্রচ্ছদ	ঃ	মাকসুদুর রহমান
কম্পিউটার কম্পোজ	ঃ	শ্রেয়া কম্পিউটার্স, ঢাকা
মুদ্রণ	ঃ	কথাকলি প্রিন্টার্স, ঢাকা
প্রকাশক	ঃ	মুস্তাফা হাসান নাসির কবি
মূল্য	ঃ	৫০.০০ বাংলাদেশ
Price Per Copy	ঃ	Bangladesh Tk. 50.00
	ঃ	Overseas $ 5.00

BANGABHAVANE MOSHTAQUER EKASHI DIN by Abu Al Sayeed. Publisned by Mustafa Hasan Nasir Kabi. Sagar Publisher's New Baily Road. Dhaka Bangladesh.

উৎসর্গ

প্রিয়তমা স্ত্রী আশরাফী পারভিনকে

মুখবন্ধ

স্নেহাস্পদ সাংবাদিক আবু আল সাঈদ লিখেছেন, 'বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিন'। ১৯৭৫ সালে সাঈদ ঢাকার দৈনিক সংবাদের সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত। সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার পর খন্দকার মোশতাক স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হলে সাঈদের 'ডিউটি' বঙ্গভবনে। এসময় তিনি সাংবাদিক হিসাবে অন্তরঙ্গ আলোকে ইতিহাসের যে কালিমাময় অধ্যায় দেখেছেন, আলোচ্য বইটিতে সেসব ঘটনাবলী বস্তুনিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন মাত্র।

তবে কথাটা হচ্ছে যে, ক্ষণস্থায়ী মোশতাক সরকার কি আইনসঙ্গত এবং বৈধ ছিলো? এই সত্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব গবেষকদের। তবুও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে এক্ষণে শুধুমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনার সূত্রপাত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার পর যেহেতু সংবিধান চালু ছিলো এবং একটা নির্বাচিত পার্লামেন্টের অস্তিত্ব ছিলো; সেইহেতু প্রথমেই সংবিধানিক পরিস্থিতির পর্যলোচনা করা অপরিহার্য মনে হয়। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগের পর মন্ত্রিসভায় জ্যেষ্ঠতার তালিকায় খন্দকার মোশতাকের স্থান চার নম্বরে হওয়া সত্ত্বেও সংবিধানের কোন বিধি মোতাবেক তিনি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন?

আবার এদিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সশরীরে এসে প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, নৌবাহিনী-প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরাল এম এইচ খান, বিমানবাহিনী-প্রধান এ কে খন্দকার, বিডিআর-প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং পুলিশ বাহিনীর প্রধান নুরুল ইসলাম সংবিধানের কোন্ বিধি মোতাবেক একের পর এক বেতার মারফত স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রতি আনুগত্যের কথা জানালেন?

অন্যদিকে দেখা যায় যে, সংবিধান এবং পার্লামেন্ট "কার্যকরী" রেখেই সামরিক আইন জারীর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এমনকি সামরিক কোর্ট পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। তা'হলে কথাটা হচ্ছে, মন্ত্রীসভায় জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ৪নং মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও মোশতাক হলেন স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট এবং একজন বেসামরিক ব্যক্তিত্ব হয়ে তাঁরই দস্তখতে ঘোষিত হলো সামরিক শাসন। আর সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে শুরু করে পুলিশের আই জি পর্যন্ত সবাই আনুগত্য প্রকাশ করলেন। কোথায় যেনো হিসাবের গরমিল! সবই সংবিধানের বহির্ভূত কর্মকান্ড বলা যায়।

অনেকে হয়তো এমর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর বেসামরিক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাও তো সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারী করেছিলো। সেটা কেমন করে বিধি সম্মত ছিলো? জবাবে এটুকু বলবো যে, ইস্কান্দর মির্জা ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট খন্দকার মোশতাক ছিলেন শুধুমাত্র মন্ত্রিসভার ৪নং সদস্য এবং একজন বেসামরিক ব্যক্তিত্ব। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এটুকু উল্লেখ করা যায় যে, আজ থেকে ১৭ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার পর খন্দকার মোশতাকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের পিছনে সংবিধানের সমর্থন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সম্ভবতঃ এজন্যই তিনি পার্লামেন্টকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই পার্লামেন্টই ছিলো তাঁর শেষ "রক্ষাকবজ"। এরই প্রেক্ষিতে এসময় তিনি পার্লামেন্ট সদস্যদের বঙ্গভবনে

আমন্ত্রণ করে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, পার্লামেন্ট সদস্যরা খন্দকার মোশতাকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের বিষয়টা মেনে নিলেই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহবান করা হবে এবং সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট দিয়ে বিষয়গুলো পাশ করিয়ে নিতে পারলে বেশ কিছুটা বৈধতা অর্জন সম্ভব হবে।

কিন্তু বিধি বাম! যতদূর জানা যায়, সেদিন বঙ্গভবনের রুদ্ধদ্বার কক্ষের আলোচনায় পার্লামেন্ট সদস্যরা নানা প্রশ্ন উত্থাপন করায় আলোচনা অসমাপ্ত রইলো। দ্বিতীয় দফা বৈঠকের আর সময় এবং সুযোগ কেনোটাই হয়নি। তা'হলে একথা বলতেই হয় যে, সেদিন বাঙালী জাতির এই ভয়ংকর দুঃসময়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের (সবাই আওয়ামী লীগ দলীয়) আলোচ্য বলিষ্ট ভূমিকার কথা অন্ততঃ সত্যের খাতিরে হলেও ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে সংবিধান বহির্ভূত আরো কিছু কর্মকান্ডের কথাবার্তা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে (ইন্তেকাল, হত্যা, মস্তিষ্কের ভারসাম্য বিনষ্ট অথবা পদত্যাগ) ভাইস- প্রেসিডেন্ট দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট উভয়ের অনুপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ববার পাওয়ার কথা। এখানেই শেষ নয়। এরপর মন্ত্রীসভায় খন্দকার মোশতাকের চেয়েও মন্ত্রী হিসাবে সিনিয়র আবু হেনা মোহাম্মদ কামারুজ্জামানের অবস্থান ছিলো। এজন্যই কি ভাইস-প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম (তাজউদ্দীন আহম্মদ অনেক আগেই পদত্যাগ করেছেন) এবং কামারুজ্জামানকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রেখে ১৭ই আগস্ট বঙ্গভবনে মোশতাক-মনসুর আলী বৈঠক হয়েছিলো? এবং স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাকের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে মনসুর আলী অস্বীকার করায় তাঁকে সরাসরি জেলে পাঠানো হয়েছিলো?

এধরনের এক চাঞ্চল্যকর প্রেক্ষাপটে যদি কোনো মহল থেকে এমর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, একটা সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের জের হিসাবে সপরিবারে প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার পর এসব ছিলো কেবলমাত্র ২য় পর্যায়ের ঘটনাবলী; সেক্ষেত্রে দোষারূপ করা যাবেনা নিশ্চয়ই।

এর পরেই তো' নানা জটিল প্রশ্ন। খন্দকার মোশতাকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের বিষয়টা যখন সংবিধান অনুসারে হয়নি এবং পার্লামেন্ট দিয়েও যখন বিষয়টি অনুমোদিত হয়নি; সেক্ষেত্রে বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিনের সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকান্ডের বৈধতা কোথায়? ইনডিমিনটি সংক্রান্ত অর্ডিনান্সটি তো' এসময়েই খন্দকার মোশতাকের দস্তখতে জারী হয়েছিলো? এই অডিনান্সের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার করা যাবে না।

তা'হলে পূর্বে বর্ণিত মোশতাকের ৮১ দিনের প্রশাসনিক কর্মকান্ড যখন বিধিসম্মত নয়, সেক্ষেত্রে আজ কেনো ইনডিমিনটি বিল বাতিলের দাবী উত্থাপিত হচ্ছে?

বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝতে হলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। মোশতাকের বিদায় গ্রহণের পর তখন প্রায় বছর আড়াই-তিনেকের মতো সময় অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষমতায় জেনারেল জিয়াউর রহমান। এমনি এক সময়ে পাশ্চাত্যের দাতা দেশগুলোর চাপে সামরিক প্রশাসক এবং পদাধিকারবলে প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অত্যন্ত সুকৌশলে গণতন্ত্রে উত্তরণের পদ্ধতি বের করতে হলো। উল্লেখ্য যে অতীতে পাকিস্তানী আমলে "মৌলিক গণতন্ত্র" পদ্ধতির (পরোক্ষ নির্বাচন) মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান গণতন্ত্রে উত্তরণে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে তাঁরই

ভাবশিষ্য ফৌজি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আলোচ্য প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার চেয়েও ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকটা কঠিন। আরও কঠিন হচ্ছে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠির গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির গণতন্ত্রে উত্তরণ এবং একই সংগে দ্বিতীয় দফায় সাদা পোষাকে ক্ষমতায় বহাল থাকা। এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর সহযোগীতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। ১৯৭৮-৭৯ সারে রাষ্ট্রপতি এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জিয়া এই সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সহযোগিতার কাফেলায় এক নম্বরে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সবশেষে আওয়ামী লীগ।

কিন্তু সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং গণতন্ত্র উত্তরণের প্রক্কালে আরো একটা সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে, একটি নির্বাচিত এবং বৈধ সরকারকে সামরিক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার মুহূর্ত (১৫ই আগষ্ট ভোর রাতে প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার সময়) থেকে যতগুলো সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় নানা অর্ডিনান্স ও প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করেছে এবং সামরিক কোর্টের রায় হয়েছে, সেগুলোর আইনগত সমর্থনের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ মোশতাক-মোশাররফ-সায়েম-জিয়ার সামরিক শাসনের আমলের সমস্ত কর্মকান্ডগুলোকে আইনসম্মত করা।

এজন্যই পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবনির্বাচিত 'জিয়া পার্লামেন্ট' দিয়ে আলোচ্য অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের বিতর্কিত বিষয়গুলোর যখন একটি মাত্র সংশোধনী বিলে পাশ করিয়ে নেয়া হলো, তখন ১৯৭৫ সালের গেজেট নোটিফিকেশন মারফত স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাকের দস্তখতকৃত ইনডিমিনটি অর্ডিনান্সটি পাশ হয়ে বিল-এ পরিণত হয়েছে। এর মোদ্দা বিষয়টি হচ্ছে যে, নির্বাচিত এবং বৈধ প্রেসিডেন্ট মুজিব হত্যার বিচার করা যাবে না। বিষয়টির জন্য ব্যুরোক্রেসীর মারম্যাচ অথবা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কোন্‌টি দায়ী তা' সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, জেনারেল জিয়া, বিচারপতি সাত্তার এবং স্বৈরচারী এরশাদের আমলে ইনডিমিনটি বিলটি বাতিলের কোনো পদক্ষেই নেয়া হয়নি। এটা নিতান্ত দুঃখজনক বৈকী!

অথচ বিষয়টি শেষ অবধি ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয়নি। ১৯৯১-৯২ সালে এসে ইনডিমিনটি বিল বাতিলের জন্য পার্লামেন্টের ভেতরে এবং বাইরে পরিষদ সদস্য এবং দেশবাসী একযোগে সোচ্চার হয়েছে। "দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আইনের শাসন রয়েছে।"-কথাটা বলতে গেলে 'ইনডিমিনটি বিল' বাতিল করতেই হবে।

একটা স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে নরহত্যার বিচার হবেনা-এ কেমন কথা?

প্রসঙ্গত একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস যাঁরা জানতে আগ্রহী, সেসব পাঠকদের 'বঙ্গভবনে মোশতাকের ৮১ দিন' বইট পড়তেই হবে। সাংবাদিক আবু আল সাঈদের এই বইটিতে নানা অজানা এবং চাঞ্চল্যকর উপস্থাপন করেছেন। এজন্যই সাঈদের সাহসী লেখনীকে অভিনন্দন।

নওরতন কলোনী
নিউ বেইলী রোড, ঢাকা

এম আর আখতার মুকুল
পহেলা ডিসেম্বর-১৯৯২

॥ ১ ॥

সন্ধ্যার পর পরই খন্দকার মোশতাকের ভাষণ প্রচার করা হলো বেতার ও টেলিভিশন থেকে। জুমার নামাজের আগে দেড় ঘন্টা কারফিউ শিথিল করা হয়েছিল। মোশতাক বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেছেন বলে ঢাকা বেতারের সংক্ষিপ্ত খবরে এবং বিশেষ বুলেটিনে বার বার প্রচার করা হচ্ছিল। একই সাথে ঘোষণা করা হচ্ছিল যে, নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক সন্ধ্যার পর জাতির উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। কারফিউ ঘোষণা করা হলেও মানুষজন রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল, মিলিটারীর গাড়িগুলো টহল দিচ্ছিল। বঙ্গভবনের সামনে ট্যাংক জড়ো করা হয়েছে। বিহারীরা অলিতে-গলিতে বাজি ফোটাচ্ছিল। কোথাও কোথাও 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি। দুপুরের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী লোকজন পথে নেমে এসেছিল। মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছিল। কোলাকুলি। কোথাও মাইকে কোরান তোলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারাদিন নানা ধরনের গুজব ছিল সকলের মুখে মুখে। কেউ বলছিল শেখ মুজিবের ৩২ নম্বরে যারা ছিল-যে ক'জন ছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হয়েছে। কেউ বলছিল শেখ মুজিব পালিয়েছেন, কেউ আবার বলছিল শেখ কামাল বেঁচে আছে। শেখ মনি পালিয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছিল। শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভবনেও কেউ বেঁচে নেই, তার বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহকে হত্যা করা হয়নি, তার চোখ বেঁধে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। ইন্ডিয়া যেকোন সময় আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের 'তৌহিদী' জনতা ও মিলিটারী প্রস্তুত ইত্যাদি আরো অনেক খবর এবং গুজব। সমস্ত শহরটায় আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক কোন লোকই যেন ছিল না। মনে হচ্ছিল সাড়ে তিন বছর পর ঢাকা শহরটায় পুনরায় 'পাকিস্তান কায়েম' হয়ে গেছে।

স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট মোশতাককে নিয়ে সর্বত্র আলোচনা। অনেকের মুখে তাঁর গুণগান। সকাল থেকে তাঁকে বেতার থেকে বার বার প্রেসিডেন্ট বলা হলেও সে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ হলো সন্ধ্যায়। তাঁর শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ, বি, মাহমুদ। এর পরপরই প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট, দশ জন মন্ত্রী ও ছয় জন প্রতিমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিন বাহিনী প্রধান-যথাক্রমে সেনাবাহিনী প্রধান কে, এম, শফিউল্লাহ, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর মোশারফ হোসেন খান ও বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে, খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ক্যু উদ্যোক্তারা তো ছিলই। ছিল আর্মির দ্বিতীয় স্তরের অফিসারগণ। বেশ কয়েকজন জাঁদরেল এম পি এবং সাবেক মন্ত্রী অর্থাৎ যাঁরা বঙ্গবন্ধুর সময়ই নানা দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত হয়েছিলেন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বিকেলে যারা বঙ্গভবনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন তারা হলেন-

১। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

২। অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
৩। শ্রী ফণী মজুমদার
৪। মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন
৫। আবদুল মান্নান
৬। শ্রী মনোরঞ্জন ধর
৭। আবদুল মোমিন
৮। আসাদুজ্জামান খান
৯। ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক
১০। ডঃ মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী।

ভাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাহমুদুল্লার নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এঁরা সকলেই ১৫ আগস্টের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রিসভায় ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রিগণ হলেন ঃ

১। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
২। তাহের উদ্দিন ঠাকুর
৩। ওবায়দুর রহমান
৪। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
৫। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ভোলা মিঞা
৬। সৈয়দ আলতাফ হোসেন।

বিকেল বেলায় খন্দকার মোশতাক নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হন। মোশতাকের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক। মোশতাক মন্ত্রিসভায় বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে মন্ত্রীদের প্রথম যে খোশ খবরটা শোনান তা হলো, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভুট্টো মুসলিম দেশগুলোর প্রতি মোশতাক সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের আবেদন জানিয়েছে। চীন ও সৌদী আরব তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। মোশতাক জানালেন, শিগ্গিরই এ দুটি দেশের স্বীকিৃতি তিনি আদায় করবেন। খোশ খবরের পর আলোচনা হলো সাধারণ নির্বাচন নিয়ে। দু'বছরের আগেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেয়া হবে। মার্শাল ল' চললেও পার্লামেন্ট ভাঙ্গা হবে না সিদ্ধান্ত হলো। মন্ত্রীরা আশ্বস্ত হলেন মোশতাক যখন বললেন, আঁর কোন হত্যা সংঘটিত হবে না। মাটিতে আর এক ফোঁটা রক্তও ঝড়ে পড়বে না। মন্ত্রীরা এ রকম একটা আশ্বাস বাণীই শুনতে চেয়েছিলেন। মোশতাক অবশ্য আকারে–ইঙ্গিতে হুঁশিয়ারও করে দিলেন। এই সরকারের বিরুদ্ধে যারা থাকবেন, অবশ্যই তাদের কপালে বিপদ আছে। তাছাড়া দুর্নীতি যারা করেছে তাদের বিচার তো হবেই।

সকালবেলা 'আমি মেজর ডালিম বলছি' বলে মেজর ডালিম বার বার যে ঘোষণা করছিল তখন থেকেই 'বাংলাদেশ বেতার' 'রেডিও বাংলাদেশে' পরিণত হয়েছে। সকালেই রেডিও বাংলাদেশ মারফত তিন বাহিনী প্রধান বঙ্গবন্ধু হত্যার

মাধ্যমে ক্যু'-এর দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দুপুরে এক বিশেষ বুলেটিনে প্রচার করা হয় যে, তিন বাহিনী প্রধানসহ বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক আবুল হাসান খান এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এ এইচ নূরুল ইসলামও মোশতাক সরকারের প্রতি তাদের দৃঢ় আস্থা, সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে যে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সে সব আগেই রেডিও বাংলাদেশ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সিদ্ধান্ত হিসেবে। যেমন বঙ্গবন্ধুর আমলে ১০০ টাকার নোট অচল ঘোষণা করে ব্যাংকে জমাদানের জন্যে বলা হয়েছিল, মোশতাক অবিলম্বে সেই জমার অংক থেকে আট হাজার টাকা ফেরতদানের নির্দেশ দান করেন। বাংলাদেশ রেডক্রসের চেয়ারম্যানের পদ থেকে গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারণ করে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীকে নিযুক্ত করা হয়। রেডিওতে দুপুর থেকে বলা হচ্ছিল, বাংলাদেশে বিদেশী দূতাবাসসমূহের প্রাঙ্গণের অতিরাষ্ট্রিক প্রকৃতি ও অলংঘনীয়তা মর্যাদার সাথে রক্ষা করা হবে। আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত কূটনৈতিক রীতিনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কূটনৈতিক অকূটনৈতিক কর্মচারীদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর নিষ্প্রাণ জমাটবাঁধা রক্তাক্ত লাশ ৩২ নম্বর সড়কের তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে রেখেই মোশতাক অত্যন্ত নিপুণ হাতে মাত্র ১৪ ঘন্টার মধ্যে যেন গুছিয়ে ফেললেন পুরো দেশটাকে। কারফিউ দিয়ে, সামরিক আইন জারি করে রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনীগুলোর সমর্থন ও আনুগত্য ও বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজ আদায় করে পাকিস্তান-পন্থীদের প্রকাশ্যে এনে এবং আওয়ামী লীগকে বজায় রেখে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত না করে মোশতাক যা করছিলেন তা যেনো আগে থেকেই তার গোপন খাতায় লেখা ছিল। সবাই অপেক্ষা করছিল সন্ধ্যায় লোকটা কি বলবেন। সচেতন অংশ ভাবছিল মোশতাক পররাষ্ট্রনীতিতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনবেন। কেউ কেউ অনেকটা এগিয়ে ভেবে রেখেছিল মোশতাক হয়তো বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে পাকিস্তানের সাথে একটা কনফেডারেশন ঘোষণা করবেন। ইতিমধ্যে রেডিও বাংলাদেশের একটি বুলেটিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরকারী মুখপত্রের বরাত দিয়ে ঘোষাণা করা হয়েছিলো যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নয়া সরকারের সাথে স্বাভাবিক কূটনৈতিক কার্যক্রম চালাতে প্রস্তুত রয়েছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান মোশতাকের পেছনে রয়েছে। ভারত ও রাশিয়ার কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। আকাশবাণী তখন ভারতের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বাংলাদেশের এতো বড় ঘটনা সম্পর্কে অতি সাদামাঠা একটা খবর দুপুরের খবরে বলা হয় মাত্র। বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত। এখন অপেক্ষা মোশতাক কি বলবেন। অনেকে অবশ্য মন্তব্য করে রেখেছেন, মোশতাক

চতুর লোক, এতো দ্রুত কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। হবেন, তবে তা ধীরে এবং সাবধানে।

মোশতাক ভাষণের শুরুতে প্রথমই বললেন, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। ঠোঁটে ফোটালো মৃদু হাসি। তারপর জাতির উদ্দেশ্যে আচ্ছালামু আলাইকুম বললেন। তারপর বললেন, প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা। এই তিনটি বাক্যই পাকিস্তান আমলের মন্ত্রীরা অহরহ ব্যবহার করতেন। পরিচিত বাক্য। মোশতাক এরপর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। এখানে হুবহু তুলে দেয়া হচ্ছে। সেদিন এই ভাষণের জন্য অপেক্ষা করেছিল সমগ্র জাতি। স্বাধীনতার পক্ষে এবং বিপক্ষের শক্তি সকল সম্প্রদায়।

"এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঠিক ও সত্যিকারের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপদানের পূতপবিত্র দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্ঠিগতভাবে সম্প্রদায়ের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্টপতি হিসাবে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মত অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুন্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

"ত্রিশ লাখ বীর শহীদানের পূত পবিত্র রক্ত এবং দুই লাখ মা-বোনের পবিত্র ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলার সংগ্রামী মানুষকে নতুন জীবনের আস্বাদ ও সন্ধান দেবে এবং স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবো। এই ছিল আমাদের লক্ষ্য ও কামনা। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বন্ধু দেশের অনেককেও আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। কিন্তু বিগত দীর্ঘকাল ভাগ্যোন্নয়নের কোন চেষ্টা না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা এবং সেই ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে রাখার যড়যন্ত্রের জাল রচনা করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবার চাল হয়েছে এবং দেশবাসীর ভাগ্য উন্নয়নকে উপেক্ষা করে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি এবং অন্যকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়েছে। কতিপয় ভাগ্যবানের স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টায় জনগণের জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান অগ্নিমূল্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। দেশের শিল্প, বিশেষ করে পাট শিল্প ধ্বংসের মুখে। অর্থনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছায়, যেখানে বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের অসহায় শিকারে পরিণত হয়।

"একটি বিশেষ শাসকচক্র গড়ে তোলার লোলুপ আকাঙ্খার প্রচলিত মূল্যবোধের বিকাশ ও মানুষের অভাব অভিযোগ প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ

করে দেয়া হয়। এই অবস্থায় দেশবাসী এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন সকল মহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরমত নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে সামনের সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন। এখন দেশবাসী সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোরতর পরিশ্রম করতে হবে। সর্ব প্রকার কলুষ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানুষ যাতে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

"দেশপ্রিয় সকল মানুষকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সর্ব অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতি, মানুষের নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সেই অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। শান্তি ও শৃংখলার সহিত স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চালু রাখতে হবে।

"পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সমতা সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অব্যাহত থাকবে। সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতি সক্রিয়- ভাবে অনুসরণ করে যাবেন। আমাদের সরকার জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। দ্বিপক্ষীয় বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণকারী সকল চুক্তি ও দায় সম্পর্কে সরকার মর্যাদাশীল থাকবেন। বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদবিরোধী আমাদের নীতি অব্যাহত থাকবে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কমনওয়েলথ ও জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অটুট থাকবে। এই সব মোর্চার সর্ব প্রকার তৎপরতার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও শরিকানা অব্যাহত থাকবে। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টাও আমারা অব্যাহত রাখবো। এখনো পর্যন্ত যাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি সেসব দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ইনশাল্লাহ আমরা সচেষ্ট হবো। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়- এ নীতির রূপরেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা আমরা অব্যাহত রাখবো।

"সরকার বিশেষভাবে উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে এই সরকার ঘনিষ্ঠতর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। সরকার ইসরায়েলী কবল থেকে আরব ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য আরব ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনী

জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন। প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিতে চাই যে, কোন প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বা সামাজিক কলুষতার সঙ্গে এই সরকারের কোন আপোষ নেই।

"আপনাদের সামনে পরম করুণাময় আল্লাহতায়লা সৃষ্টি করেছেন এক অভূতপূর্ব সুযোগ। সেই জন্যে আপনাদের সামনে রয়েছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা পরম করুণাময় আল্লাহতায়লার কাছে কায়োমনে একবাক্যে এই মোনাজাত করি তিনি যেন আমাদের সহায় হন এবং তাঁর অপার করুণা আমাদের সঠিক পথে চালনা করেন। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।"

১৬ আগস্ট '৭৫ দৈনিক বাংলা পত্রিকায় দীর্ঘ সম্পাদকীয় ছাপা হলো। ইত্তেফাকেও। ১৬ আগস্ট থেকে আবার ঢাকায় স্বাভাবিক জীবন। পথে-ঘাটে আলাপ-আলোচনা। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এই সব। বস্তুত, ১৬ আগস্টই উপলব্ধি করলাম আমি সাংবাদিক। সংবাদ-এর একজন রিপোর্টার। সচিত্র নিউজ ফিচার লেখাই ছিল মূল কাজ। বিরাট ধসের মধ্যে আমিও একজন নিমজ্জিত ব্যক্তি। আমার কি কাজ? সংবাদ বন্ধ। ১৬ আগস্ট সকালেই ছুটলাম পিজি হাসপাতালে। ওখানে ফণীদা আছেন।

।২ ।।

পি জি'র কেবিনে ফণীদা শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলেন। তেমন কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। কেবল সকাল বেলা কি করে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে গেল সেই খবরটাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে বললেন। কয়েকজন আর্মি এসে তাঁকে বললেন, "এই শালা মালাউন গভর্নমেন্টের পয়সায় মহা আরামে আছো নাহ। অসুখ? ওঠ!" ফণীদাকে গুতিয়ে খুঁচিয়ে নিয়ে এলো রাস্তায়। বঙ্গবন্ধু যে মার্সিডিস গাড়িটা ব্যবহার করতেন সেই কালো গাড়িটি। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সেই দাড়িওয়ালা ড্রাইভার। ফণীদাকে দেখেই সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ওর মুখের উপর প্রচন্ড ঘুষি মারে একজন আর্মি। 'বাহেনচত'। তখনও ফণীদা পুরোটা বুঝতে পারছেন না। বঙ্গবন্ধু নেই এটা তিনি নিশ্চিত হলেন বঙ্গবন্ধুর ড্রাইভারকে কাঁদতে দেখে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানেন না। অল্পক্ষণেই বেতার ভবনে গাড়ি ঢুকলো। সেভাবে তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেতার ভবনে খন্দকার মোশতাকের সামনে নিয়ে এলো। মোশতাক দাদাকে দেখে হাহা করে উঠলেন। 'করেছো কি-দাদা অসুস্থ। দাদাকে রেখে এসো পিজিতে। যান দাদা বিশ্রাম করুন। কি করবো এ সব আমাকেই দেখতে হচ্ছে। ভয় নেই। আছি আমি।'

ফণীদার ওখান থেকে পরীবাগে ওয়াপদার কোয়ার্টারে গেলাম। ওখানে তাজুল ইসলাম। কাল সারাদিন বেতারে তার কণ্ঠই শুনেছি। বাসায় গিয়ে শুনলাম

গতকাল সকালে হেঁটে বেরিয়ে গেছে আজো ফেরেনি। অনেক রাতে বঙ্গভবন থেকে একবার টেলিফোন করে বলেছে, ভাল আছে।

ডায়রী নোট করলামঃ

[ক] বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর যিনি সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন তিনি খন্দকার মোশতাক।

[খ] মেজর রশীদ তাঁকে তার বাসভবন থেকে প্রথমে বেতার ভবনে নিয়ে আসেন।

[গ] মোশতাকের সাথে সাথেই বেতার ভবনে আসেন তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও চাষী আলম।

[ঘ] ওখানেই আসেন তিন বাহিনী প্রধানসহ আওয়ামী লীগের আরো কয়েকজন নেতা।

[ঙ] বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ভোর ছ'টার মধ্যে প্রতিটি মানুষকে হত্যা করা হয়, তাছাড়া আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মনির বাসায় হামলা চালানো হয়।

[চ বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল বাধা দিতে গিয়েছিলেন তাকেও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে হত্যা করা হয়।

[ছ] খন্দকার মোশতাক বেতার ভাষণে এই প্রথমবার বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বললেন। বাংলাদেশ বেতারের বদলে বলা হলো রেডিও বাংলাদেশ।

[জ] আওয়ামী লীগের প্রায় সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক নেতা এ সময় ঢাকায়। জাতীয় সংসদের এমপি হোস্টেল ছাড়াও অন্যান্য স্থানে এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন।

[ঝ] রক্ষীবাহিনী একেবারেই নিস্ক্রিয় থাকল।

[ঞ] দুপুরের মধ্যেই সমগ্র শহরটা খন্দকার মোশতাক তার আয়ত্তে নিয়ে এলেন।

সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে শূন্য মিন্টুরোড হয়ে বিকেলে পৌঁছলাম শেরে বাংলানগর এম, পি হোস্টেলে। তখন আমার ডায়রীতে কয়েকটি মারাত্মক খবর। রাতে সবিস্তার লিখবো। এম, পি হোস্টেলে প্রথম দেখা হলো কৃষক লীগের সভাপতি ব্যারিস্টার বাদল রশীদের সাথে। হু হু করে তিনি কাঁদলেন সেরনিয়াবাত সাহেবের কথা বলে। একটু শান্ত হয়ে বললেন, তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ না হলেও আমাদের উচিত এখন একটা কিছু করা। কিন্তু সবাই অস্বাভাবিক ভয় পেয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম ইন্ডিয়ার কোনো রিএ্যাকশন জানেন?

তিন বললেন, নাহ্। ওদের আকাশবাণীও তো কিছু বলছে না। অথচ এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন, ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার সমর সেন ঢাকায় নেই।

বললাম জানি। আমি তাকে জানালাম, বাকশালের অন্যতম সদস্য হাজী দানেশ বলেছেন, এই নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনা ইন্ডিয়া আগে থেকেই জানতো।

বাদল ভাই বললেন, বাজে কথা।

বায়তুল মোকারমের সামনে হঠাৎ করেই দেখা হলো অধ্যাপক হানিফের সাথে। নোয়াখালীর আওয়ামী লীগের নেতা। যথেষ্ট দৃঢ়চেতা। জানালেন একটা কিছু হচ্ছে। বললাম, যদি কিছু হয় তা সশস্ত্রই হবে। তিনি বললেন, বেটার পলিটিক্যালি ফেস করা। টুকরো টুকরো কথা। বললাম, এ মূহূর্তে কিসে যে লাভ হবে বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে কমিউনিস্ট পার্টির নূরুর রহমানের মোটর সাইকেল পাশে থামলো। বললো উঠুন। সময় নেই। উঠে পড়লাম। চলতে চলতেই বললেন, আওয়ামী লীগের সকলের কাছেই গেলাম। তেমন সাড়া পাচ্ছি না। গোছানো যাচ্ছে না। অথচ সবাই ঢাকায়। বললেন, একটা কাজ করে দেবেন প্লিজ। এ সময়ে মোশতাকের পক্ষে কে কে থাকতে পারেন ওদের একটা নামের তালিকা করে দেবেন?

ওটা দিয়ে কি করবেন?

হবে একটা কিছু। ভাসানীর খবর জানেন?

যদ্দূর জানি মোশতাককে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন। প্রয়োজনে দলগতভাবে।

সিওর?

হ্যাঁ।

বলতে পারেন আর্মির পুরোটাই ডালিমদের সমর্থন করছে কিনা?

আপাতত করতে হয়।

কর্নেল ওসমানী কি ডালিম গ্রুপ আর রেগুলার আর্মির মধ্যে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে?

তুলে ফেলেছেন যদ্দূর জানি। বললাম, জিয়া, খালেদ মোশারফ, শাফায়েত জামিল এরাই মূল। জেনারেল শফিউল্লাহ কোন কাজেই আসবেন না, আমার ধারণা।

নূরুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাংবাদিক কার্ডটি আছে না?

বললাম আছে।

আপনি খবর সংগ্রহ করতে থাকুন, কারেন্ট ইনফরমেনশনের অনেক প্রয়োজন। আমরা কোথায় আছি। কেমন আছি, বঙ্গভবনে হচ্ছেটা কি? ঘাতকদের পেছনে আর কারা কারা আছেন। আওয়ামী লীগের যে কারুর সাথে সম্ভব দেখা করুন। কথা বলুন, তবে সাবধান অনেকেই কিন্তু মোশতাকের পক্ষ নিয়েছেন।

বললাম, কার্ডের মূল্য কি? সংবাদ তো বন্ধ। নূরুর রহমান একটু চুপসে গেলেন। বললেন, কিন্তু খবরগুলো ভীষণ প্রয়োজন। চেষ্টা করবেন কালেকশন করতে। বংশালে নামিয়ে দিলেন। হেঁটে হেঁটে সংবাদ-এ এসে ঢুকলাম। দাড়োয়ান বলল-কেউই নেই। একটু আগে জহুর সাব, অদুদ সাব, কবীর সাব আরো দু'একজন এসেছিলেন। অনেকক্ষণ টেলিফোন করেছেন। একটা রিকশা

নিয়ে সোজা বাসস অফিসে চলে এলাম পুরানা পল্টন। রিপোর্টার চার পাঁচ জন ছিলেন–সবাই ভয়ানক ব্যস্ত। দম ফেলার ফুরসুৎ নেই। চলে এলাম নীচে। বুঝতে পারলাম, যে ক'জনকে দেখেছি একজনও মুখ খুলবেন না। সকলের চোখে-মুখেই কেমন সন্দেহের ছাপ। একটু পরেই কারফিউ শুরু হবে–সুতরাং ডেরায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

পুরানা পল্টন থেকে তবুও দৈনিক বাংলার দিকে হাঁটলাম। আজকে যেটা কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার অফিস ওটাই ছিল কৃষকলীগ অফিস। কৃষক লীগ অফিসের সাইনবোর্ডটির দিকে তাকালাম, আছে। হঠাৎ নজর পড়লো দোতালায় আলো জ্বলছে। ঢুকে পড়লাম কৃষক লীগ অফিসে। দোতলায় উঠলাম। টেবিলের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে শরীফ। শরীফ কৃষক লীগের বেতন করা সার্বক্ষণিক রক্ষী ছিল। আমার শব্দ পেয়ে উঠে বসলো। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। ওকে শান্ত করতে বেশ সময় গেল। ওকে নিয়েই আবার পথে নামলাম। অফিসের চাবী ওর কাছেই। ওর কাছেই খবর পেলাম, বঙ্গভবন দখল করে বসে আছেন চাষী আলম। তিনিই নাকি সব। কৃষক লীগ অফিসে দুপুরে টেলিফোন করে ব্যারিস্টার বাদল রশীদকে তালাশ করেছে। বিকেল চারটার দিকে বঙ্গভবন থেকে কে একজন খুঁজতেও এসেছিলেন। এসে বলেছেন কৃষক লীগ অফিসে যাকে পাও নিয়ে এসো। শরীফকে যেতে হয়েছে। বঙ্গভবনে আধঘন্টা একটা ঘরে বসিয়ে রেখে শেষে একজন এসে ওকে বলেছে, আপনি চলে যান। কোন অর্থ না বুঝে শরীফ চলে এসেছে। এমন অনেককেই শরীফ দেখেছেন যাদের এর আগে কোনদিন দেখেননি।

মফঃস্বল থেকেও আওয়ামী লীগের কয়েকজন এসেছেন। ঐ ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। তারা সাক্ষাৎ করবেন প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে। তবে চাষী আলম সাহেবের আদেশেই ওখানে সব কিছু হচ্ছে শরীফ টের পেয়েছে। তাজুল ইসলামকেও বার দুয়েক দেখা গেছে।

১৬ আগস্ট পুরোটা দিন গেল কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পরিবার, শেখ মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পরিবারের তেমন কোন খবরই সংগ্রহ করা গেল না। রাতে ঘরে ফিরে আরো খারাপ লাগছিল। কি করবো, কি করা উচিত কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, কারুর কোন খোঁজ পাইনি। ভাসা ভাসা শুনেছি সেরনিয়াবাত সাহেবের বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বেঁচে গেছেন অলৌকিকভাবেই। অপারেশনের সময় ঐ ঘরেই ছিলেন। আরো জেনেছি সেরনিয়াবাত সাহেবের বাড়ীতে অনেকেই বেঁচে গেছেন। সম্ভবত তারা কোনো হাসপাতালে আছেন। শুনেছি বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে কেউই বেঁচে নেই। শেখ মনির বাড়িতে দু'একজন বেঁচে গেছেন। এ সব খবরও ছিল অস্পষ্ট। তাজউদ্দিন সাহেব তাঁর বাড়ীতেই আছেন এ খবরটা সঠিক পাওয়া গেছে। কামরুজ্জামান সাহেব, মুনসুর আলী, আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দ

নজরুল ইসলাম- এঁদের খবরও জানি না। পরে সকলের খবর পেয়েছি একটু একটু করে। কিন্তু ১৬ আগস্ট রাতটা কাটলো ছটফট করেই। আসলে বিব্রত ছিলাম নিজেকে নিয়ে। বাকশালে আমিও যুক্ত ছিলাম। বাকশালের জাতীয় কৃষক লীগের ২৯ জন সদস্যের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। এটা আকস্মিক ছিল না মোটেও-বরিশালে আমির হোসেন আমুর নেতৃত্বে বি এম কলেজে ছাত্রলীগ করেছি। সাংবাদিকতায় এসেছিলাম মরহুম আবদুর রব সেরনিয়াবাতের হাত ধরে। তিনি বরিশালে ওকালতি এবং এ পি পি'র স্থানীয় সাংবাদিক ছিলেন। অবশ্য আমি তেমন পরিচিত কেউ নই। যতটুকু পরিচিত সাংবাদিক হিসেবেই।

ঘোরাফেরা চলাচলে আমার তেমন সমস্যা নেই। আওয়ামী লীগের যাদেরকে ঐ দু'দিনে দেখেছি তাদেরকে কোন সমস্যায় দেখিনি। হতে পারে এদের অনেকেই মোশতাকের কাছে গেছেন জানের ভয়ে বাধ্য হয়ে। রাতে সামান্য খেতে খেতে শরীফই বুদ্ধি দিল- আপনি নূরু ভাইয়ের কথামত খবর সংগ্রহ করে নোট রাখুন-কোনো না কোনো কাজে লাগবেই। বঙ্গবন্ধু যা করেছেন মোশতাকতো তার উল্টোটা করবেনই-পত্রিকাগুলো ছেড়ে দিতে পারে।

রাতে শুয়ে শুয়ে সারাদিনের খবরগুলো একটু খোলা-মেলা লিখলাম। প্রথম খবরটাই হলো বঙ্গবন্ধুর লাশ যখন সিঁড়িতে সম্ভবত সে সময়ই মওলানা ভাসানীর টেলিগ্রাম পান প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ। টেলিগ্রামে তিনি এ মর্মে লিখেছেন, এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। দেশ থেকে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি তোমাকে (মোশতাক) দূর করতে হবে। নতুন সরকার ও তোমার (মোশতাক) ওপর আল্লাহতায়ালার রহমত বর্ষিত হোক। মওলানা ভাসানী এ রকম একটা বিবৃতি দিয়ে বসবেন এটা আশা করিনি। রেডিওতে যখন খবরটা প্রচারিত হচ্ছিল সকালের দিকে তখন প্রথমবার মনে হয়েছে ভুল শুনছি। মনে মনে ভাবছিলাম ভুলটাই যেন ঠিক থাকে। কিন্তু ভুল হবে কি করে। দুপুরের খবরে সেই একই কথা। তোমার উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক। বঙ্গবন্ধু ও মওলানা ভাসানীর সম্পর্কের কথা বলে এ গ্রন্থটি দীর্ঘ করতে চাই না এবং তা আমার জন্যে কাষ্টকরও বটে। তবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে মওলানা ভাসানীর হৃদয় না উদ্বেলিত হোক (যা উচিত ছিল) কিন্তু এমন একটা অমানবিক হত্যাকান্ডকে তিনি 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বললেন কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে?

দুপুরের পর থেকে আরেকটি রেডিও সংবাদে আলোড়িত হচ্ছিল সর্বত্র। সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান সরকারকে সমর্থন করেছে। সাথে সুদানও রেডিও থেকে এ পদক্ষেপকে বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, দরিদ্র বাংলাদেশের পাশে এ সময় সৌদি আরব যখন একবার ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সুর সুর করে দারিদ্র্য মোচন হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নেতৃত্বে অল্পদিনে বাংলাদেশ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে। সৌদি আরবের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশ এতোদিন কি ভাবে চলছিল সেটাই ভাববার বিষয়।

সবচেয়ে গোপন খবর যেটা ঃ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে একদল সৈনিক ট্রাক নিয়ে ঢুকেছে। দূর থেকে অনেকেই দেখেছে। কিছুক্ষণ পর আরো একটি সেনাবাহিনীর ট্রাক আসে। চারিদিক ঢাকা। খুব বেশী সময় ছিল না সোনাবাহিনীর লোকজন। সন্দেহ করছেন অনেকে নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু এবং অন্যদের লাশ আছে ওতে। ক্যান্টনমেন্টের দিকে ফিরে গেছে ট্রাকগুলো। অবশ্য ৩২ নম্বর ঘটনার পর থেকেই একদল মিলিটারী দ্বারা ঘেরাও ছিল।

সকালেই উঠে প্রথম প্রেসক্লাবে। ১৭ আগস্ট। কেউই নেই প্রেসক্লাবে। বেয়ারা এসে বলল, একটু আগে ভাসানী ন্যাপের কিছু ছেলেরা এসে ইকবাল সোবহান ভাই বলে খুঁজে গেছে– ওদের চক্ষু ভাল ছিল না। খারাপ। আপনিও তো বাকশালের নেতা। মুছিব্বত হতে পারে। বললাম, মুছিব্বতের আর বাকি কি? তুমি ঝটপট নাস্তা দাও। বেয়ারা বলল, গতকার দু'জন মন্ত্রী নাকি গেছেন টাঙ্গাইলে।

এদিকটায় তো লক্ষ্য করিনি। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। নাকে–মুখে নাস্তা শেষ করে হেঁটে হেঁটে ফরেন অফিসের সোর্সের কাছে চলে এলাম। তিনি রুমে নেই। বসে রইলাম ওখানেই অনেক কথাবার্তাই কানে এলো। ঘন্টাখানেক পর উনি এলেন। দশ মিনিটও বসতে দিলেন না।

এখন সবচেয়ে জরুরী চীনের স্বীকৃতি। চীন বাংলাদেশকেই স্বীকৃতি দেয়নি। বিশেষ ব্যবস্থায় কাউকে চীন পাঠানো যায় কি না এমন মনের মতো মানুষ খোঁজা হচ্ছে। মোশতাক নামি কমরেড তোয়াহার কথা বলেছেন। জেনারেল ওসমানীর পছন্দ নয়। ওসমানী খুঁজছেন এমন কাউকে যাকে ভাসানী নিজে মনোনীত করবেন। কিন্তু চীন কাকে পছন্দ করছে, সে রকম কোন তথ্য আপাতত বঙ্গভবনের হাতে নেই। বঙ্গভবন থেকে ঘন্টায় ঘন্টায টেলেক্স চালাচালি হচ্ছিল এদিকে সেদিকে। ইতিমধ্যে বঙ্গভবনে যারা আসছিলেন যাচ্ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম এম এ জি ওসমানী। ওসমানী ক্যান্টনমেন্টের জেনারেল ও বঙ্গভবনে অবস্থানরত মেজর কর্নেলবৃন্দ যারা ক্যু'এর নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের মধ্যে সেতুর কাজ করছেন। এ সময়টা সামরিক প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করে যাচ্ছিলেন। ওসমানী। বাকশাল গাঠনের পর তিনি সংসদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঐ সময় বাকশালে আসেননি আরেকজন, তিনি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। তিনিও ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁকেও কয়েকদিন বঙ্গভবনে আসতে যেতে দেখা গেছে। ইত্তেফাকের স্পষ্টভাষী (মিতভাষীও হয়েছিলেন বাকশালের সময়) তাকেও দু'একবার দেখা গেছে। ইতিমধ্যে চাষী আলম কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্টের একান্ত সচিব হিসেবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ পরিচালক তাজুল ইসলাম কাজ করছেন প্রেস সেক্রেটারির মত। অবসরপ্রাপ্ত সচিব শফিকুল হক বঙ্গভবনে এসেছেন খুশিতে বাগ বাগ হয়ে। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর জহিরুল হক একইভাবে বঙ্গভবনে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এরা দু'জন প্রেসিডেন্টের উপাদেষ্টার পদ অলংকৃত করেছিলেন।

টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে খবর পাওয়া গেল সন্ধ্যা নাগাদ সন্তোষে মওলানা ভাসানীর বাসগৃহে এখনো পুলিশ মোতায়েন আছে। কিন্তু ঢাকা তেকে গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে। অনেক নামী-দামী লোক ভাসানীর সাথে কথা বলে বলে যাচ্ছেন। পুলিশ বাধা দিচ্ছে না বরং কখনো কখনো স্যালুট দেয়। অথচ ১৫ আগস্টই টেলিগ্রাম মারফত মওলানা ভাসানী মোশতাককে স্বীকৃতিসহ দোয়া দিয়েছেন।

বঙ্গভবনে রাতদিন সলাপরামর্শ চলছে। কখনো মন্ত্রীরা বসছেন। কখনো ক্যুনেতা সেনা সদস্যরা ভিন্নভাবে বসছেন। কখনো সচিবালয় থেকে আমলারা আসছেন। মধ্যমনি দু'জন মোশতাক ও ওসমানী। ১৮ আগস্টের দুপুরের দিকে দেশের রানৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। কয়েকজন মন্ত্রী, মেজর ও কর্নেলগণ সকলেই ছিলেন আলোচনায়। ঐ আলোচনা সভায় গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে ব্যাপক মত বিনিময় হয়। আওয়ামী লীগ তেমন সমস্যা নয় তবে কোন কোন সংসদ সদস্য নাকি জটলা করছে। ঢাকা শহরের আওয়ামী লীগের কিছু নেতা এবং উল্লেখযোগ্য কর্মীরা গা ঢাকা দিয়ে আছে। কিন্তু তেমন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তারা করছে অথবা করবে, এমন আশংকা নেই। জাসদ নেতারাও সরে সরে থাকছেন নিষিদ্ধ (গোপনে সংগঠিত) মুসলিম লীগ জামাতে ইসলামী ইতিমধ্যে আপাতত মোশতাক সরকারকে মৌন সমর্থন করছে, জাসদ তাও করছে না। এদের গতিবিধিও রহস্যজনক। সর্বহারাদলসহ অন্য গোপন দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ভাল। তারা এখন পর্যন্ত পরিস্থিত পর্যবেক্ষণ করছে। এ ধরনের দলগুলো মোশতাক সরকারের বিরোধিতা করছে না, সেটা বোঝা যাচ্ছে তাদের অপারেশন স্থগিত থাকায়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো আপাতত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়ীতে যে সব টেলিফোন আছে সে সব কেটে দেয়া হবে। ন্যাপ (মস্কোপন্থী) কমিউনিস্টনেতাদের আপতত ধমক দিতে হবে। যদিও প্রায় সকলেই আন্ডরগ্রাউন্ড। ছাত্র ইউনিয়নের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। জরুরী সিদ্ধান্ত নেয়া হলো বিগত সাড়ে তিন বছরে যে সব অস্ত্র উদ্ধার হয়নি তা বিশেষ তৎপরতার মাধ্যমে উদ্ধার করতে হবে।

রাতে ওসমানীকে আবার বসতে হলো আর্মি রুলস রেগুলেশন নিয়ে। ইতিমধ্যে রেডিও থেকে বলা হচ্ছিল যে, এমন অনেক সেনা অফিসার পুনরায় সেনা বিভাগে ফেরত আসছে যাদেরকে ইতিপূবে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল অথবা স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর জুনিয়র অফিসার যারা ক্যুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের কেউ কেউ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরা সকলেই রাতদিন বঙ্গভবনে অবস্থান করতেন। এদের মাঝে আর্মির পূর্ণ শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যই এম এ জি ওসমানীর বসা। তরুণ অফিসাররা জেনারেলদের ধরে বসেছেন। সেনাবাহিনী প্রধানকে নিয়ে কথা তুলেছেন। মুখোমুখি সমালোচনা। ওসমানীকে উভয় দলই

গুরুজন মনে করতেন। স্থায়ী মীমাংসায় না আসতে পারলেও ওসমানী দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলে উভয় দলকেই শান্ত করতে সক্ষম হন।

১৯ আগস্ট ইরান আর কাতারের স্বীকৃতি এলো। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক খবর ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন ফিরে এসেছেন দিল্লী থেকে। তিনি ১৫ আগস্টের আগেই ঢাকা থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহে দক্ষিণপন্থী মহলে চাপা উল্লাস ও স্বস্তির নিঃশ্বাস। আর ঐ দিন আমার জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হলো সংবাদ আবার বেরুচ্ছে এবং ইত্তেফাক আগের মালিকদের হাতে ফেরত যাচ্ছে। চাকরির চেয়েও আমার বেশী প্রয়োজন ছিল আশ্রয়ের। ইতিমধ্যে ঢাকা শহরটা আবার সচল হয়ে উঠেছে। চাল ব্যবসায়ী সমিতি থেকে শুরু করে রিকশা মহাজন সমিতি, মৎসজীবি সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি কোনটাই বাদ নেই যারা মোশতাক সরকারকে সমর্থন জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। ঢাকা চেম্বার, বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস তো প্রথম ধাক্কায়ই ইয়া লম্বা বিবৃতি দিয়ে বসে আছে। কাঁচাবাজারগুলোতে ঝট করে জিনিসপত্তরের দাম পড়ে গেছে। রেডিও টেলিভিশন সরব হয়ে উঠেছে নতুন নতুন সঙ্গীতে। খান আতাউর রহমান একটা নয়া গান লিখে সুর করে সমবেত কণ্ঠে রেডিও টেলিভেশনে প্রচার করছেন। ১৯৬৫-এর যুদ্ধের সময়কার কিছু দেশাত্মবোধক নাম পুনঃপ্রচারিত হচ্ছিল। এসব করার জন্য একদল লোক আগে থেকেই স্ব স্ব স্থানে বসেছিল এমনটাই মনে হতো।

সংবাদ বেরুবে। মালিক সম্পাদক আহমদুল কবিরের সাথে সংবাদ দপ্তরেই দেখা করলাম। তিনি বললেন তোমার চাকরি হবে। কয়েকজনের হবে না। এ জন্য কোনরকম হৈ চৈ করবে না, কথা বলবেনা, তুমিও ভেবে দ্যাখো আওয়ামী লীগের সাথে তোমার যথেষ্টই দহরম মহরম ছিল, যুবলীগ তোমার অসুবিধা করবে না তো?

আমি ভাবছিলাম চাকরিটা আমার একান্ত প্রয়োজন। বললাম চাকরিটা চাই। তিনি বললেন জয়েন করো। রেনকিন স্ট্রীটের কাউন্টার পয়েন্ট অফিস গুটিয়ে চলে এলেন জহুর হোসেন চৌধুরীও।

ইতিমধ্যে ইতিহাস ক্ষাণিকটা এগিয়েছে এ ক'দিনে। আগস্ট ২০, ১৯৭৫ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে ফরমান জারি করেছেন। মোশতাকের ১৫ আগস্টের বেতার ভাষণ ও ২০ আগস্টের ফরমান এ গ্রন্থের শেষে দলিল অধ্যায়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে। মোশতাক এলান করে দিলেন রাষ্ট্রের চার মূলনীতি অক্ষুন্ন রাখবেন। আমার ধারণা ছিল তিনি কমপক্ষে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছুড়ে ফেলে দেবেন ডাস্টবিনে। বরং চার মূলনীতি রক্ষার উপর জোরটা বেশীই দিলেন। ঘোষণাবলে তিনি ৪৮, ৫৫ এবং ১৪৫ নম্বর ধারা সংশোধনের কথা বললেন। এগুলো রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ প্রণালী অপরাধ ও বিচার সংক্রান্ত।

২০ আগস্টের সমর সেনের খবরটি পেয়েছিলাম বঙ্গভবন সূত্রে। পরের দিন সকল পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছাপা হয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভারত থেকে ফিরে এসে বেশী সময় নেননি বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে দেখা করে বলেছেন, শিগগির স্বীকৃতি আসছে, তবে তিনি ঢাকা-দিল্লী মৈত্রী অব্যাহত থাকবে বলে ভারত সরকারের মত জানিয়ে দিলেন আগেভাগেই। পরে জেনেছি সমর সেন দিল্লী থেকে আরো একটু সময় নিয়েই ফিরতেন কিন্তু ২০ আগস্ট বঙ্গভবনে মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন কর্মসূচী অনুস্টানটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়েছিলেন। গুজব ছিল ১৫ আগস্ট ঘটনার আকস্মিকতায় আতংকে আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রীই মোশতাকের সাথে ছিলেন কিন্তু কয়েকদিনে তারা কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় যোগ নাও দিতে পারেন। ইতিমধ্যে এমপি শামসুল হকের নেতৃত্ব শেরেবাংলা নগরে দু'এক পসলা সংসদ সদস্যদের আলোচনা হয়ে গেছে।

কিন্তু আশংকা ছিল অমূলক। যথা সময়ে মন্ত্রিদের দফতর ভাগ হলো। বরং দফতর নিয়ে মন্ত্রীদের কিছু আবদার আপত্তিও শোনা গেল। মন্ত্রিদের ক্ষমতার উৎকন্ঠা দেখে জুনিয়র অফিসাররা নাকি হাসি মস্কারাও করেছিলেন। বঙ্গভবন ছিল উৎসব মুখর। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের আগমন ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনা। মন্ত্রী এমপিরা স্বচক্ষে ওদের দেখে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যান যে, মোশতাক দেশ চালাতে পারবেন। সোভিয়েত রাশিয়ার চার্জ দ্য এফেয়ারও এসেছেন সমর সেনের কথা তো আগেই বলেছি। দপ্তর ভাগ হযে গেল।

রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ – প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র।
উপরাষ্ট্রপতি মাহমুদুল্লাহ –
মন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী – বিদেশ
মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী – পরিকল্পনা
মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদার – পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও স্থানীয় শাসন
মন্ত্রী সোহবার হোসেন – গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন
মন্ত্রী আবদুল মান্নান – স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
মন্ত্রী মনরঞ্জন ধর – আইন ও সংসদীয় বিষয়, বিচার
মন্ত্রী আবদুল মোমেন – কৃষি ও খাদ্য
মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান – বন্দর, জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন।
মন্ত্রী ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক – অর্থ
মন্ত্রী ডক্টর মোজ্জাফ্ফর আহমেদ – শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি গবেষণা ও আণবিক শক্তি।
প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজী – বাণিজ্য, তৈল ও খনিজ
প্রতিমন্ত্রী মোমেনুদ্দিন – পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ

প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরী	– শিল্প
প্রতিমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	– বিমান ও পর্যটন, ভূমি প্রশাসন ও ভূমিসংস্কার
প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর	– তথ্য বেতার শ্রম ও সমাজকল্যাণ, খেলাধুলা
প্রতিমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম মনজুর	– রেল, যোগাযোগ
প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুর রহমান	– ডাক ও টেলিফোন
প্রতিমন্ত্রী ক্ষীতিশচন্দ্র মন্ডল	– সাহায্য ও পুনর্বাসন
প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ ভোলা মিয়া	– বন, পশু ও মৎস্য
প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আলতাফ হোসেন	– সড়ক যোগাযোগ

এঁরা কেউই আসম্মিকভাবে গর্ত থেকে আসেননি। অনেকেই ১৫ আগস্টের আগেও বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, পেলাম না তাজউদ্দিন আহমেদকে। তাঁর মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছিল ১৫ আগস্টের অনেক আগেই। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মুনসুর আলীকেও দেখা গেল না। এর মধ্যে এম কামরুজ্জামান ছিলেন আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সভাপতি। ভেবেছিলাম মিজানুর রহমান চৌধুরী আসবেন। তাঁকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। নূরুল ইসলাম মনজুরও মন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন ১৫ আগস্টের অনেক আগেই। আবদুস সামাদ আজাদকেও দেখা গেল না। আমির হোসেন আমু, তোফায়েল, রাজ্জাক ভাই এরা কোথায়? কেমন আছেন?

ঢাকা রেডিও থেকে সন্ধ্যা নাগাদ একটা খুশির খবর প্রচারিত হলোঃ ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার শামসুর রহমান খান দিল্লীতে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব কেওয়াল সিং-এর সাথে মোলাকাৎ করে বাংলাদেশের বর্তমান হাল বয়ান করেছেন। জনাব কেওয়াল সিং বাংলাদেশের জনগণের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। এই খবরটি যখন হচ্ছে তখন আমি শেরেবাংলা নগর এমপি হোস্টেলে ব্যারিস্টার রশিদের কক্ষে একদঙ্গল এমপি'র মধ্যে। খবরটি শুনে একজন বললেন, ইন্ডিয়া যখন মোশতাককে সাপোর্ট দিচ্ছে তখন ধরে নিতে হবে নো মুভমেন্ট। এ্যকচ্যুয়ালী উই আর টায়ার্ড। ব্যক্তিগতভাবে বাইশ বছর একটানা সংগ্রাম জেল জুলুম অভাব তারপর তো যুদ্ধে সব হারিয়েছি-কেবল একটু স্বস্তি এসেছিল, না বাবা আর কোন কিছুর মধ্যে নয়। তা ছাড়া বয়স হয়েছে না।

॥ ৩ ॥

ঘন্টাতিনেক ঘুরেছি মোহাম্মদপুর থেকে মিন্টু রোড ইত্যাদি এলাকায়। দিনটা ছিল আগস্ট ২১,১৯৭৫। মোহাম্মদপুরে তাজউদ্দিনের বাড়ীর মাথায় একদল আর্মি। একটা লাইট মেশিনগানও বসানো দেখলাম বাড়ীর ছাদে। বাসার সামনে রাস্তায়ও প্রচুর আর্মি। তাজউদ্দিনের অবস্থাটা কি? অনেক আগেই বঙ্গবন্ধু

তাঁকে মন্ত্রিপরিষদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এম, পি ছিলেন মাত্র। অন্যদিকে মোশতাককে তিনি একাত্তরে কলকাতা বসে নজরবন্দী করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে অবহেলা করলেও মোশতাক যে কোলে তুলে নেবেন এমন আশা করা ভুল। তা ছাড়া মোশতাকের চেয়ে তাজউদ্দিন রাজনীতিতে অনেক বেশী অভিজ্ঞ। তাজউদ্দিনের পক্ষেও হয়তো মোশতাকের নেতৃত্ব মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না।

আমরা দেখলাম একদল আর্মি অফিসার তাজউদ্দিনের বাড়ী থেকে হাসতে হাসতে কি বলতে বলতে বেরুল। মুনসুর আলী মিন্টু রোডে তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করছেন, এটা নিশ্চিত হলাম গেটে দাঁড়িয়েই। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যালকনিতে কিছুক্ষণের জন্য। কামরুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিজ নিজ বাসবভনেই ছিলেন। তোফায়েল আহমদের খোঁজ পাইনি। আমু ভাইয়ের খবর জানতাম আগে থেকেই। শেখ শহীদ আছেন তার শ্বশুরবাড়ীতে সে খবরও পেয়েছিলাম। হুইপ রউফকে দেখেছিলাম এক পলক শেরেবাংলা নগর।

বাসসে নিযুক্ত হয়েছিলেন মীজান সাহেব বিপিআই নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর। তার সাথে দুপুরে লাঞ্চের সময় দেখা প্রেসক্লাবে। কানে কানে বললেন, ভাসানী সাহেবের অসুখ বেড়ে গেছে, তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। খোঁজ নাও তো কোথায় আছেন। কিন্তু মাত্র দু'দিন আগেই তো শাহ মোয়াজ্জেম আর তাহের উদ্দিন ঠাকুর গিয়েছিলেন সন্তোষে। তাখন তো তিনি সুস্থই ছিলেন। ওরাই অসুস্থ করে রেখে এসেছে!

সমর্থন আদায় করার জন্য মোশতাকের পক্ষে সন্তোষে যাওয়া সম্ভব নয়। আসলেই ভাসানী এসেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেদিন আর খবর নেবার সময় পাইনি। আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের খবর পেয়ে তাঁর পেছনেই ছুটেছিলাম। তর্কবাগীশ সাহেব গত ২০ আগস্ট মোশতাকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে দোয়া করে এসেছেন। তিনিও অসুস্থ। কোন সাংবাদিকের সাথে দেখা করতে পারবেন না। তর্কবাগীশ তখন মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি।

পরেরদিন আগস্ট ২২, ১৯৭৫ ইত্তেফাকে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হলো মওলানা ভাসানীকে পি, জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি অসুস্থ। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, মোশতাক কেবিনের সবাইকে বের করে দিয়ে মাত্র মিনিট দশেক আলাপ করেছেন। মোশতাককে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। ভাসানী মোশতাককে দোয়া করেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। পত্রিকায় আরো খবর– কারুর সম্বর্ধনার জন্য তোরণ নির্মাণ চলবে না। মাল্যদানও নিষিদ্ধ এবং আলোকসজ্জাও চলবে না। এ সব অত্যন্ত সাদামাঠা ব্যাপার। অথচ বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

অবজারভারে দেখলাম তিনি জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁর টুপিটাকে জাতীয় টুপি হিসেবে 'ডিকলার' করেছেন। ইত্তেফাকেও দেখেছি খবরটা। চন্দনার মত এতটা গুরুত্ব দিতে পারিনি। অবজারভারে পড়লাম, মন্ত্রি-পরিষদের সভায় নির্দিষ্ট ডিজাইনের কালো রঙের জাতীয় টুপি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত

নেয়া হয়েছে। মন্ত্রীদের পোশাক হবে গলবন্ধ কোর্ট (প্রিন্স কোর্টের কায়দায়) ও ফুলপ্যান্ট। বিভিন্ন অনুষ্ঠান মোতাবেক রং থাকবে। সত্যি যিনি তোরণ নির্মাণ ও মাল্যদানের বিষয় গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি তার নিজের ব্যবহারের ডিজাইনের টুপিটা জাতীয় টুপি হিসেবে ঘোষণা করে ফেললেন। নতুন মন্ত্রিপরিষদের সভায়ই অনুমোদন করা হয়েছে– ইউনিয়ন কাউন্সিলের কর্মধারা অব্যাহত থাকবে।

চালের দাম কম ছিল আগস্ট থেকেই। বাজারে চালের সরবরাহ বাড়ছিল জুলাই থেকে। এই স্বাভাবিক হিসেবটা খুব বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই আশা করি। বঙ্গবন্ধুকে আর মাসখানেক পর হত্যা করলে ভুল হবে বলেই পাক্কা হিসেব করা হয়েছিল, কেননা বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন ইনশাল্লাহ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের এই দুঃখ থাকবে না।

গতকাল অনেক ব্যস্ততার মধ্যে একবার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে টেলিফোন করেছিলাম। তাঁর বাসা থেকে কে জানালো আগামীকাল তিনি দেশের বাইরে যাচ্ছেন। ভীষণ ব্যস্ত কথা বলতে পারবেন না। অনুরোধ জানালাম, স্যারকে আমার নাম বলুন, জরুরী প্রয়োজন। আমিও জানি উনি যাচ্ছেন। আমার নাম সাঈদ। সংবাদ। আবার সেই কষ্ট। উনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। কি জানতে চান বলুন। বললাম, স্যার কি আদৌ দেশে ফিরবেন?

হোয়াট ননসেন্স।

এক্সকিউজ মি, স্যার তো একাত্তরেও এভাবে ফেরেননি। ওপাশ থেকে টেলিফোনটা ঝপাৎ করে রাখার আগে বলল, দিস ইজ নট একাত্তর। সেই ভুলটা আবার করলাম আজ। গতকাল আরেকটা খবর পেয়েছিলাম। আমাদের এনায়েত উল্লাহ খান মিন্টু ভাইকে বাংলাদেশ টাইমস কাগজটার সম্পাদনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সকালেই টেলিফোন করলাম মীজান ভাইকে।

ইয়েস বলছি। কেমন আছো বলো। নতুন কোন খবর আছে?

বললাম, আছে।

কি?

আবু সাঈদ চৌধুরী স্যার জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন।

জানি পুরানো খবর।

ফিরবে তো আদৌ!

ওপাশে থমকে গেল। একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, জানো নাকি কিছু?

বললাম, একাত্তরেও তো উনি ফিরে আসেননি।

আরে না না। তুমি একবার এসো।

২২ আগস্ট আমেরিকা বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিলো। রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা বেতার যে খবরটা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলো। সেই সাথে প্রচারিত হলো রাষ্ট্রপতির ৯ নম্বর আদেশ বাতিলের ঘোষণা।

আগস্ট ২৩, ১৯৭৫। অনেক রাতে ঢু মেরেছিলাম ইত্তেফাকে। ভাল লাগছিল না। সাব এডিটরদের চোখগুলো দেখে ভাল ঠেকলো না। কয়েকজন বিবিসি'র ইংরেজী সংবাদের উপর ঝুঁকে আছেন। ক্ষাণিকক্ষণের মধ্যেই সংক্ষিপ্ত খবরটা পেলাম। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পেরুর লিমার পথে লন্ডন এয়ারপোর্টে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতির সময় সাংবাদিকদের বলেছেন, গত সপ্তাহে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পুরো দেশটার উপরই বর্তমান সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। নতুন সরকার পূর্ণ জনসমর্থিত। সুপ্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট উদ্যোগী এবং আগ্রহী।

একজন রিপোর্টার বন্ধুকে বললাম, অবাক হবার মতই। তবে আজকাল অবাক না হওয়াই ভাল।

বন্ধুটি বললেন, না, অন্য খবর।

কি খবর?

সামরিক আইনের বিধিবলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুনসুর আলী, উপ–রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাবেক অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী এইচ এম কামরুজ্জামান, সাবেক মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, সাবেক মন্ত্রী কোরবান আলী,সাবেক মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন এম, পি, পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব খন্দকার আাদুজ্জামান,হাশেমুদ্দিন হায়দার পাহাড়ী, আবেদুর রহমান, আবদুল মান্নান এমপি, আনোয়ার জং এমপি, মোফাজ্জল হোসেন মায়া, মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী বেঙ্গল, ডাঃ আসাবুল হক এমপি, মোহাম্মদ আফজাল নান্টু, জিনাত আলী, ডাক্তার হায়দার আলী, গাজী মোস্তফা কামাল গামা, আলেকজন্ডার রোডারিক্স, আবদুল হাই, মানিক চৌধুরী (চট্টগ্রাম), এ টি এম সৈয়দ হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, মোসাদ্দেক আলী খান বাবলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের সবাইকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এরা খন্দকার মোশতাকের প্রস্তাব মানেনি!

যদ্দূর জানি মুনসুর আলীকে বঙ্গভবনে এনে আনুগত্য স্বীকার করতে বলা হয়েছিল। তিনি রাজি হননি। তাজউদ্দিনকে কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি।

আমি দ্রুত ইত্তেফাক থেকে দৈনিক বাংলায় চলে এলাম। বন্ধুদের মধ্যে কাউকেই পেলাম না। শেষে একাই ছুটলাম পিজি হাসপাতালে। মওলানা ভাসানী কি খবরটা জানেন? গতকালই তো প্রেসিডেন্ট দেখা করেছেন তাঁর সাথে। তাঁর কাছ থেকে সম্ভব হলে কিছু জানা প্রয়োজন। তারচেয়েও ভাল হয় যদি ফণীদার সাথে দেখা হয়ে যায়। ফণীদা পিজি ছেড়ে গিয়েছেন কিনা খবর পাইনি। পিজিতে এসে প্রথম যে খবরটা পেলামঃ মওলানা ভাসানী আজ সুস্থ হয়ে টাঙ্গাইল সন্তোষে চলে গেছেন। ফণীদার খবর না নিয়েই এলাম শেরেবাংলা নগর ব্যারিস্টার বাদল রশিদের কাছে। তিনিও সমস্ত ঘটনা জানেন। একটু আগে ফিরেছেন। বললেন, সাংবাদিক এত খবর দিয়ে করবেটা কি? ওরা ধরবে।

মোশতাক ধীরে ধীরে সবাইকে ধরবে। এখন তো বেটা প্রমাণ করছে যে, বঙ্গবন্ধুই যত দোষ করেছেন আর তার মন্ত্রীগুলো আদর্শবান। ভাল। মোশতাক বলেছেন, এমপিদের সাথে সাক্ষাৎ দেবেন। কবে, জানিনা। তবে তাঁকে কথা বলতেই হবে। মোশতাকের অবস্থাও ভাল না।

বললাম, আপাতত মোশতাকের শক্তি তো ক্যান্টনমেন্ট, আপনারা আর কতুটুকু?

বোকার মত বললে হে, ক্যান্টনমেন্ট কখনো সিভিলিয়ন কিংবা এক্স আর্মির শক্তি হতে পারে না। মোশতাক কতনদিন ট্যাংকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন কে জানে। তবে এ জন্য তাঁর প্রয়োজন ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল সাপোর্ট। সিওর থাক, ইন্ডিয়া এবং সেভিয়েত-রাশিয়ার স্বীকৃতি পেতেও তার অসুবিধা হবে না। চীন, সৌদী আরব, অন্যান্য মুসলিম দেশের সমর্থনও পাবে। আমেরিকা তো স্বীকৃতি দিয়ে সকল সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে আছে।

আপনাদের সাপোর্টও বোধহয় একটু কষাকষিতে ঢিলে হয়ে যাবে।

নট আন লাইকলি।

আগস্ট ২৪, ১৯৭৫। বিডি আর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চীফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদে বদলি হয়ে। কে এম, শফিউল্লাহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে গেলেন। চীফ অফ আর্মি স্টাফ। ওখানে এলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পিএসপি, ব্রিগেডিয়ার হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ তখন ছিলেন ভারতে প্রশিক্ষণরত। তাঁকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হলো, ফিরে এসেই তিনি আর্মির ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ পদে যোগ দেবেন। বিডি আর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন ব্রিগেডিয়ার কাজী গোলাম দস্তগীর। তাঁকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হলো।

কমিউনিস্ট পার্টির একবন্ধু বললেন, দেখে নেবেন আজই ক্যান্টনমেন্টে একটা কিছু ঘটে যাবে।

কি ঘটতে পারে?

ভেবেছেন শফিউল্লার সাপোর্ট নেই আর্মিতে! হৈ চৈ লেগে যাবে।

বললাম, ঠিক আছে অপেক্ষা করবো, তবে আমার ধারণা ওসমানী এবং মোশতাক অংক না মিলিয়ে এসব করেননি। তবে খবর একটা আছে তাহলো ভারতে যিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এইচ, এম এরশাদ আজই মেজর জেনারেল হলেন, তিনি কিন্তু পাকিস্তান থেকে এসেছেন বেশীদিন হয়না তিনি বাঙালী সেনাদের অপরাধীর বিচার করেছেন পাকিস্তানে যতদিন ছিলেন।

কিন্তু সে তো ইন্ডিয়ায় ট্রেনিং নিচ্ছে।

ইন্ডিয়ায় সি আই এ নেই, সে যাক বর্তমান সরকার-এর প্রশ্নে আপনাদের প্রতিক্রিয়া?

অফকোর্স প্রতিক্রিয়াশীল।

পার্টি কি বলে?

পার্টি অবশ্য এখনো কিছু বলছে না। পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে গভীর ভাবে।

বলতে ভুলে গেছি। সেনানিবাসে ওলট-পালট হবার আগে জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হয়েছেন আমার হিসেবটা মিলছিল না। যদ্দূর জানতাম ওসমানী জিয়াকে তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি সুপারিশ করেননি সে বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত। তাহলে কি ডালিম ফারুক এদের মনোনয়ন। তাই যদি হয় তবে আরো ওলট-পালটের আশংকা আছে। ইত্তেফাকে কিছু পাওয়া যেতে পারে। ওরাই তো আজকাল মুরুব্বী। খন্দকার আবদুল হামিদ মিতভাষী স্পষ্টভাষী ইতিমধ্যে উপদেশের ডালা খুলে বলেছেন মঞ্চে- নেপথ্যে। সেদিন আবার (২৪.৮.৭৫) ইত্তেফাক নিজস্ব ভবনে চলে আসছে। সবাই যাতায়াতে ব্যস্ত। পুরানা পল্টনে বাসস অফিসে যাওয়াই ভাল। বঙ্গভবনের দায়িত্বে নিয়োজিত দু'একজনকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে। ভেতরের খবর না হোক বাইরের খবরও দু' একটু টুকরো মিলতে পারে। বাসস'এ উঠতেই (দোতলায়) প্রথম শোনা গেল ১৯৭৪-এর ৩০ জুন গ্রেফতারকৃত মশিউর রহমান যাদু মিয়া মুক্তি পেয়েছেন সাথে রাজবন্দী অলি আহাদ।

আমি সংবাদের রিপোর্টার-এ জন্য অনেকেরই ধারণা আমি কমিউনিস্ট পার্টির কেউ। একজন এসে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিল আমার হাতে। নিন আপনাদের খবর। চোখ বুলিযে দেখি মস্কো বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরেকজন এসে বললেন, একটু আগে মওলানা ভাসানীর একটা প্রেস বিবৃতি ছেড়েছি। তিনি সাবেক সরকারের কুকীর্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, পারমিট, লাইসেন্স মজুতদারি ও নানান সমাজ বিরোধী দুষ্কর্মের মাধ্যমে দেশটাকে ধ্বংস করে অর্থনৈতিক দেউলিয়ায় পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পর বিপুল সম্পদ বাইরে পাচার করে দিয়েছে। বিদেশী শাসকদের যোগসাজশে কোটি টাকার সম্পদ করেছে তিনি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আবহান জানান।

এ পরিচ্ছেদটি শেষ করার আগে বঙ্গবন্ধুর দাফনের আগেই যারা বিবৃতি দিয়ে খন্দকার মোশতাককে মোবারকবাদ জানিয়েছিল তাদেরকে একটু সামনে আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, মুক্তি হকার্স মার্কেটের চেয়ারম্যান ডাক্তার সাঈদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এ মান্নান, বাংলাদেশ-আরব মৈত্রী সমিতির আবদুস সামাদ, নাটোরের সংসদ সদস্য আশরাফুর ইসলাম, বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মোশারফ উদ্দিন আহমেদ ও এ বারী মোল্লা, বাংলাদেশ জাতীয় হকার্স লীগের সভাপতি মোস্তফা কামাল।

॥ ৪ ॥

শফিকুল আজিজ মুকুলের সঙ্গে দেখা দুপুরবেলা। গনগনে রোদ। সচিবালয়ের আফিসাররা ছাউনিতে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। মুকুল বললেন, কি, রৌদ্রে ঘৃণা পুড়তে পুড়তে যাচ্ছেন নাকি কোথাও। দিনটি ২৫ আগস্ট ১৯৭৫। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুরপর ১০ দিন অতিবাহিত। বললাম, অনেকেই ভারত চলে গেছেন এই রৌদ্রে।

মুকুল খুবই ঘনিষ্ঠ হলেন, যে যার দায়িত্বে গেছেন। এ ভাবে ভারত যাওয়া আদৌ সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নয়। এই যাওয়ার কি উদ্দেশ্য, কি লাভ কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, তবে এটা হতে পারে যে, আপাতত নিজের জীবনটা বাঁচানোর জন্যই। ভারতে বসে এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভারত প্রশ্রয়ও দেবে না।

বললাম, হাসনাত। মানে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ গেছেন। সাথে নিয়ে গেছেন আহত ছোট ভাইটাকে।

জানি। হাসনাত গিয়েছে–ওর সিদ্ধান্ত ভুল নয়। কিন্তু আরো অনেকে গেছেন, যারা আরেকবার বিপদে পড়বেন ফিরে আসতে গিয়ে।

আমার ধারণা ছিল ব্যারিস্টার চলে যাবেন ওপারে। বলছিলেন, গা ঢাকা দিতে হয়। নইলে মোশতাকের সাথে সেঁটে যেতে হবে। মোশতাকের পেছনে সেনাবাহিনী কিন্তু তার প্রয়োজন রাজনৈতিক সমর্থন। নইলে মার্শল ল' দিয়েও সংসদ বাতিল করেননি। কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না–কোন প্রকার প্রতিবাদ করবো তো আচমকা চোরাগোপ্তা গুলি করে মেরে ফেলবে। একটা যুদ্ধে বেঁচে গিয়ে সকলেরই এখন জান বাঁচানোর তাড়না এসে গেছে। ভাবছি ওপার যাইনা কেন, কিছুদিন নিশ্চিন্তে ভাবতে তো পারবো। একটা শক্ত পরিকল্পনা দরকার। দীর্ঘ আলোচনার পর উঠছিলাম যখন ব্যারিস্টার বললেন, দেখো তো আলাপ করে মনের মত দু'চারজন পাওয়া যায় কিনা। কয়েকদিন পর মাতুয়াইলের হেদায়তুল ইসলাম খানকে পেলাম ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে সুলতানাদের বাসায়। সুলতানার শোকে তখন পুরো ফ্যামিলিটা হতবাক হয়ে আছে। অনেকেই ও বাসায় যাচ্ছিল। ওখানেই হেদায়তুল ইসলামের সাথে দেখা। একটু একটু করে বলালাম ব্যারিস্টার সাহেবের কথা। হেদায়েতুল ইসলামও গভীরভাবে ভাবলেন কতক্ষণ। শেষে বললেন, চলুন এখনই শেরেবাংলা নগর। হেদায়েতুল ইসলামের গাড়িতেই গেলাম। হেদায়েতুল ইসলাম ১৯৭০–এ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩–এর নির্বাচনে তার এলাকা থেকে পাস করেছিলেন ডঃ কামাল হোসেন। হেদায়েতুল ইসলাম জড়িত হয়েছিলেন কৃষক লীগের সাথে। এম পি হোস্টেলে পৌঁছে দেখি ব্যারিস্টার বাদল রশীদের কক্ষ তালাবদ্ধ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি চলে গেছেন দেশের বাড়ীতে।

ফিরে আসতে আসতে হেদায়েতুল ইসলাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইন্ডিয়া যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, ভাববার বিষয়। চট্ করে

কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। শফিকুল আজিজ মুকুলের কথাগুলো মনে পড়লো। মুকুল আরো বলেছিল, ভারতকে আমরা কি বলবো? ভারত বরং বলবে দেশ ও সরকার এক কথা নয়। এক সরকার গেছে আরেক সরকার আসবে। নতুন সরকার হয়তো আরো বেশী খাতির করবে। আরো বেশী গভীর সম্পর্ক। এমনও হতে পারে ভারত সরকার চাইবে বাংলাদেশে একটা ঝামেলা লেগেই থাকুক- যাতে করে পশ্চিমবঙ্গ যেন পশ্চিমবঙ্গই থেকে যায়। ভাসানী সাহেব তো '৭৩-৭৪ এ গ্রেট বেঙ্গলের ডাক দিয়ে ভারতের কানে পানি ঢুকিয়েছে। ভারত কি ওসব নিয়ে একেবারেই মাথা চুলকোয় না?

সেগুনবাগিচার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কক্ষের সব কিছুতে আনন্দের তরঙ্গ লক্ষ্য করা গেল। আসুন সাংবাদিক সাহেব। ভাল খবর আছে।

খবরটা কি বলেন।

দু'টি ম্যাসেজ। আপনাকে বলা যায়। কেন বলা যাবে না, অলরেডী প্রেস-এ চলে গেছে। প্রথমটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমানের কাছে বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের আশ্বাস প্রকাশ করেছেন। নাম্বার টু, দিল্লীতে ভারতীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী মিস্টার শুক্লা দু'দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতে বসে কেউ অপপ্রচার চালাবে, আমরা তা' হতে দেবো না।

স্বীকৃতি দিয়েছে?

থেমে গেলেন তিনি। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, স্ট্রেনজঃ দেবে না ভাবছেন!

দেবে ভাবছি। কখন দেবে ভাবছি।

মোশতাককেই দেবে।

সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবের সামনে নূরুর রহমানের সাথে দেখা। নিয়ে গেলেন বাসায়। আমার আগেই নূরুর রহমান জানেন খবর দু'টো। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি জানে। ১৫ আগস্টের পর এই নূরুর রহমানকেই দেখেছি আওয়ামী লীগ সদস্যদের বাসায় বাসায় যাচ্ছেন, একটা যোগাযোগ রাখছেন। সাথে কখনো আমিও থাকতাম, দু'একজন আওয়ামী লীগ নেতা নূরুর রহমানকে অপমানও করেছেন। এখন কমিউনিস্ট ভাইয়েরা ছাড়েন আমাদের। আপনাদের প্ররোচনায় আমাদের মাথাটা তো খসে পড়েছে। আর কেন? বাসায় চা খেতে খেতে নূরুর রহমান বললেন, একটা দারুণ খবর আছে-জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সদর দফতরে মিটিং করেছেন। আনসিডিউল্ড।

বললাম, সেনাাহিনী প্রধান মিটিং করবেন সেটাই তো স্বভাবিক।

নূরুর রহমান ক্ষেপে গেলেন, বললাম না আনসিডিউল্ড? আপনারা কি লক্ষ্য করেন না আজকাল সেনাবাহিনীর দু'টি সদর দফতর- একটি কুর্মিটোলা আরেকটি বঙ্গভবনে। জিয়া, মঞ্জুর, খালেদ মোশারফ এরা বঙ্গবনে জুনিয়ার আর্মিদের নেতাগিরি সহ্য করেন না সিওর। ঘটনা সেদিকেই যাচ্ছে।

এটা তো আমাদের পুরনো আশংকা।

আশংকা বাস্তবায়নের পথে। আপাতত জিয়ার উপর নজর রাখতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, জিয়ার সাথে ফারুক রশীদের সম্পর্ক ভালই তো জানতাম। তবে ওসমানীর সাথে জিয়ার সম্পর্ক সুবিধার নয়, যুদ্ধের সময় টের পেয়েছি।

তবুও জিয়া সেনাবাহিনীর ভেতর এ ধরনের বিশৃংখলা মানবেন না, দেখে নেবেন।

মোশতাক সেনাবাহিনীর শৃংখলার বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন?

বঙ্গভবনে তাদের উপস্থিতি যে বিপদ ডেকে আনতে পারে এটা কি মোশতাক জানেন না?

নূরুর রহমান আবার ক্ষেপে গেলেন। মোশতাক কি করবে? আস্কারা দিয়ে ফেলেছে। মাথায় উঠে পড়েছে।

ভাবতে ভাবতে পরীবাগ হয়ে পিজির দিকে আসছিলাম। রাত তখন ন'টা। পিজি সামনেই। হাজী দানেশ এখন কেমন আছেন? বর্ষীয়ান কমরেড আবার চীনাপন্থী। যাই না একবার।

আমাকে দেখেই হাজী দানেশ যেন হাতে চাঁদ পেলেন। খবু খুশি হলেন।

বললেন, জানি তো পলিটিক্সের খবর নিতে এসেছ। আমার স্বাস্থ্যের খবর নয়। বসুন পরাটা আর গরম মুরগী ভুনা। আমি তেমন খেতে পারি না।

কে পাঠালেন, আমাদের সিরাজুল হোসেন খান!

ঐ হলো, বস। মেলা খবর আছে।

আজ রাত বারোটা থেকে কারফিউ।

না না তেভাগার গল্প নয় আজ। আজ মোশতাকের গল্প।

টিফিন ক্যারিয়ার নিজেই খুললেন। বেসিন থেকে প্লেট দুটো ধুয়ে নিয়ে এলাম। নার্স একবার এসে বলে গেলেন, দেখবেন মশলা বেশী খাবেন না।

আর ক'দিনই বা বাঁচবো। মুরগী ভুনা আমার খুব পছন্দ বুঝলে। সারা জীবনই তো হৈ চৈ-এর মধ্যে কেটে গেল। খাওয়াটাও যে একটা সুখের বিষয় কোনদিন ভাবতে পারিনি।

থামিয়ে না দিলে তিনি দিনাজপুরে চলে যাবেন পিছু হেঁটে ত্রিশের-চল্লিশের দশকে। বললাম, মোশতাক আহমেদ আর আপনার সাথে আনেক মিল। যেমন আপনাদের দু'জনের উচ্চতা প্রায় একই রকম। দেহও ছোটখাটো। প্রায় একই রকম টুপি ব্যবহার করেন।

কিন্তু আমি যে বামপন্থী আর ও চরম ডানপন্থী।

বললাম, আপনি তো আর আজকাল বামপন্থী নন।

তবে?

ডানপন্থীর সমর্থক। যেমন মোশতাককে সমর্থন করেছেন।

তা তো তোমাদের ফণী মজুমদার, সৈয়দ আলতাফও করেছে।

বললাম, খবর বলুন।

তেত্রিশ বঙ্গবন্ধু এ্যাভেনিউ চেনো?

মাথা নাড়লাম। ওখানে ঢাকা রিফ্রেকটরিজ লিমিটিডে নামে একটা সওদাগরী অফিস আছে। ওরা চীন থেকে কি সব আমদানি করার সুযোগ পেয়েছে। বিদঘুটে সব নাম। এ ছাড়াও হাই এ্যলুমিনা ফায়ার ব্রিক্স এই সব সরাসরি আমদানি করতে শুরু করেছে। খবর নিওতো কি করে আমদানী করছে? চীনের সাথে তো আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বুঝলে ব্যাপারটা?

বললাম, যদ্দূর জানি বঙ্গবন্ধুর আমালে চীনে আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন গোপনে। শুনেছি ইপিআই ডিসির সাবেক চেয়ারম্যান এ, কে, এম মূসাও গিয়েছিলেন ঐ দলে।

চীন কবে বাংলাদেশকে 'রিকগনাইজ' করবে?

জানিনা।

আমি জানি খুব শিগ্‌গির। বুঝলে, মোশতাক আর সেই মোশতাক নেই। পাকিস্তানের সাথেও যোগাযোগ করছে। ফুল সুইমে যেন কূটনৈতিক বাণিজ্যিক রিলেশন চালু হয়। বঙ্গবভনে আরো কথা হয়েছে। পাবলিকের ব্লাক মানি কি করে কাজে লাগানো যায়। ব্যারিস্টার মইনুল অনেক কিছুই জানেন। আলাপ করো। অর্থাৎ বড় রকম একটা ওলট- পালট হচ্ছে। তোমরা তো নজর রাখছো শুধু ক্যান্টনমেন্টের উপর আর সংবিধানের কি রদবদল হলো। ও সব কোন ঘটনাই নয়।

তোমাদের শেখ সাহেবকে হত্যা করার জন্য যেমন নিখুঁত প্ল্যান তৈরী হয়েছিল, তার চেয়েও সাংঘাতিক প্ল্যান তৈরী হচ্ছে দেশ ও জাতিটা নিয়ে। যেমন ধরো সংবিধানে থাক না ধর্মনিরপেক্ষতা কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বত্র এমনভাবে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য দেয়া হবে, যাতে করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমেই বিবর্ণ হতে হতে এক সময় পুরনো ডাস্টবিনের কাগজের মত ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ে উড়ে কোথায় চলে যাবে। ধরো চীন এসে গেল। আলপিন থেকে শুরু করে বলপেন সব গছিয়ে দেবে আমাদের দেশে। ভারতের বাণিজ্য হালে পানি পাবে না। সেটা কিছু না। চীন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করেছে সরাসরি প্রকাশ্য দিবালোকে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে। অবশ্যই চীনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত তত্ত্ব আছে। সেই চীন যখন আমাদের রাজনীতিতে আসবে তখন এ দেশের কয়েক ডজন চীনপন্থী রাজনৈতিক দল প্রকাশ্য গোপন থেকে তারা বেরিয়ে আসবে এবং সৌদি আরব যেহেতু অলরেডী স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে সুতরাং আল্‌বদর রাজাকাররাও বেরিয়ে আসবে। এরা মুক্তিযুদ্ধের ভাবমূর্তি তাদের নিজেদের মত করে সাজিয়ে নেবে। দেখবে এরাই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব নেবে। সেই সাথে ব্লাক মানি বেরিয়ে আসা মানে তোমাদের সমাজতন্ত্রের চিচিং ফাঁকের প্রথম সূচনা। অর্থাৎ ফ্রি পোর্টের মত অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা।

কার্ফূপাস ছিল। রাত দেড়টায় বেরিয়ে এলাম পিজি থেকে। হাঁটছিলাম। রিকশা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মাঝে মধ্যে কোথাও পুলিশ কোথাও আর্মিকে

পাম দেখাচ্ছি। অনেকদিন পর একা হাঁটছি। চুয়াত্তরে সংবাদে রাতের ঢাকা লেখার সময় প্রায় রাতেই একা একা ঘুরতাম। হাতে থাকতো ক্যামেরা। দেখা হতো শুধু অনাহারী মানুষের সাথে। ভাবতাম কবে এরা ঘরে আশ্রয় পাবে। আজ হাঁটছি। একটা মানুষও নেই কোথাও। ঝকঝকে পথ। তাহলে কি নগরের সকল ভাসমান মানুষ ঘর পেয়েছে? খাবার পাচ্ছে সবাই? নবাবপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে আসতেই একদল পুলিশ বলল, কোথায় যাবেন? পাস দেখালাম। বলল, পাসে কাজ হবে না। কন্ট্রোল রুমে চলুন।

বললাম, পাস কাজ হবে না কেন?

বলল, নবাবপুর রোডে বোমা ফেটেছে। অর্ডার এসেছে যাকে পাওয়া যায় নিয়ে যেতে।

বললাম আমি সাংবাদিক।

সিগারেট আছে?

আছে।

এত কম দামের সিগারেট খান আপনারা? ম্যাচ?

কখন বোমা ফাটলো?

বারোটার পর।

ক'টা?

দু'তিনটা।

ক'জন ধরেছেন?

দশ/বারোজন ধরেছি। তার মধ্যে মাতাল তিনজন।

ওদের হাত থেকে বহু কষ্টে ছাড়া পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে রথখোলার মোড়ে চলে এলাম, না বোমা, না পুলিশ, না মানুষ। কেউ নেইও যে তাকে জিজ্ঞেস করবো। শুধু হাতে লেখা একটা পোস্টার। কাঁচা ভেজা। লেখা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কায়েমের বিপ্লবের স্তর জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনের স্বীকৃতি অত্যন্ত জরুরী।

২৭ আগস্ট ১৯৭৫ সকালের রেডিওতে জাতীয় খবরে বলা হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে প্রেরিত এক বার্তায় পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একান্ত আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাক উল্লেখ করেছেন আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই অটুট রয়েছে। আমরা শত বাধা-বিপত্তি, ঝড়-ঝাপটায়ও চিরকাল একে অপরের বন্ধু হয়ে থাকবে। কেননা আমাদের মাঝে রয়েছে দীন-ইসলামের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আরেকটি খবরে শুনলাম বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদুল্লাহ দেশের রুগ্ন অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মোদ্যম ও তৎপরতাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে 'সুপ্ত' পুঁজিকে উৎপাদন খাতে

ব্যবহারের আহবান জানিয়েছেন। হাজী দানেশের চেহারাটা চোখে উঠে আসাটাই স্বাভাবিক।

খন্দকার মোশতাকের আমলটায় ইত্তেফাকের পাতা স্পষ্টভাষী খন্দকার আবদুল হামিদ আর লুব্ধক আখতারুল আলমের কলম বেশ চলছিল। মোশতাক আলাদীনের যাদুই চেরাগ নিয়ে এসে জাতির ভাগ্য ঘষে দিচ্ছেন আর দেদার উন্নতি ঘটছে চোখের পলকে। হাঁড়ি উপচানো গরম গরম উপদেশ। একজন ইসলাম ধর্ম আরেকজন অর্থনীতি নিয়ে দড়ি খেলছিলেন। এদের চেচামেচির মাঝেই ২৮ আগস্ট ১৯৭৫ ইত্তেফাকের পাতায় বেরুলো সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের একটি উপ-সম্পাদকীয়। আনোয়ার হোসেন ছিলেন বাকশালের অন্যতম সদস্য। অবজারভার বিল্ডিং-এ তার বক্তৃতা শুনেছি। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বাকশাল গঠনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করছিলেন এবং এই পত্রিকায় দেশের এবং জাতির উন্নতির পথগুলো চিনিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরই উপ-সম্পাদকীয়। শুধু শেষ লাইনটি তুলে দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। "বাঙালী জাতি নব পর্যায়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের একটা সুযোগ লাভ করিয়াছে।" উপ-সম্পাদকীয়টির শিরোনাম "প্রসঙ্গ দেশ ও জাতি।" উপ-সম্পাদকীয়র পাশে রয়েছে মূল সম্পাদকীয় 'বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক।' ঐ দিনের খবরের কাগজটি মূল্যবান। ওতে ৯ জন প্রবাসী বাঙালীর নাম পাওয়া যাবে বঙ্গবন্ধু সরকার যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছিলেন। মোশতাক সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে যাদের নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন। এরা হলেন লন্ডনের- ১। আবদুর রব, ২। এ টি এম ওয়ালী আশরাফ, ৩। আবদুল জামিল মোহাম্মদ হোসেন, ৪। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, ৫। ওয়াজউদ্দিন আহমদ কুয়েস, ৬। অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরুল হক, ৭। মিসেস নুরুন্নেসা চৌধুরী। আমেরিকার ৮। সালেহ্ আহমেদ ও ৯। শামসুল ওয়াদুদ।

ঐ দিনের কাগজে কিছু আমলার খবরও আছে। সাবেক চীফ সেক্রেটারী এস এম শফিউল আযমকে কেবিনেট ডিভিশনের সচিব পদে, পানি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (এম, আসফদ্দৌলা) পদে নিয়োগ করা হয়। আমলাদের মন্ত্রীর মর্যাদাদানের আদেশটি বাতিল করা হয়। কর্নেল ফজলুর রহমান আল মামুনকে বাংলাদেশ স্টিল মিলস করর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

দেশ ও জাতি তাহলে এ যাবৎ অর্থাৎ মোশতাকের কাছ থেকে বারো দিনের মাথায় যা পেল হা হলোঃ

১) জয় বাংলার বদলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ বেতারের বদলে রেডিও বাংলাদেশ।

২) কালো টাকা বৈধকরণের সুযোগসহ অবাধ বাণিজ্যের আশ্বাস।

৩) রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মের প্রাধান্য।

৪) পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন।

৫) কট্টর বামপন্থী ও স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের উন্মুক্ত পূনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা।

৬) নাগরিকত্ব পূনর্বহালের মাধ্যমে পাকিস্তান সমর্থক বাঙালী নাগরিকদের পূনর্বাসনের সূচনা এবং

৭) বেসরকারী প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি।

আগস্ট ২৮, ১৯৭৫। দেশ ও জাতি পেল দুটি বিশেষ সামরিক আদালত। স্বাধীন বাংলায় এই প্রথম সামরিক আদালত। সামরিক আদালত গঠনের ঘোষণার আগে বঙ্গভবনে মন্ত্রীদের নিয়ে দু'ঘন্টার বৈঠক সেরেছেন। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী এম, আর, সিদ্দিকীকে আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়েছিল। আজই যাত্রা করবেন নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকেই তাঁকে ছাড়পত্র দেয়া হলো। পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিল করা হলো দেশময় ৬১টি জেলা গঠনের আদেশ এবং ৬১টি জেলার ৬১ জন গভর্নর নিয়োগের আদেশও বাতিল করা হলো। বলা হলো আগের মতই ১৯টি জেলাই থাকবে। কৃষি দফতরকে দুটি বিভাগে ভাগ করা হয় (ক) কৃষি উন্নয়ন ডিভিশন ও (খ) কৃষি সরঞ্জাম (সরবরাহ ও সার্ভিস) ডিভিশন। ঐ দিন রেডিওতে বার বার অত্যন্ত গর্বের সাথে বলা হলো, ৪৮০ (১) পি এল-এর মাধ্যমে আমেরিকা থেকে সাড়ে তিন হাজার টন চাল চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছেছে। একবারও বলা হলো না এ চালান এসছে মে মাসে। আমেরিকার সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের পি এল ৪৮০-এর চুক্তি অনুসারেই।

আগস্টের শেষ দু'দিনের খবর পানি উন্নয়ন বোর্ডের গণসংযোগ পরিচালক এম, তাজুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের প্রেস সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েছেন। বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমানকে পুলিশ দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। জনাব রহমান শেখ মনির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। 'মিতভাষী' আবার 'স্পষ্টভাষী' হলেন ইত্তেফাকের পাতায়। জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল পূণর্গঠিত হলো। চেয়ারম্যান হলেন মোশতাক নিজেই। সদস্যগণ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল্লাহ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর, খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মোমিন, নৌমন্ত্রী আসাদুজ্জামান, অর্থমন্ত্রী আজিজুর রহমান মল্লিক, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মোজাফফর আহমেদ। নতুন অর্ডিন্যান্স কোন রাজনৈতিক দল গঠন, কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন না মানলে ১৯৭৫-এর ৪৬ নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ৭ বছরের কারাদন্ড।

এমনিতেই সামরিক আইন বলবৎ থাকা অবস্থায় রাজনীতি নিষিদ্ধ। দল গঠন তো আরো কঠিন। হঠাৎ করে মোশতাক এ ধরনের একটা আদেশ জারি করলেন কেন? আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে তো তিনি অহরহ বৈঠক করে চলেছেন। ইতিমধ্যে ভাসানী ন্যাপ পূনর্গঠিত হয়ে গেছে। মশিউর রহমান যাদু মিঞা জেল থেকে খালাস পেয়েই মোশতাককে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। ভাসানী ন্যাপ আগে থেকেই সংগঠিত কেবল ঘাপটি মেরে ছিল, বললেন তিনি। এখন কেবল গোছানো। ওদিকে বঙ্গভবন থেকে কমরেড

তোয়াহা, আবদুল হক, মতিন আলাউদ্দিন এদের সাথে যোগাযোগ ও মত বিনিময় চলছিল। অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যম ছিলেন মওলানা ভাসানী। তাহলে রাজনীতি বন্ধ কোথায়? জামাতে নেজামে ওয়াজ মাহফিলের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৬ আগস্ট রাতে পুরানা পল্টনে নেজামে ইসলাম ও জামাতে ইসলামের একটা বৈঠক হয়। ওখানে দেশের সার্বিক অবস্থার উপর অলোচনা হয়। জামাতের অনেকেই তখনো জেলে। অনেকে ফেরারী। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নেই। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রথম কাজ একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা। যাতে দেশের সকল ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক দল থাকবে। নাম যাই হোক না কেন ইসলাম শব্দটি থাকবে। যারা দালালি আইনে বিশেষ মামলায় অভিযুক্ত অথবা রায়প্রাপ্ত কয়েদী তাদের মুক্ত করতে হবে এবং গোলাম আযমসহ অন্যদের নাগরিকত্ব দিতে হবে। এ দাবীগুলো নিয়ে ২২ আগস্ট এদের প্রতিনিধিরা একবার প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে কথা বলেছেন খোদ বঙ্গভবনে গিয়ে। মোশতাক তখন বলেছিলেন, তাঁকে একটির পর একটি কাজে হাত দিতে হচ্ছে। এ সময় 'ডিষ্টার্ব' না করতে। তবে দলহীনভাবে সংগঠিত হাত দিতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু জামাতের তর সইছিল না। গোলাম আযম তখন করাচীতে। তাই ২৬ আগস্ট রাতের বৈঠক। বঙ্গভবনের সূত্রটির মতে এ অন্যই মোশতাক ধমকটা দিলেন। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রদূত যারা এখানে আছেন তাদের তিনি সমস্যাটা বুঝিয়ে দিয়ে তারপর আদেশটি জারি করেন।

॥ ৫ ॥

আগস্টের সর্বশেষ দিনটিতে বঙ্গভবন দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বোধকরি! আগের এপয়েন্টমেন্ট অনুসারে বঙ্গভবন গেটে পৌছেছিলাম বিকেল ৫টায়। গেটে ম্যাসেজ রেখেছিলা তাজুল ইসলাম আগামীকাল সকালে আসতে। আর কিছু নয়। কাগজটা নিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম গেটের বাইরে। একবার ভাবলাম ফিরে যাই। মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে। কি এমন ঘটেছে। আর্মির জীপ দু'বার এলো গেলো। গেট থেকে টেলিফোন করলাম। ধরলেন প্রেস সেক্রেটারী তাজুল ইসলাম স্বয়ং। বললাম, কি ব্যাপার পত্র পাঠ বিদায়।

বললেন, অফিসে চলে যাও। দারুণ খবর পাবে।

বললাম, আপনাকে বিরক্ত করবো না, আসি।

না, বিরক্তের বিষয় নয়, আমি রুমে থাকবো না। কাল এসো। শুধু জেনে যাও আজ রাতের মধ্যেই চীনের স্বীকৃতি এসে যেতে পারে। নো মোর কোশ্চেন। ব্যাস।

হেঁটে হেঁটে গুলিস্তান চলে এলাম। চীন স্বীকৃতি দেবে। এমনটাই আশা করছিলাম কয়েকদিন থেকে। স্বীকৃতি দিতে গিয়ে কি বলবে? বাংলাদেশের সাথে চীনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলবে। সমৃদ্ধির কথা বলবে। ব্যবসা বাণিজ্যের কথা কিছু হবে না? বাজার নিয়ে চীনের মাথাব্যথা কম নয়। চীনের কিছু জিনিস

ভারত নেয় না। শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া বার্মাও চীনের মাল আমদানি করে না। পাকিস্তান ছিল একমাত্র বাজার। তাও এখন তিনভাগের একভাগে পৌঁছেছে। চীনের পাট দরকার। গেলবার থাইল্যান্ড থেকে প্রচুর পাট কিনেছে। একাত্তরে জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকায় বাজারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। তেমন সুবিধা হচ্ছে না। বরং তাইওয়ান অনেকটা এগিয়ে আছে। তাইওয়ানের মাল আমরা প্রচুর কিনেছি সিঙ্গাপুরের বন্দর থেকে। সিঙ্গাপুরেও চীন সুবিধা করতে পারছে না। একটা টেলিফোন করা দরকার সংবাদে। চীনা খবরটা আগাম জানিয়ে রাখতে হয়। বঙ্গভবন সম্ভবত চীন থেকে সরকারীভাবে খবরটা পায়নি। গুলিস্তান ভবনে ঢুকলাম। বরিশালের আলমগীরকে চাই। আমাদের মত অনেক সাংবাদিককেও খবর যোগায়। চেনা জানা নেই এমন কোন লোক বোধহয় নেই। অভ্যেস কেবল জোরে কথা বলা। তাও বরিশালের খাস ভাষায়। বরিশালের আলমগীর বললেই সবাই চেনেন।

দেখেই হা হা করে উঠলেন। কইছালাম না খবর একটা আছে। জোব্বার মেয়া এই মাত্তর চট্টগেরাম দিয়া ফেরছে। কাম তো হোদ। চা খাইবেন?

বললাম, আমার কাছেও খবর আছে তবে কনফার্ম নয়।

আমার ডা কোলো হান্ড্রেড পারসেন কোনফার্ম, তয় আধা কোনফার্মডা আগে কয়েন।

সব শুনে আলমগীর বললেন, তয় তো খাইছে, বেবাক মাইনসে কইবে, বাঁচাইলে বাঁচাইতে পারে চীন, হেই চীনের স্বীকৃতি আইন্‌ন্যা দেছে মোশতাক। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। সোময় বুইজজাই ওরা মারছে শেখ সাইবেরে। নাইলে এই স্বীকৃতিডা শেখ সাইবেই আনতে।

বললাম এবার আপনারটা বলুনঃ

কমু কি জোব্বার মেয়া কমার্স মিনিষ্টিতে শর্ট হ্যান্ড টাইপ করে–হেই বেডা গেছেলে চিটাগাং হেগো সাইবের লগে। ঘুইর‍্যা জাগাও দেইখ্যা আইছে।

কিশের জায়গা?

হারে মেয়া আছেন কোতায়? ফ্রি পোর্ট। বেবাক ঠিক। কমার্স মিনিষ্টি, শিল্প মিনিষ্টি, রপ্তানি ব্যুরো এগো লইয়া একটা কমিটি হইছে। টেবিলের কাম শেষ। চিটাগাং পোর্স্ট ট্রাস্টরে কইছে জাগা বাইচ্চা দেওয়ার লাইগ্যা। কইছে বেশী সময় লাগে না জানো।

খবরটা ইতিমধ্যে পেরেস ক্লাবে দুফার বেলা যাইয়া ছাইড়ড়া আইছি। যাগো ইচ্ছা খবর লইয়া নিউজ করবে। খবর কেডা করলে হেডা তো মেয়া বড় কতা না। আসল কতা ইসলামের নাম লইয়া চিটাগাং পোর্টটা যদি ফিরি পোর্ট অয় তাইলে এ দ্যাশে ফেরেশতা একটাও থাকবে মনে করেন? আহারে বুইনগুলান সব বেলাইন অইয়া যাইবে।

আলমগীরকে সত্যি বিমর্ষ মনে হলো।

অনেকক্ষণ পর বললো, ডালিম নতুন স্যুট বানাইতে দেছে।

কেন?

আহা এহন বিদেশী গো লগে ওডা বসা করতে অয় না। যায়েন বাই। মনডা আসলেই খারাপ।

আলমগীরের ওখান থেকে দুটো টেলিফোনের কাজ সারলাম। আর কেউ জানুক আর নাই জানুক আলমগীরের দেশপ্রেম নিঃস্বার্থ। আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণট্রাস্ট গঠনের আলমগীরই প্রধান উদ্যোক্তা। আলমগীরই আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের জন্য স্থায়ী একটা ব্যবস্থার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রথম প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিহাসে এ খবর লেখা থাকুক আর নাই থাকুক আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধারা জানুক আর নাই জানুক–এটাই সত্য। হেঁটে হেঁটে সংবাদের দিকে চললাম। পথেই নূরুর রহমানের মোটর সাইকেল। এ ভাবেই হঠাৎ করে অস্বাভাবিক কায়দায় নূরুর রহমানের সাথে দেখা হয়ে যায়। একটা রেষ্টুরেন্টে বসে চা খেতে খেতে বললাম চিটাগাং ফ্রি পোর্টের কথা।

ও বলল, আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হতে যাচ্ছে, ওকেও আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে হতে পারে। তবে আগামী পহেলা সেপ্টেম্বর যদি কোন রকম সংসদ সদস্যদের সাথে মোশতাকের ভাব হয়ে যায় তাহলে হয়তো তেমন কিছু হবে না। তবে ভাব না হবারই সম্ভাবনা। রাতদিন এমপি হোস্টেলে মিটিং হচ্ছে। বেশীরভাগই সমঝোতায় আসতে চাইছেন না। যদ্দূর শুনেছি বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শামসুল হক।

বললাম সব খবরই তো রাখেন। মোশতাক কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে কবে বসবেন?

সেরকম কোন খবর পাইনি।

সংবাদে এসে দেখি সংবাদ গরম। হেডিং কত কলাম হবে? বড় হেডিং চাই কিন্তু নিউজ তো ছোট। আট কলমে হেডিং করতে উপর থেকে বলে দেয়া হয়েছেন। সন্তোষ দা বলে গেছে চীনের প্রকৃতি সংস্কৃতি ইত্যাদি নিউজের সাথে জুড়তে। সেদিনই বাসস–এর আরেকটা খবর ছিল চীন বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার টন পাট কিনবে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ–এন লাই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাকের কাছে এক শুভেচ্ছা বার্তায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ঘোষণা জারি করেছেন। দুই দেশের বন্ধুত্ব ক্রমেই জোরদার হবে। চীন সব সময়ই বাংলাদেশের পাশে থাকবে। বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করেছে চীন–এমনই গৎবাঁধা কথাগুলো বাসস ছেড়েছে।

পুরনো ডাইরী বের করলাম রাতে বাসায় এসে। ১৯৭২–এর আগস্ট মাস। মুক্তিযোদ্ধাদের গা থেকে তখনো বারুদের গন্ধ যায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু উতলা। তার উপর চাল আমদানি থেকে শুরু করে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা মহাকাজ। কাজের চেয়ে ঝামেলা বেশী। ২১ আগস্ট ১৯৭২ এপি'র খবর ডেট লাইন টোকিও ২১ আগস্ট (১৯৭২) চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ–এন লাই ঘোষণা করেছেন চীন বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরাপত্তা

পরিষদে ভেটো দেবে এবং চীন শেষ পর্যন্ত ভেটো প্রয়োগ করলোই। লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েও চীনের সমবেদনা অর্জন করতে পারেনি। তাহলে চীনের ধারণা শেখ মুজিবের মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারত মুক্ত হয়ে। বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয় তখন বাংলাদেশের মাটিতে একটিও ভারতীয় সৈন্য ছিল না। তারা চলে গেছে ১৯৭২-এর ২৬ মার্চের মধ্যে। সম্পর্কের মধ্যে যা ছিল তা হলো একটি চুক্তি। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর চীন কি ভেবেছিল চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। এই চুক্তিটি বাতিল করার জন্য এদেশের তাবৎ চীনপন্থী দল কোরাস দাবী তুলেছিল কিন্তু কি যে লীলাখেলা আজ প্রায় ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তিটির বয়স বিশ পার হলো সরকার বদল হলো পাঁচ পাঁচটি তবুও চুক্তি রয়ে গেল। তবে ১৯৮১-তে চট্টগ্রামে জিয়াকে হত্যা করে মেজর জেনারেল মঞ্জুর বেতার থেকে ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা হলো। এ ছাড়া ঐ পাঁচটি বৈধ-অবৈধ সরকার চুক্তি সম্পর্কে টু-শব্দটিও করেনি। চীন বা সৌদিও চাপাপাপি করেনি।

পরের দিন ১ সেপ্টেম্বর '৭৫ মোশতাক বললেন, খুব সুন্দর কথা। চীনের স্বীকৃতি শাশ্বত মৈত্রী বন্ধনেরই পুনঃঘোষণা। সামান্য একটি বাক্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান মন্তব্য করলেন মোশতাক। ঢাকার দু'একটি পত্রিকা সম্পাদকীয় উপ-সম্পাদকীয় লিখলো। রেডিও ফেরদৌসী রহমানের গাওয়া একটি চীনা সঙ্গীত কয়েকবার প্রচার করলো। চারিদিকে খুশির ভাব।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খন্দকার মোশতাক কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠনের সরকারী আদেশ বাতিল ঘোষণা করলেন। বাতিল তো হয়েই আছে। একাত্তরে যেমন এই রাজাকার ওই আলবদর অমুক দালালকে ধরিয়ে দিন তেমনি অত্যধিক উৎসাহে বিচিত্রার শাহাদৎ চৌধুরী ছেপে যাচ্ছিলেন বাকশালের দলিলপত্র। এমনভাবে ছেপে ইঙ্গিত করছিলেন যেন এরা বাকশালে ছিলো, ওদের ধরে ফাঁসি দিন এবং পথের মোড়ে লটকে দিন। বহু সংখ্যক সাংবাদিক যোগদান করেছিলেন বাকশালে। শাহাদৎ চৌধুরী ওদের নাম ছাপিয়ে বললেন, এরা প্রথম পর্যায়ে বাকশালে যোগদান করে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যা হোক অন্যদিকের খবর খন্দকার আবদুল হামিদ তার 'মঞ্চ নেপথ্যে' কলামে 'স্পষ্টভাষী' নামে লিখলেন সরকারী অফিসার কর্মচারী সকলের একান্তই উচিত মোশতাক সরকারের পক্ষে সাদা দিল্ নিয়ে কাজ করা। একই দিনে বঙ্গভবনের একজন মুখপাত্র জানান, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক সহৃদয়তার সাথে দন্ডপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারদের দন্ড বিষয় পুণর্বিবেচনা করবেন। অর্ডিন্যান্সটি এইভাবে জারি হয়ঃ ১৯৬৯ সালের ৫৮ নম্বর সামরিক আইনবিধি এবং ১৯৭২-এর বাংলাদেশ সরকারের (চাকরি) আদেশ (১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টের ৯ নম্বর আদেশ) অধীনে পাসকৃত দন্ডাদি পর্যালোচনার বিধান রাখিয়া প্রেসিডেন্ট সরকারী কর্মচারী (দন্ডাদি পর্যালোচনা) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ শিরোনাম অর্ডিন্যান্স জারি করেন। অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের সাথে যে সকল আমলা সরাসরি- ভাবে দালালি করেছে পাকিস্তান সেনা ও

আলবদর বাহিনীর সাথে হত্যা নারী ধর্ষণে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে অথবা নিষ্ক্রিয় পরোক্ষ সহযোগিতা করেছেন তাদের মোশতাক আবার চাকরি দিচ্ছেন।

কিছুই অস্বাভাবিক লাগছিল না আর।

ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার প্রভাকরদি গ্রাম থেকে গাজী গোলাম মোস্তফা ধরা পড়লো। শেষ পর্যন্ত ওখানেই তিনি লুকিয়ে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকার তাঁকে রেডক্রসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে তার বদনাম। ঢাকা শহরে কেন গ্রামাঞ্চলেও যারা রেডক্রসের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের যথেষ্টই বদনাম ছিল। তা তিনি কিছু করুন আর নাই বা করুন। পরবর্তী সময় তার পক্ষের উকিল শাহ আজিজুর রহমান যিনি জিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছেন যে, গাজী গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তিনি তা নন। আদৌ নন। মামলার খরচ চালানোও তার পক্ষে কষ্টকর। গাজী গোলাম মোস্তফাকে গ্রেফতারের পর পরই ঢাকা নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রীয় জেলে। আমাদের ধারণা ছিল গাজী গোলাম মোস্তফাকে হয়তো গ্রেফতার করা হবে না, চোরাগোপ্তা গুলি করেই হত্যা করবে। ডালিম-এর সাথে গাজী পরিবারের একটা বিরোধ ছিল। বিষয়টি সকলের মুখে মুখে ফিরতো। গাজীর গ্রেফতারের খবর এবং তাকে কেন্দ্রীয় জেলে নিয়ে আসার খবরে অনেকেই স্বস্তি পেয়েছিল।

পহেলা সেপ্টেম্বর সকাল থেকে বঙ্গভবন গরম। সংসদ সদস্যরা বসেছেন খন্দকার মোশতাকের সাথে। কয়েকদিন আগের খবর জানতাম সদস্যরা প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করে যদি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পারেন তবে একযোগে সবাই পদত্যাগ করবেন এবং মন্ত্রীদেরও পদত্যাগে বাধ্য করবেন। অথবা তারা শাসনতন্ত্র মোতাবেক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন। অর্থাৎ স্পীকার মালেক উকিলের কাছে ক্ষমতা দিতে বলবেন। মালেক উকিল ঐ দিন লন্ডন যাবার এন্তেজাম করছেন। ওখানে আন্তঃ সংসদীয় ইউনিয়নের ৬২তম বার্ষিকি উপলক্ষে অধিবেশন বসবে। স্পীকার মালেক উকিল বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন। সাথে যাচ্ছেন মেজর জেনারেল আবদুর রব, সংসদ সচিব মাহবুবুর রহমান এবং আতাউর রহমান লন্ডনে আছেন, তিনিও এদের সাথে যুক্ত হবেন। ৭৫টি দেশের ৬শ' সদস্য যোগদান করবেন।

মোশতাকের সাথে সদস্যদের সেদিন সমঝোতাই হয়েছিল বোধকরি। মোশতাক সব কিছুই মেনে নিচ্ছিলেন। টেলিফোন পুনঃসংযোগ, গ্রেফতারের আশংকা, সদস্যদের অধিকার মোতাবেক ক্ষমতা, ভাতাদি এবং অচিরেই নির্বাচন ঘোষণা ইত্যাদি সব কিছুই ভালয় ভালয় মিটে গেল ঘটনাটি।

ফিচার লেখায় আমার হাত মোটামুটি ছিল। সংবাদ-এ নদীর নাম বুড়িগঙ্গা, রাতের ঢাকা, ঢাকার বন্যা, লবণ হাহাকার, দুঃসময় ইত্যাদি ধারাবাহিক ফিচার লিখেছি। সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বললেন, এক সময় সংবাদে 'আমাদের যারা অন্নদাতা' নামে একটি ধারাবাহিক ফিচার বেরুত, আপনি ওরকম কিছু লিখুন। জানালাম ঐ নামেই লিখবো। ইন্টারভিউ গোছের কয়েকটা লিখলামও। নিউজ এডিটর সন্তোষদা বললেন, শুধু সমস্যা আনছেন,

আর অন্নদাতা মানে শুধু বর্গা বা ভূমিহীন চাষীই নয়। কনস্ট্রাকটিভ করুন। বললাম, ওরা যা বলে তাই লিখছি। আর কনস্ট্রাকটিভ বলতে কি বোঝায় বলতে পারবো না, তবে ভূমিহীনরা জমি চায়, বঙ্গবন্ধু যে কো-অপারেটিভ-এর কথা বলেছিলেন ওরা তাই ধরে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলছেন না ওপর থেকে?

বললেন, জানেন আমি নিউজ এডিটর।

প্রতিদিনই কলম ঘোরানোর আগে মনে পড়ে।

হাসলেন তিনি, বললেন, জহুর ভাই আপনাদের নিয়ে মিটিং করবেন।

জহুর হোসেন চৌধুরী। এককালের সংবাদের সম্পাদক। সংবাদের (মনে নেই) কত বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি সভা করেছিলাম আমরা। সেই সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন জহুর ভাই। সভায় নির্মল সেনও বক্তৃতা করেন। সংবাদ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমরা জানতাম। তার উপর ভিত্তি করেই সকলে বলছেন, আমরা অন্যকোন চাকরি চাই না। সাংবাদিকই থাকতে চাই। সেদিনই প্রথম জানলাম দেশে মাত্র ২টি বাংলা ২টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রেখে বাকিগুলো বন্ধ করে দেবার জন্য এনায়েত উল্লাত খান মিন্টু ভাইও জড়িত আছেন। তিনি ঐ রকম একটা কমিটিতে ছিলেন।

জহুর ভাইয়ের সাথে আমাদের বৈঠক হলো নব পর্যায়ের সংবাদ নিয়ে। আমি গ্রামের খবরের উপর জোড় দিতে বললাম। বৈঠকের পরই সম্পাদকের ঘরে আবার আমার ডাক পড়লো।

কবির ভাই বললেন, তোমার ফিচারটা লাগছে না। প্লিজ ফর গড শেক, 'অবশ্য' আর 'ব্যাপার' ওয়ার্ড দুটো বাদ দাও। তুমি কি বলে ঐ যে পথে ঘাটে 'হ্যাভ নট', ঐ যে ছিন্নমূল ওদের সম্পর্কে রেগুলার একটা ফিচার শুরু করো।

বললাম ওরাতো বন্যার সময় দলে দলে আসে। এখন কম।

একটিও রাজধানীতে থাকবে না, দে মাস্ট লিভ দি সিটি। শোন আমার বাড়ীতে যাবার পথে পূবাইল একটা শেলটার আছে ওদের জন্য ফিচার করতে থাকো। যাও। আই উইল বী প্লিজড টু সি সামথিং টুমরো, রাইট?

দিনে দিনে ফিরবো না চলে গেলাম পূবাইল। রাজবাড়ীটি ছিন্নমূলদের পুনর্বাসন কেন্দ্র। প্রতিদিনই আসছে পঞ্চাশ ষাট জন করে ছিন্নমূল। ছিন্নমূল বললে ভুল হয়, বলতে হয় পেশাদার ভিখারী। যখন ওদের ছবি তুলতে গেছি তখন সেকি কান্না। একটা বাচ্চা মেয়ে বললো, ওর মা থাকে বস্তিতে। বড় লোকের বাড়ীতে ছুটা কাম করে। ও বকুল ফুলের মালা গেঁথে ইন্টাকন হোটেলের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। বিদেশী দেখলেই ওদের সামনে ধরতো বকুল ফুলের মালা। ওকেও ধরে নিয়ে এসেছে। ওখানকার কেয়ার টেকারের সাথে আলাপ করলাম। জানালেন, কি জানি হঠাৎ করে ভিখারী ধরার তোড়জোর শুরু হয়ে গেলো। অথচ তেমন রেশন পাঠাচ্ছে না। একবেলা আধপেটা ডালে-চালে খিচুড়ি। পরেরদিন একগাদা ছবি নিয়ে ফিরলাম। অফিসে বললাম রিপোর্ট দেয়ার আগে শহর ঘুরে দেখা প্রয়োজন। দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে। সন্তোষদা ক্ষেপে গেলেন।

বললেন, লিখে দিন ছিন্নমূলদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। বললাম, পুনর্বাসিত হচ্ছে ওরা ঠিক বলা যাবে না। দাদা বললেন, যা বলা যায় লিখে দিন। কবির সাহেব বসে আছেন। সন্ধ্যায় দেবো বলে বেরুলাম। বিকেল পর্যন্ত মোট এগারোটা ট্রাক ভরা পুলিশ দেখেছি ভিখারী ধরছে।

ইত্তেফাকে সচিত্র প্রতিবেদনে বলা হলো, রাজধানীর ভিখারী ছিন্নমূল পুলিশ ধরছে। রিপোর্টটি কাটিং করলাম। ইত্তেফাকের রিপোর্টারের সাথে দেখা। আলাপ হলো। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এ প্রোগ্রামটির ওপর। ভেতরে একটা খোঁচা রয়ে গেলো। ছিন্নমূলদের নিয়ে চারিদিকে এতো হৈ চৈ কেন? সন্ধ্যায় একটা দশ স্লিপের রিপোর্ট দিলাম। মূল কথা ছিল পুনর্বাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ছিন্নমূলদের আসল সমস্যা সম্পর্কেও কিছুটা বলা হলো। চীফ সাব বললেন, কই একবারও তো বললেন না যে, এখন শহরের নানান উন্নতির মধ্যে অন্যতম হলো শহরে কোন ভিখারী দেখা যায় না। বললাম, ওটা আপনি এড করে নিন। আমরা বললেই এদেশের ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যা মিটে যাবে না।

সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭৫। জানা গেলা ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট মোশতাকের বাণীর জবাব দিয়েছেন। ইন্দিরা বলেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

অচিরেই বাংলাদেশ সরকার চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে যেতে পারে। এ বিষয়টিই একটু ভাল করে জানতে চাই-লিখতে বড় অসুবিধা। আমাদের এখানে প্রথম ছিল ইন্ডিয়ান বলপেন, এখন জিঞ্জিরায় কিছু তৈরি হচ্ছে মোটামুটি তবে চীনের মতো নয়। চীনের বলপেন খুবই ভাল।

তেমন অবাক হইনি যখন ইত্তেফাকে দেখেছি স্পষ্টভাষী খন্দকার আবুল হামিদ চীনের সাথে বাংলাদেশর বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের আহবান করে লিখলেন- এটা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে করা উচিত।

সেপ্টেম্বর ৪, ১৯৭৫-এ লেখাটি প্রকাশিত হলো মঞ্চে নেপথ্যে কলামে। ঐ দিনের ইত্তেফাকে বেরুল হাজী দানেশের বিবৃতি। যেভাবে দেশে এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে তিনি অভিনন্দন জানান। লেবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মতিনও বললেন, আল্লাহ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশ রক্ষা করেছেন।

সেপ্টম্বর ৫, ১৯৭৫। ইত্তেফাকের একটি প্রতিবেদনের উপর বোধকরি সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌনঃপুনিক ব্যয় খাতে হিসাব-নিকাশ তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন। হিসেবে অনেক গন্ডগোল আছে এবং অর্থ আত্মসাতের ঘটনা তদন্তে বেরিয়ে আসতে পারে। খবরটি পড়েই ছুটলাম স্যারের বাসায়। খুবই সহজ, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের ভিসি বোস প্রফেসর মতিন চৌধুরীকে ঘায়েল করার পাঁয়তারা শুরু হলো। পানির মতো সহজ। ভদ্রলোক যা বলেন তাই বলেন। কিছু কেয়ার করার মতো ধৈর্য তার নেই। বঙ্গবন্ধুকে তিনি খুবই আপন জানতেন। এটাই এ মুহূর্তের জন্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ। স্যারকে বাসায় পেলাম না- পেলাম ভার্সিটিতে। অনেক কষ্ট করে দেখা

করলাম। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কি করতে চাও তোমরা। ভেবো না আমি হাই। পত্রিকার রিপোর্টের লজ্জায় ট্রেনের নিচে যাবো। আমি বুঝতে পারছি কি হতে যাচ্ছে। কার কথায় কি লিখছ। স্যারের সাথে বেশী কথা হলো না। প্রচন্ড ক্ষেপে আছেন। পরবর্তী সময় স্যারকে জেলে যেতে হয়েছিলো মার্শাল ল' কোর্টের রায়ে। বোধকরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নোবেল প্রাইজ মনোনয়নকারীকে জেলে পুড়ে সরকার বেশ স্বস্তি পেয়েছিলো। নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত পাকিস্তানের কাদিয়ানী নাগরিক আব্দুস সালাম তারই মনোনীত ছিলেন।

সরকার ইতিপূর্বে এক প্রেসনোটে জানিয়েছিল ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ভিখারীদের পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ক্রমে ক্রমে ছিন্নমূলদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কাজে লাগানো হবে। এটা ঠিক যে ভিখারীরা ঢাকা শহর ছেড়ে পালাচ্ছিল। পথে-ঘাটে কদাচিৎ দু' একজনের দেখা মিলতো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার হিসাবে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ ভিখারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহা আমার ঢাকা শহর ভিখারীমুক্ত। বিদেশীরা নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে এখন রাপথে হাঁটতে পারবে। ৫ সেপ্টেম্বরের ইত্তেফাকে ভিখারী ছাড়াও মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের একটি এক্সক্লুসিভ বিবৃতি ছাপা হলো। তিনি মোশতাকের পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসায় বিগলিত হয়েছেন।

আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। তর্কবাগীশ খেতাবের ইতিহাস জানি না। তবে পার্লামেন্টে যে তিনি একজন জাঁদরেল পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন সে কথা সবাই জানেন। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারী তিনি পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ত্যাগ করে রাজপথে নেমে এসেছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্রদের পক্ষে। ১৯৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময় যখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয় তখন তর্কবাগীশকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের নেতৃত্বে নিয়ে এসেছিলেন। পরে এনডিএফ ছেড়ে এসে শেখ মুজিব যখন আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবীত করেন তখন তর্কবাগীশ সহায়তা করেছিলেন বেশি। জনগণের পক্ষে প্রতিটি প্রগতিশীল কাজে তর্কবাগীশ আপোষহীন ছিলেন। অবশ্যই তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কখনোই মার্কসবাদ বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু সব সময়ই তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে। যেজন্য মার্কসবাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল বেশী। সেই তর্কবাগিশ কোন অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশতাককে সমর্থন করলেন অনুমান করাটা মুস্কিল। মোশতাক নতুন কোন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করছিলেন না। বঙ্গবন্ধুর আমলে যা ছিলো তাই রেখেছিলেন। তর্কবাগীশ তার মধ্যে বোধকরি নতুন যা দেখেছিলেন, তা হলো পাকিস্তান-সৌদি আরব ও চীনের সমর্থন স্বীকৃতি। কিন্তু তর্কবাগীশ চীনা রাজনীতি অসমর্থন করতেন না ঘৃণাই করতেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফনের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি বিবৃতি না দিয়ে পারলেন কি করে। দানবীয় হত্যাকে তিনি সমর্থণ করলেন কেন?

বরং মোশতাকের সাথে তিনি সরাসরি কখনোই রাজনীতি করেননি। সম্পর্কও তেমন ছিল না।

দৈনিক বাংলার মফঃস্বল ডেস্কের মাওলানা আব্দুল আউয়াল বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের প্রায় সবাই তো লাইন দিয়েছে বঙ্গভবনে। সংসদ সদস্যগণও বসেছেন মোশতাকের সাথে। মোশতাকের জন্যে সবই ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু এদিকে আওয়ামী লীগের রাজ্জাক, তোফায়েল, আমু, জিল্লুর রহমান এরা কেউই মোশতাককে সমর্থন করেছেন বলে খবর পাইনি। কি হবে এদের। আমু ভাই তো আপনার দেশের লোক, একটু খবর নেবেন তো। ভাবলাম আমুর কুশলাদি জানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এদের সম্পর্কে বঙ্গভবন কি ভাবছে সেটা জানা। আমার একজন ঘনিষ্ঠ সোর্সকে কদিন ধরেই টেলিফোনে খুঁজছিলাম, পাইনি। আজ আবারো টেলিফোন করলাম। টেলিফোনে তাঁকে পাওয়া মুশকিল ছিল। বেশ অনেক সময়ের চেষ্টায় পাওয়া গেল তাকে। বললেন, তুমি একটা ইষ্টুপিট সাংবাদিক শালা। আমাকে কোন্ আক্কেলে ফোর্স করতে চাও।

বললাম, তারপরও কত কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনারও তো কিছু জানার থাকতে পারে। কোনো কৌতূহল নেই?

বললেন, সময় যথেষ্টই সংকীর্ণ। আমি ব্যস্ত। সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকো কলা কিনবো।

কলার ঝুড়ির সামনে পৌঁছলাম সোয়া সাতটায়। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় গাড়ি থেকে নিচে নেমে কলার ঝুড়ির দিকে হেঁটে এলেন। বললেন, গাড়ির পাশে দাঁড়াও গিয়ে। তিনি কলা কিনে আমাকে নিয়ে গাড়িতে চাপলেন। নিজেই চালাচ্ছেন। বললেন, যে কোন জায়গায় নামিয়ে দেবো। ভাবছিলাম তিনিই প্রশ্ন করবেন। আমার কাছে কিছু জানতে চাইবেন। কোন রকম ভূমিকা না করে বললেন, ধরপাকড় শুরু হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে। রাজধানী থেকে শুরু করে মফঃস্বল পর্যন্ত। নামো হারি আপ। সুপ্রীম কোর্টের সামনে নামিয়ে দিলেন।

ওখান থেকে রিকসা নিয়ে সোজা সংবাদ অফিসে। সন্তোষদাকে বললাম। দাদা বললেন, কমিউনিস্ট ন্যাপ ধরা পড়বে না। আন্ডার গ্রাইন্ডে কখন যেতে হয় কিভাবে যেতে হয় এক্সপার্ট। ধরা পড়বে আওয়ামী লীগের লোকজন। ছাপার মত খবর নয় এটা। যদ্দূর সম্ভব যোগাযোগ করুন। আমার জীবনের এটাই সম্ভবত সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যর্থতা যে, আমি কারুর সাথেই যোগাযোগ করতে পারিনি। তাছাড়া আমি খবরটা ততটা বিশ্বাসও করতে পারিনি। ভেবেছিলাম কোন সূক্ষ্ম চাল হবে। মাওলানা আউয়ালকে শুধু বললাম। ধরপাকড় শুরু হবে বলে একটা খবর জেনেছি। মাওলানা আউয়ালের ধারণা তাই। পালাবো নাকি? জানতে চাইলেন আউয়াল। মাওলানা আউয়ালও বাকশাল কৃষক লীগের সদস্য ছিলেন। দুদিন পর সংবাদের বজলুর রহমান ভাইও আমাকে বললেন, একটা গন্ধ পাচ্ছি– মোশতাক শুধুমাত্র তার সমর্থকদেরই বাইরে রাখবেন। আমি অনেক চেষ্টা করলাম আমু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য তাঁর কিছু লোকজনের কাছে বলতে পেরেছিলাম। ছাত্রীগের কাউকে কাউকে বলতে পারলাম।

৬ সেপ্টেম্বর দুপুরের মধ্যেই জেনে গেলাম আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ গ্রেফতার হয়েছেন। মাত্র এ ক'জন। কিন্তু আশংকা ছিল তো আরো অনেক গ্রেফতার হবেন। সন্ধ্যায় সংবাদের ক্রাইম রিপোর্টার (পুলিশ বিশেষজ্ঞ) বশির আহমেদের কাছে জানা গেল ঢাকার বহুল পরিচিত এস পি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, সার্জেন্ট কিবরিয়া ও সার্জেন্ট দুলুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বশির বললো, এ কজনের নাম পেয়েছি কিন্তু স্পেসাল টিমের আরো অনেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে। আসলে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নগর আওয়ামী লীগের নিচের স্তরের অনেক নেতাই সেদিন গ্রেফতার হয়েছিল। কোন থানায় পুলিশ এদের চোর ছেঁচরের মত পিটিয়েছে। আর এ সময়টায় মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক চলছিল বঙ্গভবনে। আলোচনার বিষয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড। গ্রেফতার জেল, দুর্নীতি, রেডক্রসের হিসাব পরীক্ষার জন্য অডিট, পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ও আলোচনা হয়। মোশতাক জানায় ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু কতদিন সুসম্পর্ক বজায় থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ সমর্থন বাধ্য হয়ে বিশ্বকে দেখানো। সুতারাং নির্দ্বিধায় আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে। আবার প্রকাশ্য জনসভায় কেউ এমন কিছু বেফাসও যেন বলে ফেলে না যাতে করে ভারত গোস্যা করতে পারে। ভারতের বণিকরা কিন্তু এ পরিবর্তনকে সমর্থন করেছেন আন্তরিকভাবে। তাদের বক্তব্য চীনের সামগ্রী বাংলাদেশের বাজার দখল করতে পারবে না। যারা ১৫ আগস্টের পর সীমান্ত পার হয়ে ভারত চলে গেছে তাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের কাছে লেখা হয়েছে। প্রতিক্রিয়াও খুব শিগ্‌গিরই পাওয়া যাবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর বেড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তারাও এটা সমর্থন করছেন না। তবে শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ও আভাস দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের এ বৈঠকটি বেশ দীর্ঘ হয়। দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়েও আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী জানালেন, ইতিমধ্যে বণিক-ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের সাথে কয়েকদফা তার বৈঠক হয়েছে। তারা মহা খুশি, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। প্রয়োজনে এ সরকারের জন্য লভ্যাংশ কমানো অথবা প্রায় সমান সমান দামে মাল বাজারে ছাড়বেন। তবে টিসিবি ও ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলো সম্পর্কে আরো ভাবতে হবে অর্থাৎ ওদের দায়িত্ব কমিয়ে দিতে হবে।

বস্তুত মন্ত্রীদের কিছু বলার ছিল না। ধৈর্য সহকারে শোনার দায়িত্ব ছিল শুধু। প্রশাসন সম্পর্কে কিছু একটা বলতে গিয়ে একজন মন্ত্রী ধমক খেলেন। মোশতাক বললেন, ঢাকা শান্ত। বাংলাদেশ শান্ত। কোথাও কোন জটিলতা নেই। আর্মি বলেছে (আর্মি মানে বঙ্গভবনে অবস্থানরত ক্যু নেতাগণ), পুলিশ বেশ ভাল কাজ করছে। সচিবালয়ের কর্মচারীরা দু'হাতে কাজ করছেন। উপরের দিকে রদবদল দরকার। করা হচ্ছে, যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নয়া সচিব হয়ে এসেছেন তসলিম উদ্দিন আহমেদ। ওর চারটা চোখ। আগের সচিব ফয়জুদ্দিন আহমেদকে পাট মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে। আজই সই করলাম রেলওয়ের নয়া সচিবের পদে

মাহবুবুজ্জামানের নাম। ওখানে যে শাজাহান সিদ্দিকী ছিল একদম কাজ করতো না, ওকে ওএসডি করে দিয়েছি–হচ্ছে সব হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেও ভাবনা–চিন্তা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়ে আপনারা সব সময়ই ফিসফাস করেন। দেখুন ওখানে কি করছি, আপনারা শুধু আপনাদের দায়িত্ব পালন করে যান। শুধু মনে রাখবেন মাঝখানের পরিবর্তনটার কথা। বেআইনী অস্ত্রগুলো উদ্ধার করতে পারাটাই আমাদের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আজ থেকে মাত্র সাত দিনের সময় দেয়া হয়েছে অস্ত্র জমা দেবার জন্য। নিশ্চয়ই জমা পড়বে, আন্ডার গ্রাউন্ড পার্টিগুলো চলে কি করে? সর্বহারারাও চাইছে না আমাকে বিরক্ত করতে। আমি ওদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের কথা জানিয়েছি। আপনারাও আপনাদের নিজ নিজ এলাকার বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে সাহায্য করবেন। আমি অবশ্য খবর পাবো কে কতটুকু করছেন। আপনারা একটু সৎ এবং আন্তরিক থাকলে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নাম সম্মানের সাথে যেন উচ্চারিত হয় সে ব্যবস্থা আমি করে যাব। আমরা ভিখারী থাকবো না আর।

পরদিন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের সবিস্তার আলোচনা লিখে মুখ গুজে পড়েছিলাম এর মধ্যে নতুন কোন ইঙ্গিত ধরা পড়ে কিনা। ভাবছিলাম সময় পেলে এবং সম্ভব হলে নতুন ওএসডি জনাব শাজাহান সিদ্দিকীর সাথে দেখা করবো। হঠাৎ আমাদের শিফট ইনচার্জ কাজী মোজাম্মেল মন্টু ভাই প্রশ্ন করলেন, কিসিঞ্জারের বাপের নাম কি?

হঠাৎ কিসিঞ্জার কেন?

হঠাৎ নয়। তবে এ মুহূর্তে জিজ্ঞেস করছি কারণ পি আই ডি থেকে এক্ষুণি হয়তো নির্দেশ আসবে কিসিঞ্জারের বাপ দাদা বংশসহ তাঁর জন্ম স্থানের গুণগান করে কিসিঞ্জার সম্পর্কে দু'কলাম ফিচার সচিত্র যাবে।

হঠাৎ কেন?

আবারো বলে হঠাৎ। আরে এখন তো কিসিঞ্জারই বাংলাদেশে বিরাজমান। তবে এ মুহূর্তে পি আই ডি বলবে কেন? আর কিছুক্ষণ আগে বোধকরি আমাদের বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী কিসিঞ্জারের সাথে নিউইয়র্কে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি কিসিঞ্জারকে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রতি দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো কিসিঞ্জার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এই ছোট নিউজটির বড় হেডিং হয় না। সুতরাং কিসিঞ্জারের মেধা, বিশ্বব্যাপী তার সুমহান ভূমিকা ইত্যাদি নিউজের লেজুড়ে জুড়ে দিতে হবে না। চাট্টিখানি কথা নয় যে, কিসিঞ্জার বাংলাদেশটাকে বলেছিল তলাবিহীন ঝুড়ি। তিনি আজ বাংলাদেশের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ফলোআপ নিউজও হয়তো পাওয়া যাবে। মনে মনে হাসলাম। কি বোকা আমি। আবু সাঈদ চৌধুরী যখন বিদেশ যাচ্ছেন সেদিন ভেবেছিলেন একাত্তরের মত তিনি হয়তো আর ফিরবেন না। লন্ডনের জাঁদরেল সাংবাদিকদের কাছে বলবেন, এ নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিবাদ করি আমি। একটা বৈধ সরকারকে হটিয়ে ওরা যারা বঙ্গভবন চালাচ্ছে ওদের এই পরিচয়। মনে মনে হাসতেই হয়।

৮ আগস্ট প্রেসিডেন্ট মোশতাক মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন। একটি মুক্তিযোদ্ধাও যেন দুরবস্থার মধ্যে দিন গুজরান না করে। মোশতাকের সাথে ইতিমধ্যে কয়েকদিন জাঁদরেল মুক্তিযোদ্ধা নেতার বৈঠক হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন যেন একটিই থাকে সে বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা হয়। সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ ও সাহায্য পেলে আর কোন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন গড়ে উঠতে পারবে না বলে নেতারা কথা দিয়েছেন। একই সাথে আরো একটি খবর পাওয়া গেল যে, প্রেসিডেন্ট মোশতাক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অনিয়মিত নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসর গ্রহণ করানোর বিষয়ে যে 'জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা অনতিবিলম্বে নিরসনের জন্য পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আসলেই কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এক ঝাক অফিসারকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল যাদেরকে জিয়া এবং রশীদ–ফারুক আর রাখতে চাইছিলেন না। আবার গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে অনেক অফিসারকে সরানোরও প্রয়োজন। আর এমন অনেক সমর্থক আছে যাদেরকে বঙ্গবন্ধুর সময় সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ওসমানী বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ৬ সেপ্টেম্বর ফারুক–রশীদের সাথে জিয়াউর রহমানের বৈঠক হয় ক্যান্টনমেন্টে। শোনা গিয়েছিল বৈঠক সারারাত চলেছিল। বোধকরি প্রেসিডেন্টের এ সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশ সেই বৈঠক থেকেই এসেছিল। ওসমানী যদিও মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেভাবেই কাজ করেছিলেন কিন্তু ওসমানীর ক্ষমতা ক্রমেই খসে পড়ছিল জিয়া এবং অভ্যুত্থানকারিগণ যতই মিলে যাচ্ছিল। প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল ওসমানীর সাথে জিয়ার সম্পর্ক তেমন সুবিধার নয়, মূল ক্যান্টনমেন্টে খুব বেশী সংখ্যক সমর্থন নেই ওসমানীর। যুদ্ধের সময়ই ওসমানী যখন অধিনায়ক ছিলেন তখন থেকেই মুক্তিযোদ্ধা সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাগাভাগি ছিল। ১৫ আগস্টের পর বঙ্গভবনে এসে ওসমানী নিজেই নিজের কাজ বেছে নিয়েছিলেন। যদ্দূর জেনেছি তরুণ অভ্যুত্থানকারীরা প্রথম ধাক্কায় বঙ্গভবনে ওসমানীর তেমন দাম দেননি। মোশতাকই এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করেছেন। সেনাবাহিনী প্রধানের পদ পাওয়ার পর জিয়া বঙ্গভবনের সাথে মূল ক্যান্টনমেন্টে দূরত্ব যতই কমিয়ে আনছিলেন ওসমানীর ব্যস্ততা ততই কমে আসছিল। এ বিষয়ে মোশতাকও এ অবস্থার পরিবর্তন চাননি।

৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট মোশতাক সেনাবাহিনীর যে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন ৯ সেপ্টেম্বর তার খানিকটা রদবদল হলো। বলা হলো ৮ সেপ্টেম্বর যে অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা আকারে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হলো প্রকাশিত হ্যান্ড আউটে বলা হলোঃ গত সাড়ে তিন বছর যাবৎ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা লক্ষ্য করিয়া সরকার দেশের সম্পদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই উপেক্ষার ফলশ্রুতিগুলো অপনোদন ও মুক্তিযুদ্ধে শৌর্য–বীর্যপূর্ণ লড়াই পরিচালনাকারী হিসেবে প্রাপ্য তাহাদের মর্যাদা প্রদান করিতে স্বীয় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। একই সাথে

আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। অকালে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করানো এবং চাকরি হইতে স্বচ্ছন্দ অপসারণের ঘটনাগুলো পুনর্বিবেচনার্থে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক এ জন্য কোনো আবেদন পেশ করিতে হইবে না। প্রতিটি বাহিনীর সদর দফতরে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তাহাদের ব্যাপারগুলো পুণর্বিবেচনা করিবেন।

৮ সেপ্টেম্বরের অধ্যাদেশটি যারা তৈরি করে প্রেসিডেন্টকে দিয়েছিলেন ৯ সেপ্টেম্বরেরটিও তারাই দিয়েছেন। ওসমানীর এখানে কোন হাতই ছিল না। অনেক পরে জেনারেল ওসমানী আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন। বিষয়টি ঘটেছিল প্রেসিডেন্ট মোশতাকের হাতেই। মোশতাক কূট-রাজনীতিক। অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি তার ভাল লাগেনি। আর কোন বিষয়েই যেখানে আবেদনের প্রয়োজন সেখানে আবেদন ছাড়াই কাজ হয়ে যাওয়াটা তার পছন্দ ছিল না।

পরে শুনেছি বিষয়টি নিয়ে ওসমানী ও মোশতাকের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওসমানী মোশতাককে বলেছিলেন যে, জিয়াই এ ধরনের আইনবিরুদ্ধ বিধি প্রেসিডেন্টকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। মোশতাক নাকি উত্তরে বলেছেন, আমার কিছুই করার নেই। জেনারেল ওসমানী মোশতাককে বলেন, এতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

সে যাই হোক, ৮ সেপ্টেম্বর প্রথম সামরিক বাহিনী অধ্যাদেশটির পর ৯ সেপ্টেম্বর যখন তার রদবদল হলো তখন মজার ঘটনাটি ঘটলো ইত্তেফাকে। এ বিষয়ে ইত্তেফাক 'প্রতিরক্ষাবাহিনী প্রসঙ্গে' একটি মূল সম্পাদকীয় প্রকাশ করলো বলা হলো নিঃসন্দেহে ইহা একটি বাঞ্ছিত পদক্ষেপ। প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সেনাবাহিনীর দুর্ভাগাদের এ ধরনের সুযোগ সুবিধা না দেয়াটা বড় অন্যায় হয়েছে-ইত্যাদি। আর সাড়ে তিন বছর তো ভয়ংকর উপেক্ষার মাধ্যমে সেনাবাহিনীটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ইত্তেফাক এ সম্পাদকীয়টি লিখেছিল ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫।

৯ সেপ্টেম্বর রাতের খবরে প্রকাশ, আর কোন চিন্তা নেই। বাংলাদেশের উপর যত বালা মুছিবত আছে তা কেটে যাবে। বাংলাদেশটাকে এবার সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়া যাবে। অথাৎ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে মার্কিন সাহায্য প্রদান বিষয়ক প্রধান মিস্টার ড্যানিয়েল সাড়া দিয়েছেন। সাহায্য প্রদানকারী একটি মার্কিন প্রতিনিধিদল খতিয়ে দেখবেন কি করে রাতারাতি বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর করে উন্নতির শিখরে পৌঁছানো যায়। এ রকম একটা আনন্দের খবর নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি করছি তখনই মোহাম্মদপুর থেকে বন্ধু কাফিলুদ্দিন এসে হাজির সংবাদ অফিসে। অনেক কষ্টে সে যে মীরপুরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ী পেয়েছিল তা নাকি টিকবে না, সরকার বাড়ী ফেরত নেবেন এবং নতুন করে বরাদ্দ দেবেন। অবশ্য খবরটা আচমকা নয়। আগেও কয়েকবার শুনেছি, আওয়ামী লীগের অনেকেই এসব পরিত্যক্ত বাড়ী পেয়েছিলেন। এদের অনেকেই

মোশতাকের ডাকে সাড়া দেননি। তাছাড়া একটা জনমতও আছে যে, পরিত্যক্ত সম্পদ আওয়ামী লীগের লোকজনরাই পেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা অথবা অন্যকেউ বরাদ্দ নিতে পারেননি। পরে এবং অনেক পরে ৮০ দশকের শুরুতে আমি একটা জরিপ চালিয়ে দেখেছি পরিত্যক্ত সম্পত্তিবেশীর ভাগই অরাজনৈতিক লোকজনরাই বেশী পেয়েছিলেন। সব চেয়ে বেশী পেয়েছেন সরকারী কর্মচারীরা।

কাফিলুদ্দিন বললেন, আমি সিওর খবর পেয়েছি কনফার্ম। এখন বলেন, কাকে ধরবো আমি গরীব মুক্তিযোদ্ধা কোনরকম একটা দোকান দিয়ে বেঁচে আছি। বাড়ী ভাড়া দিয়ে তো ঢাকা শহরে থাকতে পারবো না। কাফিলুদ্দিনকে তেমন যুৎসই পরামর্শ দিতে পারলাম না, তবে এইটুকু বলা গেল যে মীরপুর দোকানদার সমিতি অথবা ওই রকম কোন সমিতি গঠন করে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে মোশতাক সরকারকে সমর্থন করে দেখতে পারেন। কাফিলুদ্দিন বললেন, আমি তো আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড কমিটির সেক্রেটারী। বললাম তাহলে তো আরো ভাল, একটা মিছিল করে বঙ্গভবনের গেটে মোশতাকের জন্য একটা মানপত্র এবং মালা রেখে আসুন। কয়েকদিন পর যখন সত্যি পরিত্যক্ত বাড়ীঘরের বরাদ্দ পুর্নবিবেচনা চলছে তখন কাফিলুদ্দিন এসে জানালেন যে তার বাড়ীটা তার নামেই পুনঃবরাদ্দ হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম তরিকা?

বললেন, আমাদের ওয়ার্ড কমিটি খন্দকার আবদুল হামিদ সাহেবের সাথে দেখা করে মোশতাকের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এসেছি। বলেছি বিগত সাড়ে তিন বছরের সমস্ত ইতিহাসের নাম নিশানা ধুয়ে ফেলেছি।

আমি থ। কোথায় বঙ্গভবন, কোথায় স্পষ্টভাষী খন্দকার আবদুল হামিদ।

হ্যাঁ, খন্দকার আবদুল হামিদ আমাদের আকুল ফরিয়াদ নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গভবনে। প্রেসিডেন্ট পুনর্বরাদ্দ ওয়ালাদের নিজে ফোন করে বলে দিয়েছেন এই কাফিলুদ্দিনকে জাতীয় পার্টিতে দেখেছি শেষ পর্যন্ত।

রাতের শিফট ইনচার্জ সর্বশেষ আনন্দের খবরটি দিলেন যে, এবারের ঈদ জমবে ভাল। সরকার এইমাত্র এলান জারি করেছেন পরিবার প্রতি এক সের করে বাটার অয়েল দেয়া হবে। আরবের সম্পদ নিয়ে ইন্ডিয়া থেকে আসছে খুরমা। সেদিন টেন্ডার দেখলেন না। বাহ্, কি আনন্দ। সেই আনন্দের মধ্যেই আমাদের ক্রাইম রিপোর্টার খবর দিলেন অন্য বিষয়ে, যে বিষয়টি আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম এ কদিন। তা হলো মার্শল ল' সামরিক আইন, দেশে সামারিক আইন চলছে–আইন অনুসারে কাজ হচ্ছেই, টের পাচ্ছিলাম কই। বশীর বললেন, সামরিক আদালতে অস্ত্র আইনে ৬ জনের ১৪ বছর এবং ১ জনের সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়ে গেল। চোখের সামনে সামরিক আদালতটি ভেসে উঠলো।

॥ ৬ ॥

১০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় অভ্যুত্থানকারীরা জেনারেল জিয়াসহ কয়েকজন জেনারেল এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক একটি অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হলেন। ৯ সেপ্টেম্বরও বঙ্গভবনের কর্তব্যরত রাজ-কর্মচারীরা জানতেন না এ বৈঠকের কথা। কোন এন্তেজাম নেই। যথাসময়ে সকলে হাজির। রুদ্ধদ্বার কক্ষের বৈঠক। রুদ্ধদ্বার গলিয়ে যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হল সারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি? তখন আওয়ামী লীগের দু'হাজার কর্মী গ্রেফতার হয়েছেন। পলাতকও হাজার হাজার। কাদের সিদ্দিকী এবং আওরঙ্গকে নিয়ে আলোচনা হলো। ওরা কি করছে সঠিক জানা যাচ্ছে না। ওদের অবস্থান সম্পর্কেও সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ওপারে সাদা পোশাকের লোক অলরেডী পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের ভেতরের সেনানিবাসগুলো অত্যন্ত শান্ত এবং স্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। দু'একজন জেনারেল এবং অফিসার রয়েছেন এখনো যাদেরকে কায়দা করে সরিয়ে দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে ইতিমধ্যেই অনেককে সরানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ এখনো পূর্ণ আয়ত্তে নেই। দু'চারজন মন্ত্রীও এদিক সেদিক করছেন খবর পাওয়া যাচ্ছে। যতটা জ্বী হুজুর করা উচিত ছিল ততটা করছে না সুতরাং ওদেরকে যে কোন সময় সামরিক আদালতে দাঁড় করানোর হুমকির মধ্যে রাখতে হবে। যতই দিন যাচ্ছে ততই কোন কোন মন্ত্রী এবং এমপি'র সাহস বাড়ছে, ভয় ভাঙছে। লক্ষণ ভাল নয়। সর্বহারাদের গতিবিধি সম্পর্কে সরকার নিশ্চিত, তারা এমনিতেও টায়ার্ড। এখন স্থিতি চায়। সিদ্ধান্ত হলো বেআইনী অস্ত্র জমাদানকারী রাজনৈতিক কর্মীদেরও ক্ষমা করা হবে। ভাসানী ন্যাপ ও গোপন সর্বহারা দলগুলোর সমর্থন ফারুক-রশীদের পক্ষে। ব্যাপারটা তারাই দেখেছেন। সুতারাং আওয়ামী লীগকে অতটা পাত্তা না দিলেও চলবে। মাথা তুলে দাঁড়ালেই মাথা ভেঙে দিতে হবে।

বেলা তিনটায় আরেক দফা বৈঠক হলো। এটাও অনির্ধারিত। এখানেও ছিলেন অভ্যুত্থানকারীর একজন, চাষী আলম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মনজুর এবং আওয়ামী লীগের দু'তিনজন এমপি। মিটিং চলার সময় মোশতাক টেলিফোনে খবর পেলেন দুর্নীতির অভিযোগে আমির হোসেন আমুকে গ্রেফতার সম্পন্ন হয়েছে। মোশতাক বৈঠকে সুখবরটিও পরিবেশন করলেন। তিনি অত্যন্ত গর্বের সাথে বললেন, আমাদের উচিত এখন গ্রাম পর্যায়ে দেশটাকে গড়ে তোলা। গ্রাম বিষয়ে চাষী আলম সাহেব অত্যন্ত বিশেষজ্ঞ। নিবেদিতপ্রাণ। তিনি কয়েকটি প্রকল্প হাজির করবেন। চাষী আলম গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলার কৌশল এবং রাজনৈতিক সমর্থনের উদ্দেশ্যের কথা যখন বলছেন তখন ঢাকা জেলা প্রশাসন হায়াত সাবের কক্ষে চলছিল 'ঢাকা স্বনির্ভর জেলা সংগঠনের' কার্যক্রমের মূল্যায়ন। এ যাবৎ যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছিল তা কতটা সার্থক, কতটা ব্যর্থ ইত্যাদি। আর বঙ্গভবনে চাষী আলম সাহেব অংক করে বোঝাচ্ছিলেন এই স্বনির্ভর নামের সংগঠনের কথা। গ্রামাঞ্চলগুলো এই প্রকল্পটির সাথে পরিচিত। সংগঠনটি হবে সম্পূর্ণ বেসরকারী; কিন্তু এ সংগঠন পরিকল্পনা মোতাবেক সংগঠিত হলে একটি

সরকারের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী হাত হিসেবে কাজে লাগবে। যা পারবে না একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদের চাকরি ছেড়ে মাহবুব আলম সিএসপি চলে এলেন চট্টগ্রামে তার গ্রামের বাড়ীতে। রাউজান। চাষাবাদ করে খাবেন। গ্রামের লোকজন নিয়ে থাকবেন। সমবায় করবেন। সেখান থেকে তাকে যেতে হয় মুক্তিযুদ্ধে। খন্দকার মোশতাক আহমেদের সাথে ওখানেই তার যোগাযোগ। জহিরুল কাইউম, মোশতাক, চাষী আলম এরা একযোগে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন বলে শোনা যায়। এরা এবং এমনই আরো কয়েকজন মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন চর হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছিলেন। ফিরে এসে মাহবুব আলম চাষী (চাষী উপাধিটা সম্ভবত তিনি রাউজানে বসেই ধারণ করেছিলেন) কুমিল্লা কো-অপারেটিভ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। অভ্যুত্থানের দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৩ আগস্ট থেকে তিনি কুমিল্লা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট সকালে তাকে বেতার ভবনে মোশতাকের সাথে দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর সময় সবুজ বিপ্লবের ডাকে সারা দেশ যখন অধিক শস্য ফলানোর আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে তখন বিভিন্ন জেলায় জেলায় সবুজ বিপ্লব-ভিত্তিক এক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন সোনালী শ চট্টগ্রাম, উদ্বৃত্ত পটুয়াখালী, ঢাকা স্বনির্ভর ইত্যাদি। এ সব সংগঠনের সাথে কৃষক লীগ যেমন জড়িত ছিল তেমনি জড়িত ছিল বিভিন্ন সমবায় সংগঠনগুলো। কুমিল্লা পদ্ধতি সমবায় তার মধ্যে অন্যতম। ১০ সেপ্টেম্বর চাষী আলম নকশা হাজির করলেন যে গ্রাম পর্যায়ে আমাদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ নাম দিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন ইউনিয়ন থানা পর্যায়ে যাদের সংগঠন আছে তাদের দলে নিয়ে নিতে হবে। স্থানীয় নেতৃত্বকে হাসেল করতে হবে স্বনির্ভর বাংলাদেশের মাধ্যমে। মোটামুটি একটা নিখুঁত পরিকল্পনা হলো। আগামসিহ লেনে স্বনির্বাসিত মোশতাক বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেল হত্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ঠোঁট নাড়েন না কিন্তু তার স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এলেই দেখবেন চোখ জ্বল জ্বল করে উঠছে যেমনটা মিল্লাত কাগজটি হাতে নিয়ে তার চোখ আলোকিত হয়। তিনি হয়তো স্বনির্ভরের ইতিহাস গড় গড় করে বলে যাবেন। একদিন এক সুযোগে শুনেছিলাম আমি। এখন তিনি কেবলমাত্র ডিএল করছেন।

ডঃ মল্লিক ১০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন থেকে ঢাকা ফিরলেন। ফাইলভর্তি খয়রাতি সাহায্য ও ঋণের আশ্বাস নিয়ে এসেছেন তিনি। ঢাকা বিমানবন্দরে স্বল্পসংখ্যক সাংবাদিকের উদ্দেশে বেশ উচ্চস্বরে বললেন, 'এ বছর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ১৫ কোটি ডলার সাহায্য দেবে বাংলাদেশকে'। তিনি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ সভাশেষে ফিরেছেন। একজন সাংবাদিক বললেন, এ আশ্বাস তো আমরা জানুয়ারীতেই পেয়েছিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, এখন কনফার্ম করেছে। ডঃ মল্লিকের রিপোর্টটি যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আবার শিফট ইনচার্জ চপল বাশারের আনন্দদায়ক খবরঃ

সরকার খেজুর-খোরমা আমদানির উপর থেকে কর (ট্যাক্স) তুলে নিয়েছেন। আবগারি করও থাকবে না। কি বলেন, খেজুর খোরমা অল্প পয়সায় খাওয়া যাবে। সামনে ঈদ। জমবে ভাল। আমি ভাবছিলাম আমির হোসেন আমুর কথা। রাজ্জাক, তোফায়েলের গ্রেফতারের পর আমি সঠিক মানুষের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম। আমু ভাইয়ের কাছে, হয় বঙ্গভবন না হয় জেলখানা। যেটা ইচ্ছে বেছে নিতে পারেন।

১০ সেপ্টেম্বরের সকাল সাড়ে সাতটার বৈঠকের ফলো আপ পাওয়া গেল ১১ সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটার মধ্যেই। মন্ত্রীদের হুমকির মুখে রাখা। সামরিক আইন বিধিমালার একটি সংশোধনী জারি হয়েছে, ডেপুটি কমিশনারগণও মন্ত্রী, নেতা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীর সম্পত্তির হিসাব তলব করতে পারবেন। সঠিক তথ্য দিতে হবে। মিথ্যা তথ্য দিলে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড। ইতিপূর্বে একটা ফরমে মন্ত্রীরা সম্পত্তির হিসাব লিখিত বয়ান করেছেন। তাতে নাকি প্রচুর মিথ্যা রয়েছে। তদন্ত হলে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবার আশংকা। দুপুরবেলাই ফণীদার বাসায় গেলাম মিন্টু রোডে। তিনি অসুস্থ, খবর পেয়েছি আরো আগেই। মন্ত্রিত্ব পাবার পর থেকে শ্রী ফণিভূষণ মজুমদার মাত্র দু'তিন দিন সচিবালয়ে গিয়েছেন। সচিবই বরং ফাইল নিয়ে বাসায় আসতেন। দুপুরে তিনি ব্যালকনিতে একটা আধশোয়া চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। চেয়ার সমেত ওখানেই উপস্থিত হলাম। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্যারিস্টার বাদল রশীদের কথা। কোথায় আছেন, কেমন আছেন- এই সব।

আলমডাঙ্গা। মুরগীর ফার্ম করা নিয়ে ব্যস্ত।

বললেন, ওরা একটা ফাঁদ পেতেছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ। বাদলকে খুঁজছে। ইতিমধ্যে খবরও পেয়েছে বোধহয়। আমি তো সমবায়মন্ত্রী ছিলাম। জানি ওরা কত বড় ফোরটুয়েন্টি। ফণীদা আরো অনেক কিছু বললেন। আমি কথায় কথায় হিসাবের কথাটা ওঠালাম। ফণীদা একটু হাসলেন।

হিসাব নিয়ে তো ভালই করছে। আরো ভাল হয় যদি অতিরিক্ত অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেয়। তাতো দেবে না। নিক না, নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের মাত্র দু'বছরের সম্পত্তির হিসাব নিক না। তা তো ওরা জানেই। আসলে এটা হলো একটা থ্রেট।

ফণীদাই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নামগুলো বললেনঃ বার্মায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এ, কে এম কায়সার, সাবেক রাষ্ট্রদূত হোসেন আলী, স্থায়ী প্রতিনিধি এস এ করিম বিকল্প প্রতিনিধি মিসেস আজরা আলী এমপি, সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি হুমায়ুন কবির, সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট মীর্জা গোলাম হাফিজ, পররাষ্ট্র ডিরেক্টর রিয়াজ রহমান। একটা নাম শুনে কেমন কেমন করছো না? মীর্জা গোলাম হাফিজ।

হ্যাঁ।

আসছে, বুঝলে ওরা আসছে। ভাসানী, ন্যাপ, জাসদ এমনকি সিরাজ শিকদার পার্টি লীডার, কাজী জাফর, সবাই আসছে।

কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো ন্যাপ কি করবে?

মোশতাক ওদের বিশ্বাস করে না।

জামাতে ইসলামী।

কথা চালাচালি হচ্ছে তো। যাও তুমি সেক্রেটারীর ফাইল আসার সময় হলো।

রাতে সংবাদে এসে এক গাদা প্রেস রিলিজের মধ্যে পেলাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজের বিবৃতি। তিনি মোশতাক সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের কর্মসূচী ঘোষণার জন্য। উল্লেখ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা সত্যিকার অর্থে একজন সহৃদয় দরদী পেলেন।

অবহেলা উপেক্ষার দিন শেষ হলো। আবার চপল বাশারের সেই আনন্দদায়ক খবর ঈদের খোরমা খেজুরের জন্য আমদানি লাইসেন্স বরাদ্দ হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমদানি করতে হবে। কৌতূহলীরা খোঁজ নিতে পারেন সে বছর সকল খেজুর ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছিল যা বায়তুল মোকাররমের সামনে আরবের খেজুর বলে বিক্রি করা হয়েছিল।

পরদিন সকল কাগজে একটা খবর কমন পড়লো। কমন বললাম, প্রত্যেকটি কাগজেই এটা স্টাফ রিপোর্টারের আইটেম ছিল। খবরটা হলো রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা। বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না যে, পিআই ডি-এর শামসুল হুদা ভাইয়ের অনুরোধের খবর। তিনি হয়তো পেয়েছেন এককালের ইত্তেফাকের সাংবাদিক তথ্য বেতারমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরের কাছ থেকে। কিন্তু এটা তো সত্যি কথা যে, রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য হচ্ছে। এমন ভাবে খবরটা ছাপা হয়েছে যে, মোশতাক সরকারে বসেছে বলেই এটা হচ্ছে। কী পরিমাণ বোকা ভেবেছে আমাদের- মোশতাক গদি দখল করেছে ১৫ আগস্ট এবং সব কাগজে ফলন-এর খবর হলো ১২ সেপ্টেম্বর মাত্র ২৭ দিন। এ ২৭ দিনে রেকর্ড পরিমাণ ধান হয় না। ১৫ আগস্টের আগে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে বিপুল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল তাতে সকল পুলিশ লাইন, রেল লাইনের দুই পাশ স্কুল-কলেজ, আদালত প্রাঙ্গণ কোনো জায়গাই বাকি ছিল না যেখানে ধান আবাদ হয়নি।

১৫ সেপ্টেম্বর আমি বিশেষ একটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত। নিজের পেশা নিয়েই ভাবছিলাম। হঠাৎ করেই এক বন্ধু সাংবাদিকের একটা কাজ আমার কাছে ধরা পড়লো। বন্ধু সাংবাদিক টেলিফোনে সরাসরি তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে খবর দিচ্ছিলেন এমন কিছু খবর যা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। কাদের সিদ্দিকী ওপাড়ে কয়েক হাজার তরুণকে ট্রেনিং দিচ্ছে, পরে ভারতীয় সৈন্যও নাকি ঐ বিশেষ বাহিনীতে জয়েন করবে। ওরা বাংলাদেশ আক্রমণ করবে। সম্ভবত এর কয়েকদিন পরই সেগুন বাগিচা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক কাদের সিদ্দিকী ভারতের মাটিতে..... ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাগ্যের এমন খেলা একটা বিশেষ সময় আমি সাপ্তাহিক খবরের বার্তা

সম্পাদকের দায়িত্ব পাই এবং কাদের সিদ্দিকীর আত্মপ্রকাশ নামে একটা সাক্ষাৎকার ছাপি। তখন জেনারেল জিয়ার আমল। আমি ভারতে কাদের সিদ্দিকীর খবর জানতাম। আদৌ তিনি এরকম কিছু করছিলেন না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বন্ধুটির মিথ্যা খবর পাচার দেখে গা রিরি করে উঠেছিল। এখন তিনি বড় সাংবাদিক। আরো কিছু কারণে মনটা বিষিয়ে দিল। এ রকম একটা মন খারাপ অবস্থায় খবরটা পেলাম মহিউদ্দিন সাহেব মস্কো যাচ্ছেন কালকের এয়ারোফ্লোতে

কোন্ মহিউদ্দিন?

ন্যাপ মহিউদ্দিন। সাথে নিয়ে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদের পত্র। পত্রটি তিনি সোভিয়েত সরকারকে দেবেন।

মন খারাপ হয়েছে সেই ১২ সেপ্টেম্বর থেকেই। আমার মোটামুটি পরিচিত ঢাকা কটন মিলস্ লিমিটেডের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নানকে মার্শল ল' কোর্ট ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন। তিনি নাকি ফ্যাক্টরীর তহবিল থেকে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা তসরুফ করেছেন। ১২ সেপ্টেম্বরই সরকার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন যা তখনো হাতে পাইনি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকারকে দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে ধনলিপ্সু চক্র অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। এদিকে বেআইনী অস্ত্রধারীদের অস্ত্র জমাদানের সময়সীমা শেষ হওয়ায় বেআইনী অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মফঃস্বল শহরগুলোতে চিহ্নিত ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ কর্মী ধরা পড়ছে। এ সব খবর পাচ্ছিলাম আমাদের মফঃস্বল সংবাদদাতাদের কাছ থেকে। ১৩ সেপ্টেম্বরই চট্টগ্রাম থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম রেডক্রসের চেয়ারম্যান পুলিন দে'কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার গলা ধাক্কা দেয়া হয়েছে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালও করেছে। ১৪ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রের উপর ভিত্তি করে ইত্তেফাক "মুমূর্ষু অর্থনীতিকে বাঁচাতে হবে" নামে সম্পাদকীয়তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে বেসরকারী খাতকে চাঙ্গা করে তোলা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়ার আহবান জানানো হয়। তার পরের দিন বাকশালের জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লেখেন, মনে রাখা প্রয়োজন আমাদের যাহা কিছু ব্যর্থতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি তাহা বিশ্বের দৃষ্টিতে আমাদেরই। সেই সমুদয় ভুলভ্রান্তি বা ক্রটি-বিচ্যুতির বিশ্লেষণ আমরা যেন কোনো কারণেই না হোক আন্তর্জাতিকতাবাদের আশ্রয় না লই।..... আমরা নব পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তোলার একটা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছি।

ইত্তেফাকের এই উপ-সম্পাদকীয় যখন পড়ছিলাম তখন মহিউদ্দিন আহমেদ মোশতাকের বিশেষ বার্তা নিয়ে মস্কো রওয়ানা হয়েছেন। ওদিকে স্পীকার মালেক উকিলের তখন ঢাকা পৌছানোর কথা। ওখানে প্রেস ব্রিফিং-এ যাবেন সংবাদের তোজাম্মেল আলী।

বঙ্গভবনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কয়েকদিন। বঙ্গভবন কেন অনেক কিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। ফণীদাকে বলে এসেছিলাম স্বনির্ভর বাংলাদেশ সম্পর্কে খোঁজখবর নেবো। নিজেও মনে মনে আগ্রহী ছিলাম একটু। একদিকে বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার, অন্যদিকে স্বনির্ভরের মাধ্যমে স্থানীয় সমর্থকগোষ্ঠী তৈরী খেলাটা জমিয়েছিল বেশ। সেই স্বনির্ভরের খবরও নিতে পরিনি। ১৭ সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় দেখলাম ইতিপূর্বে বঙ্গবন্ধু সরকারের সাথে যে ৬টি বিদেশী কোম্পানীর তেল অনুসন্ধান চুক্তি হয়েছিল তা পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে। তেল অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানীগুলোকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আবদুর রউফ পার্লামেন্টের চীপ হুইপ এবং রাফিয়া আখতার ডলিকে ডেপুটি হুইপ নিযুক্ত করা হয়েছে। একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। একবার কৃষক লীগ বঙ্গবন্ধুকে চেপে ধরেছিল শস্যক্ষেতের কীটনাশক ঔষধের দাম ধার্য করার জন্য। সময়টা বোধকরি ১৯৭৪। কৃষক লীগ দাম ধার্যের প্রতিবাদ করেছিল। আগে সব সময়ই কৃষকদের বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ দেয়া হতো। কৃষক লীগের নেতারা বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলেন আবেদন জানাতে যে, এতে কৃষকের অসুবিধা হবে। আমিও ওদের সাথে চলে গিয়েছিলাম। অনেক কথার পর বঙ্গবন্ধু বললেন, সব কীটনাশক ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। দাম ধরে দিলে- পয়সা দিয়ে কিনলে একটু মায়া হবে। অত সহজে পাচার করবে না।

কীটনাশক প্রথম থেকেই আমদানি করতো বিএডিসি এবং বিতরণ করতো। কিন্তু ১৭ সেপ্টেম্বরের কাগজে দেখলাম সিবা গেইগী ডাইমেক্রন, কারবিক্রন, ডায়াজিনন, নগস এবং বাসুডিন ঔষধ বাজারে বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অর্থাৎ কীটনাশক এখন আর বিএডিসির হাতে নেই। যতটুকু আছে সরে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। একদিকে ফ্রী পোর্ট অন্যদিকে প্রাইভেট ব্যবসার সূত্রপাত। মোশতাকের হাল জাহাজ কোনদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো মোশতাক এ সব করছিলেন কোন প্রকার বাধা ছাড়াই। প্রতিবাদহীন। সমালোচনার উর্ধ্বে থেকে। পরের দিন ১৮ সেপ্টেম্বর আমার ব্যক্তিগত কাজ প্রায় শেষ, বরিশাল যাব কয়েকদিনের ছুটিতে, প্রায় ঠিক ঠাক। বিকেলে ঝিমানো শিফটে খবর এল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মযহারুল ইসলামকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্ষাণিকক্ষণ পরই আবার টেলিফোন এলো তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সম্ভবত ডঃ মযহারুল ইসলামই বঙ্গবন্ধুর সর্ববৃহৎ জীবনী গল্পটি প্রকাশ করেছিলেন বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে।

পাকিস্তানের সাথে দহরম মহরম শুরু হয়েছিল ১৫ আগস্ট থেকেই। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পাকিস্তানী নাগরিক ঢাকা এসে গেছেন। এরা অনেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারী চাকরি ছিল। খবর পাওয়া গেল পাকিস্তান থেকে একজন নতুন রাষ্ট্রদূত আসছেন যিনি একদা পূর্ব পাকিস্তানের জেলায় জেলায় জেলা প্রশাসকের কাজ

করেছেন। অনর্গল বাংলা বলতে পারেন। আরো একটা খবর পাওয়া গেল, ১৯ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান বাংলাদেশের জন্য ১০ হাজার টন চাল আর ২ লাখ গজ কাপড় দিচ্ছে। সর্বশেষ খবর ঢাকায় বাংলাদেশ পাকিস্তান মৈত্রি সমিতি গঠন হচ্ছে। খবর না গুজব বুঝে উঠতে পারছিলাম না-তবে হলে খুব অবাক হবার মত কিছু একটা হতো বলে মনে হয় না। পাকিস্তান নিয়ে যখন এমন মাতামাতি তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে পি আইডি জানালো বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে ১১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সারাদেশ থেকে। বিপুল অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। কতটা কি অস্ত্র হিসেবটা দেয়া হয়নি।

স্বনির্ভর বাংলাদেশের কাজ এগিয়ে চলেছে। এখানে-সেখানে চিঠি যাচ্ছে বঙ্গভবন থেকে। একটা জাতীয় সম্মেলনেরও প্রস্তুতি চলেছে টের পাওয়া যাচ্ছে। জেলা প্রশাসকদের নির্দেশে দেয়া হচ্ছে স্বনির্ভর বিষয়ক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। অন্যদিকে ২০ সেপ্টেম্বর রেডক্রসের সকল ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা হলো। জাতীয় সংসদের জন্য আসনগুলোর শূন্য উপনির্বাচন ৬মাসের জন্য স্থাগিত করা হলো। সংসদ সদস্যদের সাথে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঈদের পরে কোন একসময় বসবে বলে জানানো হলো। ২০ সেপ্টেম্বর আরেকটি খবর বারবার প্রচারিত হলো ঢাকা রেডিও থেকে যে, সোভিয়েত সরকারের মুখপত্র তাস জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ প্রেসিডেন্ট মোশতাকের চিঠি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদাপর্নির কাছে হস্তান্তর করেছেন। জনাব মহিউদ্দিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আন্না মোহাম্মদ ক্লীচেভ ও সহকারী পররাষ্টমন্ত্রী নিকোলাই ফিরোবাইনের সাথে দেখা করে দু'দেশর সুন্দর সম্পর্ক বিষয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেন।

এই সাথে আরেকটি খবরঃ করাচীর শিল্প ও বণিক সমিতি বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়েছেন। মোবারকবাদ জানিয়ে তারা গভীর আস্থার সাথে আশা প্রকাশ করেছেন যে, নয়া সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে পাকিস্তান-বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য পুনরুজ্জীবিত হবে। করাচী শিল্প বণিক সমিতি বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্টই আগ্রহী। এই খবরের জন্য কিনা জানিনা তবে ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ব্যবসায়ী মহল বাণিজ্য এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন স্থানে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ আমদানি কর্মকান্ডের নয়া নয়া চিন্তাভাবনা আলোচনা করলেন। এদিকে ২০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট আদেশবলে পাট রফতানি বাণিজ্য বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। এতে ব্যবসায়ী মহল মোশতাক সরকারকে শুধু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েই সন্তুষ্ট থাকেননি, বঙ্গভবনে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, আমরা দলে দলে মিলাদ মাহফিল করে আপনার ও আপনার সরকারের দীর্ঘয়ু কামনা করেছি। ২১ সেপ্টেম্বর পাট রফতানি দফতরের চেয়ারম্যান এম, মনিরুজ্জামানকে সাসপেন্ড করা হলো। ২১ সেপ্টেম্বর সৈয়দ আলী আহসানের নাম শোনা গেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে।

খবর পেয়েছিলাম তিনি নিজে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে দেখা করে ঐ পদের জন্য নিজের নামই সুপারিশ করেছেন।

স্বনির্ভরের বিষয়টি মোটেই রাষ্ট্র গোপন এ রকম বিষয় ছিল না। কিন্তু তবুও এ কাজে প্রাথমিক স্তরে যারা জড়িত ছিলেন তারা গোপনেই যেন নড়াচড়া করছিলেন। এটা তো খুব সহজভাবেই বোঝা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লবভিত্তিক রাতারাতি যে সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে তাতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সদস্য নেতারাই ছিলেন। বর্তমানে যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে তাতেও এরাই থকবেন। খুব বেশী কিছু হলে মোশতাকপন্থী আওয়ামী লীগের কেউকেউ আসবেন। কিন্তু তখনো তো ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রার্থী নির্ধারিত হয়নি। সে যাক ২২ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই সরকারীভাবে প্রচারিত হলো যে, আগামীকাল ২৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গভবন চত্বরে সকাল এগারোটায় স্বনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় সম্মেলন শুরু হবে। সম্মেলন উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ। এতে বিভিন্ন জেলা থেকে স্বনির্ভরের ১০০ জন প্রতিনিধি আসবেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী কর্মসূচীর পর বাকি কাজের জন্য চলে যাবে জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্রে। সম্মেলনে স্বনির্ভর বাংলাদেশের আদর্শ ও নীতি ঘোষণা করা হবে। ব্যাপক উৎপাদনের জন্য এই সম্মেলন দেশব্যাপী একটি এ্যাকশন প্রোগ্রাম রচনা করবে। স্বনির্ভর বাংলাদেশের সমন্বয় সাধন ও পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হবে এই সম্মেলনে। জাতীয় সম্মেলনের মহাকর্মকান্ড সাধন ও দেশব্যাপী সমন্বয় সাধনের জন্য এম রওশন আলীকে সভাপতি ও মনতোষ দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এম. রওশন আলীর নাম জানতাম। দু'একবার আলাপ পরিচয় হয়েছে। কিন্তু মনতোষ দাস ছিলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম। পরে জেনেছি তিনি মাহবুব আলম চাষীর একজন ঘনিষ্ঠ সহচর এবং কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রেই তার বিচরণ।

২২ সেপ্টেম্বর আইআরডিপি'র মহাপরিচালক আবদুর রহমানকে সাসপেন্ড করা হয়। আই আরডিপি'র মহাপরিচালক হিসেবে স্বনির্ভর বাংলাদেশের কাজে ঐদিন তার ব্যস্ত থাকার কথা। বিকেলে খবর পেলাম বঙ্গভবনে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক বসেছে। খুবই জরুরী। অন্য অনেক বৈঠকের মতই এ বৈঠকের আলোচনাও ফসকে গেল। তবে বৈঠকে যথা নিয়মে ক্যু-নেতারা অংশ নিয়েছেন। এর বেশী কিছু জানা গেল না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সরকার দুপুরের পরই সৈয়দ আলী আহসানের নাম ঘোষণা করেন।

পরের দিন ২৩ সেপ্টেম্বর দু'দফাব ডি সার্চ করে ১০০ জন স্বনির্ভর প্রতিনিধিকে বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হলো। বেলা ১১ টায় খন্দকার মোশতাক উদ্বোধন করলেন স্বনির্ভর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সম্মেলন। ঠিক একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছিল আরেক খেলা। ডক্টর আবদুল মতিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন, তাঁকে সরানোর পাঁয়তারা শুরু হয়েছিল আগে থেকেই এবং পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে বোস প্রফেসর হিসেবে যোগদান করলেন। স্বনির্ভর সম্মেলনে মন্ত্রীরা সকলেই

ছিলেন। তবে সবচেয়ে তৎপর ছিলেন দু'জন- চাষী আলম ও তাহের উদ্দিন ঠাকুর। মোশতাক খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ ছিলেন। তবে যেটুকু বলে গেলেন তাতেই সমগ্র বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্বনির্ভর বাংলাদেশের হাতে যে উঠে এসেছে বুঝতে অসুবিধা হলো না। একটা কর্মধারা প্রণয়ন করতে বলে দিলেন। বলে দিলেন নেক দিল নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

ঢাকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছুটির আগে একটা চাপা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। বহুদিন নয়, বহুবছর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা সিরিয়াস অপারেশনে সাকসেসফুল হয়েছে। পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ দক্ষ কর্মিগণ ঢাকায় বসে গত দু'দিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন। ঢাকায় কোন একজন ফরেন সার্ভিসের উজ্জ্বল নক্ষত্র হঠাৎ করেই জেনে গিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন- ব্যাস, বঙ্গভবনের ক্লিয়ারেন্স নিয়ে চৌধুরী সাহেবের সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে ফেললেন, বেদম পরিশ্রম করে ঢাকায় বসেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এই দুই রাষ্ট্রের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বৈঠকের গুরুত্ব অনেক যা শুধু কূটনীতিকরাই অনুভব করতে পারেন।

মোশতাক সরকারের আমলে সরকারী কাজ পরিচালনা বিধি প্রণীত হয়েছিল ২৪ সেপ্টেম্বর। এই বিধি অত্যন্ত গোপনীয় ছিল এবং সরকারী কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কেউই জানতেন না। তবে এই বিধি প্রণয়নে শুধু মন্ত্রী ও সচিবগণই তাদের মূল্যবান মতামত রাখেননি, এতে ক্যু-নেতা ও সামরিক বিভাগেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর জয়দেবপুরে স্বনির্ভর চলে গেল। সকাল থেকেই অধিবেশনের কাজ শুরু হয়েছে। বাসস ছাড়া অন্যকোন সাংবাদিকের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। সন্ধ্যায় যে ফিরিস্তি পেলাম তারমধ্যে মূল কথা যা আছে তাই নিয়ে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য নিবেদিত হতে হবে। স্বনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় কমিটিও ঘোষিত হলো ২৪ সেপ্টেম্বর।

চেয়ারম্যান	ঃ	আবদুল মোমিন, মন্ত্রী
ভাইস চেয়ারম্যান	ঃ	রফিকুদ্দিন ভুঁইয়া, এমপি (ময়মনসিংহ)
		অধ্যাপক খোরশেদ আলম, এমপি (কুমিল্লা)
		আবদুল আউয়াল এমপি (খুলনা)
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	রহমত আলী (বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক)
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	এফ এম ইয়াহিয়া
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	আনোয়ারুল হক (যুগ্ম সচিব সমবায় মন্ত্রণালয়)
সদস্যগণ	ঃ	ফণীভূষণ মজুমদার, মন্ত্রী
সদস্যগণ	ঃ	তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রতিমন্ত্রী
সদস্যগণ	ঃ	কাসিমুদ্দিন, এমপি (বগুড়া)
সদস্যগণ	ঃ	তাবিবুর রহমান সর্দার, এমপি (যশোর)

সদস্যগণ ঃ শংকর গোবিন্দ রায়, (নাটোর)

এ ছাড়া ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ পদাধিকারবলে এ কমিটির দসস্যপদ পেয়ে যান। এই জাতীয় কমিটি কখনো সমবায় সদনে কখনো সচিবালয়ে কখনো অজ্ঞাত স্থানে বিভিন্ন সভায় মিলিত হতে থাকেন। সর্বত্রই চাষী আলম উপস্থিত থাকতেন। কমিটিতে একদিকে আওয়ামী লীগের এম, পি/মন্ত্রিগণ যেমন ছিলেন তেমনি আমলাগণও। আমলাগণই বস্তুত রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত স্থানে অবস্থান করেন। ক্ষমতা সম্পর্কেও তাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। মোশতাক সরকারের মন্ত্রী, এমপিগণ যখন কোনো হম্বিতম্বি করেন তখন আদপ-কায়দা সহকারে তারা মনে মনে হাসেন। তারা জানেন, আসল শক্তি কোথায়। স্বনির্ভরেও হয়েছিল সেরকম। যারা বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উৎপাদনে সচেতন করেন তারা ভাষণে ভাষণে টায়ার্ড হতে থাকেন। আর সরকারী আমলাগণ কাজ করেন ততটুকুই যতটুকু চাষী আলম বলে দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সাথে স্বনির্ভর বাংলাদেশের পূর্ণ জাতীয় কমিটি সাক্ষাৎ করলেন। মোশতাকের এ এক বিরাট বিজয়- এটা বোঝা গেল উৎফুল্ল ছবি থেকে। অন্যদিকে সারাদেশ থেকে পুলিশ ৯৪ জনকে গ্রেফতার করে বেআইনী অস্ত্র রাখার দায়ে। প্রায় প্রতিদিনই খবর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কত অস্ত্র উদ্ধার হলো সে বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেয়া হতো না। ২৮ সেপ্টেম্বরও গ্রেফতার করা হয় ১০২ জনকে। কিন্তু অস্ত্রের হিসেব নেই। স্বনির্ভরের কাজটাও সাথে সাথে তাল মিলিয়ে চলছিল। ২৮ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর শাখা সবুজ কুমিল্লায় অধিবেশন বসে। এখানে বলা হয়, স্বাধীনতার পর আমার হাত ছিল ভিখারীর হাত। ভিখারীর হাতকে এখন কর্মীর হাতে পরিণত করতে হবে।

মোশতাক সরকার সমর্থকরা সেদিন খুশিতে আহলাদিত। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, আমাকে হত্যার প্রচেষ্ঠা চলেছে। খুশির কারণ এখানেই। সুতরাং ইন্দিরা এখন ভয়ে তটস্থ। ভারত নিজেদের নিয়ে বিব্রত। ক'দিন থেকেই ভারত একটি বিষয় ছিল। গুজব ছিল প্রচুর। অনেক শিক্ষিত সচেতন মানুষকেও বলতে শুনেছি যে, ভারত যে কোন সময় বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে। সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেছে। আবার কেউ কেউ বলছিল এ যাবৎ বাংলাদেশে যা হয়েছে তা ভারতই করিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী ১৫ আগস্টের আগেই বলেছিলেন, উপমহাদেশে একটি পরাশক্তির অশুভ চক্রান্ত শুরু হয়েছে! সাবধান! এ সব বলে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, মোট কথা যে কোন মহলেই ভারত আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এসে যেত। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন পর থেকেই ভারতবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এক পর্যায়ে তিনি আসাম, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গসহ গ্রেটবেঙ্গলের ডাক দিয়েছিলেন। গোপন সশস্ত্রদলগুলোতে কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করেনি। সব সময়ই ওরা বলতো এটা ভারতের নয়া উপনিবেশ। এ জাতি ভারতের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে। ভারত তাদের উৎপাদিত নিকৃষ্ট পণ্যের বাজার বানিয়েছে এ দেশটাকে। আর এ সব করেছে শেখ মুজিবের পুতুল সরকার। ভাসানীর সমর্থনে বোঝা গেল এতদিন

এ সব যারা বলছিল তারা মোশতাক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ ভারতের শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। চীন স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন শুধু মোশতাকের শরীর থেকে আওয়ামী লীগের লেবাসটা খুলে ফেলা। অনেক চীন সমর্থক রাজনীতিকের সাথে আলাপ করে বুঝতাম যে, মোশতাক লেবাসটা খুব বেশীদিন পরে থাকবেন না। কেননা ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা আওয়ামীলীগ বিরোধী। আওয়ামী লীগ যদি আবার পুরোপুরি আমেরিকার লেবাস পরেও আসে তবুও না, এর কারণ আওয়ামী লীগ চায়নি সেনাবাহিনী থাকুক। এদের সাথে তর্কে যেতাম না। এরা যা বলতো শুনে যেতাম। মোশতাক সমর্থক অন্য সম্প্রদায়টি ছিল জামাতে ইসলামী। এরা দিনে গোটাতিনেক ওয়াজ মাহফিল করতো রাস্তায় শামিয়ানা খাটিয়ে। বলতো ইসলাম ছিল না এদেশে এতদিন, এখন ইসলাম পুনরায় কায়েম হয়েছে। সুতরাং আমাদের ওয়াতনের জন্য কাজ করা উচিত। কওমের খাতিরে আমাদের ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। হিসেবটা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে চীনপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলো প্রায় একই রাজনৈতিক মত পোষণ করতো। মোশতাকের সাথে এদের আঁতাত আরো গোপন ছিল সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে। মোশতাককেও এরা যে বড় বেশী পাত্তা দিতো না তাদের আলোচনায়ই টের পাওয়া যেত। এরা বরং সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস মনে করতো সেনাবাহিনী। বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। এ শ্লোগান তো তাদের আগে থেকেই ছিল। যা হোক ক্যু-এর পর এরাই রাস্তায় বুক ফুলিয়ে হাঁটতো। সব দিক থেকে এদেরই বিজয় হয়েছে বলে এরা মনে করতো। ওদিকে বঙ্গভবন থেকে এমন এক একটি মন্তব্য আসতো যেন স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সব কিছু তাদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরে যে ভাল কাজটুকু হয়েছে তাও তারাই করেছে। যেমন ২৫ সেপ্টেম্বর মোশতাক সরকার একটা অতিরিক্ত সরকারী গেজেট প্রকাশ করে বললে, ১৯৭৪-৭৫ বোরো মৌসুমে ২২ লাখ ৪৯ হাজার ৬শ' ৮০ টন চাল উৎপাদন হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ বছরের চেয়ে ২৯ হাজার ৬শ' ৮০ টন বেশী।

গেজেটটা আমাদের হাতে আসে ২৯ সেপ্টেম্বর। ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? মোশতাক গদি দখল করেছেন ১৫ আগস্ট। ২৫ সেপ্টেম্বর এ গেজেটটি প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ৪০ দিন পর তিনি বলেদিলেন গত বছরের চেয়ে প্রায় ৩০ হাজার টন বেশী হয়েছে। কৃষকরা কি মোশতাককে দেখে ধান চাষ করেছিল, নাকি বঙ্গবন্ধুর আমলেই আবাদ শুরু হয়েছিল। আগেও বলেছি, বঙ্গবন্ধু যখন গুছিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সব কিছু, যখন এদেশের মানুষের সচ্ছলতার সময় একেবারেই কাছাকাছি এসে গিয়েছিল ঠিক তখনই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

বেআইনী অস্ত্রের নামে সারাদেশে আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার অব্যাহত ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় ছাপা হলো প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সাথে ১১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের ধুম পড়ে গেছে। আগেই এক আলোচনা থেকে জেনেছিলাম, অভ্যুত্থানকারীরা মনে করে আওয়ামী লীগের আসল শক্তি কর্মী বাহিনী। কর্মীদের দুর্বল করে দিলেই আওয়ামী লীগের বুনিয়াদ

খসে পড়বে। সুতরাং ওদের হয়রানি শুরু করো। মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য তো ওদের প্রয়োজন নেই অথবা কর্মীদের প্রয়োজন নেই জাতীয় সংসদে।

॥৮॥

বঙ্গভবনের ধারণা ছিল ৪৬ দিনে সব কিছু কাটিয়ে ওঠা গেছে। দেশে কোথাও কোন মিছিল মিটিং নেই। যারা বিগত সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তারা নিশ্চুপ। কোন কোন মহল প্রকাশ্য সমর্থন দিচ্ছে। স্বনির্ভর আন্দোলন দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যবসায়ী মহল দারুণ খুশি। পরিবহন ঠিকঠাক মত চলছে। চালের বাজার বেশ। সৌদি আরব ও চীনের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সরকারের প্রতি দু'হাত প্রসারিত করে দিয়েছে। ভারত-মস্কোর তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। সারা বাংলাদেশে পাকিস্তানী পাকিস্তানী ভাব এসেছে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার একটা ভবন বেছে নিয়েছে পাকিস্তান দূতাবাসের জন্য। সেনাবাহিনী থেকেও তেমন অশুভকিছু ঘটে যাবার আশংকা তেমন নেই। জেনারেল ওসমানী সব দিকে সতর্ক নজর রেখেছেন। অভিমান করে সরে যাননি। মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। সুতরাং ফুরফুরে শান্তি এসে যাচ্ছে শীতের সাথে সাথে। কেবল জেলখানায় বাড়তি কিছু কম্বল প্রয়োজন, আওয়ামী লীগের কর্মীদের জন্য। জেলখানায় ঢুকিয়েও কয়েকজন নেতার সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চলেছে- কাজ হচ্ছে না। কিন্তু সেটা তেমন জরুরী নয়।

অক্টোবর মাসটা শান্তিতেই যাবে বলে বঙ্গভবন আশা করছে। বাকি কিছু কাজ ঠিকঠাক মত গুছিয়ে ফেলা। অক্টোবরের শুরুতেই মোশতাক একটা খুশির খবর ছড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশে।

সফিনা-ই-ইসলাম আসছে।

পাকিস্তানী জাহাজ সফিনা-ই-ইসলাম। সাড়ে তিন বছর পর পাকিস্তান থেকে একটা জাহাজ আসছে চট্টগ্রাম বন্দরে। ওতে আছে ১০ হাজার টন চাল ও ২০ লাখ গজ কাপড়। আগেও কয়েকবার খবরটা পরিবেশন করা হয়েছে। মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেবার সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে ৫০ হাজার টন চাল ও ১ কোটি ৫০ লাখ গজ কাপড় দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, সফিনা-ই-ইসলামে আসছে তার প্রথম চালান। ঈদের আগেই এসে পৌছবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা কামনা করে।

আরেকটি স্বস্তির খবর। ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ গিয়েছিলেন বুদাপেস্ট সম্মেলনে। ওখানে তাঁর ভাষণে বলেছেন, বহিঃশক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে আমি আশা করি। ভারত রাষ্ট্রপতি বহিঃশক্তি বলতে ভারতকেই বুঝিয়েছেন এ কথা বললো ঢাকার বঙ্গভবনাশ্রিত কূটনীতিকরা। সুতরাং এটাও একটা স্বস্তিকর খবর এলো ১ অক্টোবরের সকালে।

সফিনা-ই-ইসলাম আসার আগেই আকাশ পথে এসেছেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী শিল্পপতি প্রতিনিধি। ঘুরেফিরে তাদের ফেলে যাওয়া শিল্প

কারখানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো দেখছেন। আর অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অবস্থা নিয়ে একটি উচ্চ পর্যাযের কমিটি পর্যালোচনায় বসেছেন। কমিটি জানে পর্যালোচনা বলতে কি বোঝায়। সিদ্ধান্তের কথা তো তাদের জানাই আছে। এখন শুধু ইচ্ছার পক্ষে একটা শ্বেতপত্রের মত কিছু তৈরী করা।

১১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বেআইনী অস্ত্র রাখার আইনে। ১ অক্টোবরের শেষ খবর।

সম্ভবত মোশতাক এক ফাঁকে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মতবিনিময় করছিলেন। আমার জানা ছিল বঙ্গভবন চাইছে জাসদ, জাসদের গোপন সশস্ত্র বাহিনী, গণবাহিনী, কমরেড তোয়াহার গুপ্তবাহিনী, মতিন আলাউদ্দিন আবদুল হক প্রমুখের সাথে যোগাযোগ করতে। ভাসানীর সাথে প্রায় প্রতিদিনই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল মোশতাক। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকেই মোশতাক আরো কয়েকটি সাধারণ দলের নেতাদের সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন তার খবর বঙ্গভবনের বাইরেই পাওয়া যাচ্ছিল।

ঈদের ছুটির মুখে ঘোষণা করা হলো ৩ দিনের বদলে এবার ঈদের ছুটি ৬দিন। আর সেই সাথেই সামরিক আইনের একটা সংশোধনী এনে অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তাদের আরো বেশী ক্ষমতা প্রদান করা হলো। এ সব করে মোশতাক ২ অক্টোবর ঘোষণা করেঃ

১। ১৯৭৬–এর ১৫ আগস্ট থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে।

২। ১৯৭৭–এর ২৮ ফেব্রুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচন।

৩। অভিযোগ ছাড়া যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, সে সব রাজনীতিক ছেড়ে দেয়া হবে।

৪। রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাই করা হবে।

৫। সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে।

৬। বিচার বিভাগের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মোশতাক এ ঘোষণা দেন সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার–টেলিভিশন ভাষণে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এ সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে রাজবন্দীদের অভিযোগগুলো যাচাই করার জন্য ৩ সদস্যের একটি পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে বলে তিনি আশ্বাস দেন। বাকি দু'জন হলেন বিচারপতি মজিবর রহমান খান ও বিচারপতি আবদুল জাবির।

মোশতাক ভাষণটি দিচ্ছিলেন লায়লাতুল কদর উপলক্ষে। ঘোষণা করা হয় ১ হাজার নিরাপত্তাবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। এ সময় আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার হয়ে গেছে প্রায় দু'হাজার এবং যখন মোশতাক ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন অর্থাৎ ২ অক্টোবরও ৯০ জনকে গ্রেফতার করা হয়ে গেছে।

শুক্রবার জুমাতুল বিদা উপলক্ষে মুসলিম মিশন প্রধানদের সাথে মোশতাক নামাজ আদায় করেন। ঐদিন মিজানুর রহমান চৌধুরীকে পাওয়া গেল মুসলিম

সংহতি মিশনের আলোচনা সভায়। জুমাতুল বিদা উপলক্ষে মুসলিম সংহতি মিশন আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডঃ মীর ফখরুজ্জামান, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার নাসিরুদ্দিন, সংহতি মিশনের সম্পাদক নজমুল কালাম সিদ্দিকী, বাংলাদেশ–আরব মৈত্রী সমিতির সভাপতি সৈয়দ আহমদ।

॥৯।

ঈদ এসে গেল। বঙ্গভবন বলতে গেলে শূন্য। রাজকর্মচারী ছাড়া আর তেমন কেউই নেই। ঈদের ছুটি কাটিয়ে মোশতাক ১০ অক্টোবর আবার বঙ্গভবনে ফিরে এলেন। তিন দিন তিনি ছিলেন দশপড়া গ্রামের বাড়ীতে। হঠাৎ চলে গেছেন। প্রেসিডেন্টকে খোশ আমদেদ জানানোর মত তেমন কিছু ঘটেনি তখনো। কয়েকদিন আগেও স্থানীয় কেউ টের পায়নি। তবে প্রয়োজনীয় এন্তেজাম যে একেবারে কিছুই হয়নি বলা যায় না। খবর পেয়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী চলে এসেছে, কুশল বিনিময় হযেছে। গার্ড রেজিমেন্টকে একটু বেশী তটস্থ থাকতে হয়েছে। তবে বেশীরভাগ সময়ই বিশ্রাম নিয়েছেন। ভাবনায় ডুবে গিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ঈদের ছুটিতে দেশের বাড়ীতে আছেন, এর চেয়ে বেশী কিছু প্রয়োজন নেই দেশের আইন শৃংখলা শান্তিময় পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য। অবশ্য তার নিজের মনেও বেশ স্বস্তি ছিল। উৎকন্ঠা কেটে যাচ্ছিল একটার পর একটা।

গেল হপ্তায় মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদায় সম্বর্ধনা নিয়ে চলে গেলেন। বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশে ঘটে গেছে।

ঈদের আগে ৪ অক্টোবর মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিবৃতির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাককে সর্বতোভাবে সহায়তার আহবান জানান। যাতে করে সে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে পারেন। মওলানা ভাসানী শুরু থেকে মোশতাককে সমর্থন করছিলেন। মওলানা ভাসানীর সাথে মোশতাকের সম্পর্ক ১৯৪৯ এরও আগে থেকে। তারপর আওয়ামী মুসলিম লীগে এরা এক সাথে মুসলিম সরকার বিরোধী আন্দোলন করেছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ ছেড়ে আবার আওয়ামী লীগে এসে যোগদান করলেও মোশতাক কোনদিনই ভাসানী ন্যাপে যোগদান করেননি। নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ–এর দূরত্ব অনেক। ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকা অবস্থায় অলি আহাদ যোগ দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগে। বামপন্থী চিন্তার মানুষ হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। অলি আহাদ স্বাধীনতার পর আজাদ বাংলার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। মওলানা ভাসানী যেদিন বিবৃতি দিলেন সেই একই দিন অলি আহাদও বিবৃতি দিলেন মোশতাক সরকারকে সমর্থন করে গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য। গণতন্ত্র উদ্ধার করার মহান কর্মে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও মাওলানা আবদুল মতিনও বিবৃতি দিয়ে সমর্থন জানালেন। একই সময় খবর এলো ঢাকা–পিন্ডি রাষ্ট্রদূত বিনিময় হচ্ছে অচিরেই। আগেই জানিয়েছি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত কার্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার কথা।

৪ অক্টোবর জনতা ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর খায়রুল কবির গ্রেফতার হন ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে।

ঈদের ছুটিতে নির্ভাবনায় মোশতাক দশপাড়ায় ভাল সময় কাটিয়েছিলেন বলে পরে বলেছেন। রক্ষীবাহিনী নিয়ে একটা শংকা সকলের মধ্যেই কাজ করেছে। রক্ষীবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করা হয়নি। অস্ত্রগুলোও নেয়া হয়নি। রক্ষী বাহিনীও উৎকন্ঠিত ছিল চাকরি নিয়ে। মোশতাক এক আদেশেরবলে রক্ষীবাহিনীকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে নেবার ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু কাজটি বিলম্বিত হচ্ছিল। একটু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। রক্ষী বাহিনীর সকলকে নেয়াটা ঠিক হবে কিনা এ নিয়ে দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত সুরাহা হলো। আপাতত সবাইকেই নেয়া হবে, পরে ছাকনিটার কাজ। ৫ অক্টোবর কাজটি ভালয় ভালয় হয়ে গেল। রক্ষীবাহিনী সার্বিকভাবেই নিয়মিত সেনাবাহিনীতে চলে এলো।

৮, ৯, ১০ অক্টোবর দশপাড়ায় কাটিয়ে মোশতাক বঙ্গভবনে এলেন। বঙ্গভবন মুখর হয়ে উঠলো। আবার তেমনি গম গম করছে বঙ্গভবন। মোশতাক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিউইয়র্ক থেকে খবর এসেছে চীনের জাতিসংঘ প্রতিনিধি মিস্টার চিয়ান কুয়ান হুয়ার সাথে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। এ বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত হয় ঢাকা–পিকিং রাষ্টদূত বিনিময়ের। বাইরের আরো একটা খবর আছে। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে আইনমন্ত্রী মনরঞ্জন ধর ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। বঙ্গভবনে এসে মোশতাক ঘোষণা করলেন জাতীয় সংসদ সদস্যদের সাথে আগামী ১৬ অক্টোবর মিলিত হবেন। বিয়ষটি বঙ্গভবনে কারুর কাছেই তেমন জরুরী ছিল না। কেবল মাত্র জেনারেল ওসমানী সংসদ সদস্যদের বৈঠকের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর সংসদ সদস্যরাও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এলাকায় সরকারী অফিসাররা এমনিতেই আজকাল তেমন গ্রাহ্য করেন না। প্রতিপক্ষরাও নাক জাগাচ্ছে। সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর তারা নাকগুলো দিয়ে গুতো দিতে শুরু করেছেন। এ সময় সদস্যদের ক্ষমতায় থেকে কিছুটা গোছগাছ করার সুযোগ না হলে আগামী নির্বাচন অনিশ্চিত যা কেউই কখনো চায় না। শুনেছি প্রকাশ্য রাজনীতি পর্যন্ত সদস্যরা চেয়েছিলেন। নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তারিখ চাননি। এটা মোশতাকের চাল।

আবদুর রহমান আকন্দ স্বনির্ভর সংগঠন অতি দ্রুত গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য একটি প্রস্তাব আনলেন। স্বনির্ভর সমিতি গ্রাম পর্যায়ে চলে গেলে এ সরকারের গ্রাম পর্যায়ের একটা পাকা বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। আকন্দ সাহেব সব দিক বিবেচনা করে প্রস্তাবটি আনলেন। প্রস্তাবটা বঙ্গভবনের পছন্দ হলো, কেউ কেউ বললেন, আকন্দ নয় আসলে প্রস্তাবটি চাষী আলমের। আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে অত্যন্ত দ্রুত স্থায়ী ভিত গড়তে চাচ্ছেন গ্রাম পর্যায়ে।

এ দিকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা প্রায় সকলেই এ জেলা থেকে পালিয়ে ও জেলায়, মফঃস্বলের বেশীরভাগ ঢাকায়। যারা ধরা পড়েছে তারা জেলে।

১১ অক্টোবর ৬৯ জন গ্রেফতার। ১২ অক্টোবর ৮১ জন। ১৩ অক্টোবর ৬৯ জন।

১১ অক্টোবর ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে এ মাসের শেষের দিকে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল আগাখান গোল্ডকাপ খেলা শুরু হবে। দেশের বাইরে থেকেও কয়েকটি দল আসবে। অর্থাৎ দেশে তেমন কোন অসুবিধা নেই। ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

অনেক ঘটা করে রেডক্রস নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছিল। বলা হচ্ছিল অনেক কিছু। কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের খবর পাওয়া যাবে। খবর পাওয়া যাবে চোরাচালানের, ক্ষমতা অপব্যবহারের, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির। আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল ১৪ অক্টোবরের মধ্যেই প্রকাশিত হবে রেডক্রস সম্পর্কে শ্বেতপত্র। যথাসময়ে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হলো। এটা খবরই পাওয়া গেল স্রেফ বাসস–এর মাধ্যমে। ছুটে গিয়ে কোথাও লিখিত কোন রিপোর্ট পেলাম না। সংশ্লিষ্ট তদন্তকারীরা বললেন আছে, প্রিন্ট করে মার্কেটে ছাড়া হবে। টানাটানি করার এক পর্যায়ে নিশ্চিত হলাম আসলে তদন্তে কিছুই পাওয়া যায়নি, যা তারা আশা করেছিল অথবা তদন্ত শেষ করতে পারেনি। অথচ রেডক্রসের কাগজপত্র একটাও উধাও হয়নি একাত্তরের দলিলপত্রের মত আগেই আমরা জেনে নিয়েছিলাম। বাসস শুধু খবর দিলো, শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়েছে, যথাসময়ে অডিট শেষ হয়নি। তদন্ত পুরোদমে চলেছে।

১৫ অক্টোবর বোধকরি সবচেয়ে বেশী সময় ধরে মন্ত্রিসভার বৈঠক চললো। অভ্যুত্থানকারী সামরিক অফিসাররা প্রায় পুরো সময়টাই ছিলেন বৈঠকে। মাঝে–মধ্যে তারা উঠলেও এক সাথে সবাই উঠতেন না। কেউ না কেউ থাকতেন।

মন্ত্রি পরিষদে সংসদ সদস্যদের ভেতর দানা বেঁধে ওঠা অসন্তোষের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হলো। বাজারে চালের মূল্য কথাবার্তা হলো। আন্ডার গ্রাউন্ড সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আলাপ হলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো যে প্রেসিডেন্টের কাছে দেশ–বিদেশ থেকে অনুরোধ আসছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার জনগণকে দিতে হবে। মোশতাক নিজেই বললো, যদি নির্ধারিত সময় প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগ দেয়া হয় তবে সে সময়ই তাদের সে সুযোগটা দিতে হবে এবং তাই যদি হয় তবে মূলত আলবদর–রাজাকারই দল গঠন করে ফেলবে। পাবলিক এ পরিস্থিতিতে হয়তো আর তেমন প্রতিবাদ তুলবে না। আর বিগত তিন দশক ধরে উল্লিখিত আলবদর রাজাকার শান্তি কমিটি দালালরাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। সুতরাং এ জন্য যা করা উচিৎ তা হলো রাজনৈতিক মোকাবেলা। এ ছাড়া উপায় নেই। মোশতাক মন্ত্রীদের বুঝিয়ে বললেন, আজ যদি যে (মোশতাক) ক্ষমতায় বুদ্ধি করে না আসতো তাহলে ওরা আরো অনেক সহজে চলে আসতো। মোশতাকের পক্ষেও এ অবস্থা খুব বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সেদিন মন্ত্রী পরিষদে এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পুনরায় শুরু

হতে পারে এ আশংকা প্রকাশ করা হলো। আরো অনেক কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই টিকলো, রাজনৈতিক মোকাবেলা–মাঠে–ময়দানে।

মন্ত্রিপরিষদে আলোচনা হবার আগেই ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাক জাতিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কোন এক সময় বাংলাদেশ থেকে একটি শক্তিশালী বাণিজ্য প্রতিনিধি দল চীন পাঠানো হবে। তবে ইতিমধ্যে চীনের সাথে কি ধরনের ব্যবসা–বাণিজ্য শুরু করা যায় তা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দিনরাত ভাবছে। এর আগে চীন ১০ হাজার মণ পাট কিনবে বলে ঘোষণা করেছিল। ১৫ অক্টোবর ঢাকা থেকে আরো জানানো হলো যে, চীন আরো ১০ হাজার মণ পাট কিনবে। কাঁচা পাট। ইতিমধ্যে সফিনা–ই–ইসলাম চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে গেছে এবং ত্রাণ সামগ্রী আনলোড করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর হয়েছে। লিবিয়ার সাথে নতুন বাণিজ্য তৎপরতা শুরু করার এক দিগন্ত উম্মেচিত হয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশ।

১৬ অক্টোবর বঙ্গভবন গরম। অনেকেই আশংকা করেছিলেন মোশতাক শেষ মুহূর্তে জাতীয় সংসদ সদস্যদের সাথে বৈঠক ভেঙে দেবেন। এ দিকে শেরেবাংলা নগরে এম, পি হোস্টেলে ১৩, ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আবার এম, পিদের আগমনে মুখর হয়ে উঠেছে। ১৫ অক্টোবরের আগেও সংসদ সদস্যরা টুকরো টুকরো এবং বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি সভায় মিলিত হয়েছেন। তারপর ১৫ অক্টোবর রীতিমত সভা এবং খোলাখুলি আলোচনা। সদস্যরা যা সন্দেহ করেছিল বাস্তবে তা হয়নি। যথাসময়ে বঙ্গভবনে বৈঠক বসলো। বলাই বাহুল্য, বৈঠকে অভ্যুত্থানকারী দল পূর্ণাঙ্গ ছিলেন। বৈঠক হয় ৭ ঘন্টা ধরে, মোশতাক দীর্ঘ বক্তৃতায় এই অল্প সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতটা সার্থক হয়েছেন তার ফিরিস্তি দিলেন। শান্তি–শৃংখলা আইনের শাসন কত মসৃণভাবে আরোপিত হয়েছে বুঝিয়ে বললেন।

সবচেয়ে চাঙ্গা হয়েছে মন্দা বাজার, ঝপাৎ করে দাম কমে গেছে সব কিছুর। চালে মূল্য নামছেই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে।

এমন একটি বিষয় নেই যেখানে এই সরকার কৃতকার্য নয়। নতুন বাণিজ্যনীতি তৈরী হচ্ছে। অফিস আদালত থেকে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা হয়েছে। দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের শাস্তির বিধান হয়েছে।

সদ্যদের পক্ষ থেকেও দাবী–দাওয়া সুবিধা অসুবিধার কথা বলে বক্তব্য রাখলেন জাতীয় সংসদ সদস্য আতাউর রহমান খান, মীজানুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক, রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার, ময়েজ উদ্দিন আহমেদ, এম কুদ্দুস, বেগম তসলিমা আবেদ, আসমত আলী খান, নূরে আলম সিদ্দিকী, সিরাজুল হক ও মোহাম্মদ মোহসীন। বৈঠকশেষে হুইপ আবদুর রউফ সাংবাদিকদের কাছে বৈঠকের প্রয়োজনীয় আলোচনার বিষয় তুলে ধরেন। সে হুইপ রউফ যতটা তুলে ধরেছিলেন কি ততটাই তাকে বলতে বলা হয়েছিল। আর

যে সময় বৈঠকে বলা হচ্ছিল, বেআইনী অস্ত্রধারীদেরই শুধুমাত্র গ্রেফতার করা হবে আর কাউকে নয়, সে সময়ে ৭১ জনকে সারাদেশে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সংসদ সদস্যরা বুঝে নিয়েছিলেন এ আলোচনার কোন মানে হয় না। কোন ফল ধরবে না। তবুও যতটা টানাটানি করে আদায় করা যায়। এ বিষয়ে দীর্ঘ ফিরিস্তি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। দেখা যাবে ৭ ঘন্টাব্যাপী আলোচনার বিষয়বস্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী বেশ তুচ্ছ।

পরেরদিন ১৭ আগস্ট সমবায় সদনে বসে স্বনির্ভর বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সভা। এর কয়েকদিন আগেও সমবায় সদনে স্বনির্ভরের সভা হয়ে গেছে। সম্মেলনে স্বনির্ভরের সাংগঠনিক তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করেন হুইপ আবদুর রউফ, ডাঃ মেসবাউল হক এমপি, ডাঃ আবুল কাশেম এমপি, রওশনুল হক এমপি, সর্দার মোশারফ হোসেন এমপি, সার্জেন্ট ফজলুল হক এমপি, অধ্যাপক হানিফ এমপি, মোহাম্মদ আশরাফ আলী এমপি, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেক এমপি, আবুল ইসলাম এমপি, জালাল আহমেদ, এমপি, মোহাম্মদ আশরাফ আলী এমপি, অধ্যাপক খোরশেদ আল এমপি।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বনির্ভর বাংলাদেশের সভাপতি রফিকুদ্দিন ভুইঞা এমপি। তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ বৈঠকে স্বনির্ভর বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক রহমত আলী স্বনির্ভরের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। রহমান আলী জানান, ২০ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন জেলায় একই সাথে ৩ দিনব্যাপী কর্মশিবির শুরু হচ্ছে। এই কর্মশিবির থেকেই দক্ষ কর্মিগণ খাদ্যে দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

২ নম্বর বিশেষ সামরিক আদালতে চলছিল সাবেক শিল্পমন্ত্রী এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানি। ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল শুনানি। সামরিক আদালত। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পটুয়াখালীর সাবেক ডিসি বি, বি, বিশ্বাস ও ট্রেজারী অফিসার সি আর দত্ত ট্রেজারী থেকে সোনা তপরুফের দায়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৫ আগস্টের পর পরই। সামরিক আদালতে এদেরও বিচার শুরু হয়েছিল একই সময়ে। বি বি বিশ্বাসকে আমি চিনতাম। আওয়ামী লীগ প্রশাসনের সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এই সন্দেহের কোপানলে পড়েই বেচারা বিপর্যস্ত হলেন।

যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন সিলেট পৌরসভার তরুণ চেয়ারম্যান বদরুল হোসেন বাবুল। তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল পৌরসভার তহবিল তসরুফের দায়ে। শুনেছি বাবুলকে গ্রেফতার করলে সিলেট শহরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ ধরনের সন্দেহ ছিল স্থানীয় পুলিশের। যা হোক তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ একটা বিরাট কাজ করে ফেলেছে, পত্রিকার ভাষায় এমনটা বোঝানো হয়েছে। ১৮ অক্টোবর তারিখটি মোশতাকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা তাঁর নিজেরই বক্তব্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলো। অনেকেই হা হা করে ওঠে, কেউ কেউ বললো মোশতাক আগুনের দরোজাটা খুলে দিলেন নিজের হাতে। ভাইস

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে আসার কথা ছিল। সেই ১৫ আগস্টই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। হলগুলো খালি করে দিতে হলো অনতিবিলম্বে। ছাত্রলীগের মোটামুটি পরিচিত কর্মী নেতারা তো আগেই গা ঢাকা দিয়েছিল। প্রথম দিন তেমন ছাত্রছাত্রী আসেনি। আমি দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনশূন্য খাঁ খাঁ দেখেছি। একজন ছাত্রলীগ কর্মীর সাথে দেখা। বললেন, আমরা জানিনা আমরা কি করবো। নেতারা কে কোথায় আছেন তাও জানিনা, তবে বিশ্ববিদ্যালয় যখন খুলেছে তখন নিশ্চয়ই বসে থাকবো না। আমি নিজে থেকে যা করতে চাই তাহলো আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মতিন চৌধুরী স্যারের পুনর্বহালের দাবীতে ক্যাম্পাসের মধ্যে মিছিল করবো, শ্লোগান দেবো।

জিজ্ঞেস করলাম, স্যারের সাথে দেখা হয়েছে?

বললেন, না। তাঁর সাথে আলোচনার প্রয়োজন নেই। আলোচনা করতে গেলে স্যার ক্ষেপে যাবেন।

যদি তাঁর এতে বরং ক্ষতি হয়?

আমরা মিছিল সভা না করলেও হবে। স্যারকে ওরা শান্তিতে থাকতে দেবে না। কেননা স্যার হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি তো বঙ্গবন্ধুরও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে তারাই হত্যা করেছে যারা স্বাধীনতার শত্রু।

বিএ সিদ্দিকী ভদ্রলোক রেডক্রসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েই যে কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাহলো গাজী গোলাম মোস্তফা চেয়ারম্যান থাকাকালীন যে মহা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন তার প্রমাণ। গুজবে যে দুর্নীতির গল্পআছে তার একশ' ভাগের দশভাগ প্রমাণ হলেও তার একহাজার বছর জেল হয়ে যেতে পারে। বি এ সিদ্দিকী সেই কথাই বলে বেড়াতেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তার অন্যান্য কাজও আছে। বি এ সিদ্দিকী বলেছিলেন সারাদেশে আওয়ামী লীগের টাউটদের রেডক্রসের মত একটা মহান সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়ে অবাধ দুর্নীতির রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। শতকরা ৯০ ভাগই তাদের পেটে গেছে। শুধু প্রমাণের অপেক্ষা। তার ধারণা ছিল দু'চার দিনের মধ্যেই সব কিছু আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। কিন্তু তদন্ত কমিটি অডিট টিম বসিয়েও কিছু হচ্ছে না। একবার সবাইকে ডেকে তিনি বলে দিয়েছেন যে, সাবেক রেডক্রস কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে দেশের জনগণ ধিক্কার দেবে। অনাস্থা আনবে। সম্মান থাকবে না। খুব ধমকে ভয় দেখানো হয়েছিল কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। নতুন লোকও লাগানো হচ্ছিল। কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। অতঃপর মরীয়া হয়ে বি এ সিদ্দিকী লীগ অব রেডক্রস সোসাইটির কাছে আবেদন করলেন এ যাবৎ বাংলাদেশে যত সাহায্য পাঠানো হয়েছে তার খতিয়ান দেয়ার জন্য। সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল হেনরিক বীয়ার উত্তরে জানিয়েছেন, এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে প্রথম থেকেই লীগ ও রেডক্রস সোসাইটির দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা ওখানে আছেন। ত্রাণসামগ্রী বিদেশ

থেকে গ্রহণ এবং বিতরণের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তারা তদারক করে থাকেন। সেই থেকে বি এ সিদ্দিকী যা ইচ্ছে তাই বলা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলেন।

১৯ অক্টোবর মোশতাক পরিকল্পনা কমিশনের নয়া ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিলেন জেড হককে। নতুন সদস্য নিলেন এ কে এম আহসান, এফ এম আল হোসাইনী, আবুল খায়ের ও জি এম চৌধুরীকে।

এদিকে গত ১৭ অক্টোবর রংপুর ও খুলনার জাতীয় সংসদ সদস্যদের সাথে ভিন্নভাবে বসেছেন। ১৯ অক্টোবর বসলেন যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট ও বরিশালের সদস্যদের সাথে। ১৯ অক্টোবর টাঙ্গাইল, ফরিদপুর ও নোয়াখালীর সদস্যদের সাথে। মোশতাকের একটাই বক্তব্য, যদি নিজেদের ভাল চাও, আবার সংসদ সদস্য হতে চাও, শান্তিতে ক্ষমতায় থাকতে চাও, যদি আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব চাও তবে আমাকে সমর্থন করো।

এ সময় অস্ত্র উদ্ধারের নামে সারাদেশে গ্রেফতার হয় ৯৩ জন।

পরিকল্পনা কমিশন নতুনভাবে মেদাক্রান্ত হবার সাথে সাথেই এলান জারি হলো ওয়েজ আর্নার স্কীমে আমদানি পণ্যের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে।

২১ আক্টোবরের মধ্যে ১৯ টি জেলায় সামরিক আদালত গঠিত হয়ে গেল। জাতীয় সংসদ সদস্যরা একটু অবাক হলেন বৈকি। মোশতাক বলেছিলেন, বর্তমানে নামেমাত্র সামরিক শাসন চলছে। সামরিক শাসক আইউব খানের আমলে আমরা দেখেছি, কি যাতনা সহ্য করেছি। সে ক্ষেত্রে আমার সামরিক আমল অত্যন্ত নরম। ভয় পাবার মত এতে কিছুই নেই। জেলায় জেলায় সামরিক আদালত গঠনে সকলেই একটু হকচকিয়ে গেল বৈকি। অথচ অনেক আগে থেকেই সামরিক আদালত স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল।

অস্ত্র আইনে ৮১ জন গ্রেফতার হলো সারাদেশে।

৩৩ সদস্যবিশিষ্ট হজযাত্রীদের নাম ঘোষণা করা হলো। মোশতাককে সমর্থন না করলে এদের যেতে হতো জেলে। জেলের বদলে সামান্য উচ্চারণ 'সমর্থন'–এর জন্য যাচ্ছেন মক্কা হজ করার জন্য। হজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে এলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। উপনেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। সদস্যগণ হচ্ছেন আবদুল আজিজ খন্দকার এমপি, অধ্যক্ষ হুমায়ুন খালেদ এমপি, আবদুল লতিফ, দেলোয়ার হোসেন এমপি, কফিলুদ্দিন মাহমুদ অর্থসচিব, শাহাদৎ হোসেন খান সচিব ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শামসুল হুদা প্রধান তথ্য কর্মকর্তা প্রমুখ।

দিল্লীতে বাংলাদেশ পাট প্রতিনিধিদল যখন যাত্রা করেছে তখন লিবিয়া সরকারের বিশেষ আগ্রহে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল লিবিয়ার পথে রওয়ানা দিয়ে দিয়েছেন।

সংসদ সদস্যদের নিয়ে মোশতাক যে একটু সমস্যায় পড়েছিলেন তা প্রায় কাটিয়ে উঠলেন ভিন্নভাবে এক একটি জেলার সদস্যদের সাথে আলোচনা করে। বঙ্গভবনের অস্বস্তিকর ভাবটা কাটছিল এইভাবে। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন

আদমজী মিলে পূর্ণ ধর্মঘট হয়ে গেল হঠাৎ করেই। আদমজী শ্রমিকরা এতটা সাহস করবে মোশতাক কেন অভ্যুত্থানকারীরা কেউই ভাবতে পারেনি।

দারুণ ব্যবস্থা নেয়া হলো অনাচার দমনে। আদমজীর শক্তিশালী শ্রমিক লীগনেতা সাইদুল হক সাদুকে গ্রেফতার করে মামলা ঝুলিয়ে দেয়া হলো যে, সে আদমজী জুট মিলস্-এ শ্রমিক ইউনিয়নের তহবিল তসরুপ করেছে।

শ্রমিকনেতা গ্রেফতার করে যেমন স্বস্থি ফিরে এসেছে তেমনি বঙ্গভবনের প্রশান্তির আবেশ নেমেছে যখন ২৩ অক্টোবর বিকেলের মধ্যে সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অনেক বাকবিতন্ডা সমালোচনাসহ ফ্যাসাদ অতিক্রম করে পুনরুজ্জীবিত হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের পুলিশ বাহিনীতে নেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়া হলো। পুণর্বাসনের নতুন নতুন মুলো সামনে ঝোলানো হলো।

২৪ অক্টোবর তারিখটাও বঙ্গবভন আশ্রিত মোশতাকের জন্য ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিন। মোশতাক পরে বলেছেন সব দিনই ছিল অত্যন্ত ব্যস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন। দৈনিক আমাকে হাতে-কলমে কাজ করতে হতো ১৮ ঘন্টা। দু'একঘন্টা পায়চারিও করতে হতো। তবে ২৪ অক্টোবর অবশ্যই গুরত্বিপূর্ণ। ঐ দিন সকালে মোশতাক বঙ্গবভনে জুমার নামাজ আদায় করে বঙ্গভবনের জাতীয় পতাকার পাশে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব পাতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল অনাড়ম্বর। সাথে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল্লাহ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও জেনারেল ওসমানী। আর ছিলেন অভ্যুত্থানকারীগণ এবং বঙ্গভবনের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ।

কামরুজ্জামান ও খোরশেদ আলমের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিগণ দেখা করেন মোশতাকের সাথে ২৫ আক্টোবর। সম্ভবত এর দুদিন আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচী প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর শামসুল হক। কমিটিতে ছিলেন ৩৫ জন সদস্য। এদিকে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (২৪ অক্টোবর) বলা হয়েছিল ১৯৮৩-এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানো হবে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল এতে। শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধির সাথে মোশতাকের এসবই আলোচনা হচ্ছিল। কামরুজ্জামানের সাক্ষাৎটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে আবদুল্লার মত তারও গ্রেফতারের আশংকা করছিলাম। তিনি বাকশালের জাতীয় কমিটির একজন ছিলেন।

প্রায় সব কাজেই মোশতাক উৎরে যাচ্ছিলেন। কোথাও কোন ঝামেলায় আটকাতে হচ্ছে না তাকে। মোশতাক নিশ্চয়ই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নজর রাখছিলেন বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের উপর। সবগুলো বাহ্যত নিষ্ক্রিয় হলেও ভেতরে ভেতরে যে কার্যক্রম চলছিলো না তা নয়। মোশতাকের শুধু একটাই অসুবিধা ছিল তাহলো বিশ্বাস করা। কেবলমাত্র অভ্যুত্থানকারী তরুণ সেনা অফিসারগণকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন তা ছাড়া আছেন কয়েকজন তরুণ আধামন্ত্রী। এছাড়া আর যারা তাকে সমর্থনের ভাব দেখোচ্ছে তারা প্রায়

সকলেই তা করছে ভয়ে। সমর্থনকারীদের অবশ্য আদর্শ বলতে কিছু নেই। সব কাজের পর তিনি বসতেন তার একান্ত বন্ধু আপনজনদের সাথে। প্রয়োজন ছাড়া সেখানে জেনারেল ওসমানীরও স্থান ছিল না।

২৬ মার্চ বঙ্গবভনে এলে বিভাগীয় কমিশনার ও তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তগণ, পুলিশ প্রধান ও তার দলবল। মোশতাক অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে ১৫ আগস্টের পর পুলিশের সঠিক ভূমিকা পালনের জন্য শুকরিয়া আদায় করেন। সরকারী কর্মচারীরা সাড়ে তিন বছর যে বন্দীদশার মধ্যে অসহ্যকর বিড়ম্বনায় কাটছিলে তা বোঝা গেল যখন দেখা গেল ১৫ আগস্টের পর তারা মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে দেশের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। দেশকে কলুষমুক্ত করার জন্য তাদের ভূমিকা চালিয়ে যাবার আজ্ঞা দিলেন। কঠোর হতে বললেন। সকলে বুঝে বুঝে ফিরে গেলেন বঙ্গভবন ছাড়া আর কোথাও কোন আদেশের কাষ্ঠ নেই। আরো বুঝলেন সরকারী অফিসে পুলিশ বাহিনীতে যে সকল লোক এখানো সাড়ে তিন বছরের কলংক নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে তাদের পথ ভেঙ্গে দিতে হবে।

মার্শাল 'ল কোর্টের রায়ে পটুয়াখালীর সাবেক ডিসি বি বি বিশ্বাস ও ট্রেজারী অফিসার ধরের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলো।

সালনায় পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো স্বনির্ভর কর্মশিবির।

মোশতাক মহাখুশি। বরিশালে চালের দাম কয়েকদিন আগে ৯০ টাকায় নেমেছিল। ২৬ অক্টোবরের মধ্যে নোয়াখালীতে চালের মণ ৬০ টাকা এবং হবিগঞ্জে ৭০ টাকায় নেমে এসেছে।

২৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং সড়কের বাসভবনে যেসব দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা করা হলো সরকারী হ্যান্ডআউটে তা প্রকাশিত হলো। ঢাকা রেডিও বারকয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তথ্যটি প্রচার করতে থাকলো। হ্যান্ডআউটের কপি সন্ধ্যা নাগাদ পত্রিকা অফিসগুলোতে চলে এলো। যা যা পাওয়া গেছে তার আনুমানিক মূল্য ধরা হয়েছে ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ৬২১টি রয়েছে অচল ১০০ টাকার নোট। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র (বিবরণ দেয়া হয়নি) দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ২২টি একাউন্টে জমা ২ লাখ ৯৮ হাজার টাকা। যথারীতি একাউন্ট সীজ করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রা ৮ হাজার ৯শ' । ৯ হাজার টাকা মূল্যের স্টার্লিং পাউন্ড। নগদ টাকা ৯৪ হাজার ৪ শ' ৬১। হীরা মুক্তা ও স্বর্ণালংকার।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের মালামালের তল্লাশি চলছিল ১৬ আগস্ট থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত। ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সামরিক অফিসার এবং একজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকার হিসাবটি এতোদিন চেপে রাখা হয়েছিল কেন? ২৮ আগস্টই তো ঘটা করে প্রকাশ করা যেতো। আমি চেষ্টা চালালাম হ্যান্ডআউটটি প্রকাশে এতো বিলম্ব হলো কেনে? অনেকের কাছেই গেলাম প্রশ্ন নিয়ে। মতামত চাইলাম কয়েকজনের কাছে। শেষে একজন বললেন, সঠিক জানিনা তবে বোধকরি

হ্যান্ডআউটেই উত্তরটি রয়েছে। হ্যান্ডআউটের এক জায়গায় বলা হয়েছে, দেশে বিদেশে অন্যান্য সম্পত্তির হিসাব নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আগস্টের বাকি কটা দিন সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসটি পুরো খরচ করা হয়েছে বিদেশের সম্পত্তি (!) হিসাবের জন্যে। পাওয়া যায়নি। রেডক্রসের হিসাবের মতোই হলো ব্যাপারটি। তবে অনেকেই হ্যান্ডআউটে প্রদত্ত হিসাবের ব্যাপারে সঙ্গত সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এ পর্যায়েও মোশতাক তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

॥১০ ॥

নভেম্বর মাস এসে গেলো। কনকনে শীত কখনো। কখনো শীত কোথায় উবে যায়। মোশতাক সকল ক্ষেত্রেই একজন সাকসেসফুল প্রেসিডেন্ট। এতোবড় একটা ঘটনা ঘটে গেলো অথচ কি অবাক দক্ষতার সাথে তিনি সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। কিন্তু তখন তাঁর পায়ের নিচে যে মাটি নেই সেটা তিনি নিজে না বুঝলেও অনেকেই আঁচ করছিলো। নাকি তিনি নিজেও কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন। মোশতাক নাকি ওসমানীকে বলেছিলেন, কয়েকিদন যাবৎ তাঁর ভাল লাগছে না। কোথাও কোন অসুবিধা হচ্ছে। কোথাও অশুভ কিছু ঘটছে। জিয়ার সাথে যখন জেনারেল ওসমানী প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বংন্দ্বতা করছিলেন তখন আমাকে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এ কথা। ওসমানী বলেছিলেন, আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চিরকালই শ্রদ্ধা করবো। তিনি অত্যন্ত বড় নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ঐ সময় তার এ উক্তি ঢাকার কাগজগুলোতে ছাপা হয়েছিল। এই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই আমরা কথা বলছিলাম। জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন, আমার চোখের সামনে তখন ছিল বাংলাদেশের অস্তিত্ব। হ্যাঁ আমিও চাইছিলাম যা হয়ে গেছে, তারপর আর যেন মর্মান্তিক কিছু না ঘটে। হয়তো ঘটতো ক্যান্টনমেন্টেই।

মোশতাকের মনে অস্বস্তি। একটি কাঁটার মতো অস্বস্তিকর বিষয় অনেক আগে থেকেই তার মনটাকে খোঁচাচ্ছিল তা হলো জাসদ। জাসদের কেউই যেন ধরা দিয়েও ধরা দিচ্ছে না। মোশতাক আসম রব ও মেজর জলিলের চেয়ে ধারালো মনে করতেন সিরাজুল আলম খানকে এবং গণবাহিনী নামক অদৃশ্য সশস্ত্র বাহিনীটাকে, যার সাথে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার জড়িত আছে বলে তিনি জানতেন। জাসদই ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিল সেই জাসদ তাকে সমর্থন করছে না যথাযথ। সন্দেহের বিষয়। বঙ্গভবনের অভ্যুত্থানকারীরা জেনারেলদের বিষয়ও কয়েকটি খবর পেয়েছেন–গভীরভাবে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। জেনারেলদের গতিবিধি অনেকটা সন্দেহজনক। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর হলেও সার্বিক খবর বঙ্গভবন মনে করছে কিছু লুকানো হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্টে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটেছে সেই অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে কিন্তু বঙ্গভবনে খবর এসেছে অনেক পরে। সব কিছু গুছিয়েও খন্দকার মোশতাক নিশ্চিন্ত ছিলেন না সেনানিবাস নিয়ে। অথচ পুরো সেপ্টেম্বরটা কেটেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্যান্টনমেন্ট সামলানোর দায়িত্ব

ছিল জেনারেল ওসমানীর হাতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জেনারেল ওসমানীকেও অক্টোবর থেকে খুব একটা তৎপর মনে হচ্ছে না। আসল দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন অভ্যুত্থানকারীরা। আর মোশতাকের ওপর দায়িত্ব ছিলো পুরো রাজনীতির। মোশতাক তার খাঁচায় অনেক কিছু পুষতে পারলেও জাসদ ছিলো রহস্যজনক। এ নিয়ে বঙ্গভবনে কয়েকদফা আলোচনা হয়েছিলো। কাজ হয়নি তেমন। মোশতাক নিশ্চয়ই হিসাব কষেছিলেন আগে সামলানো দরকার ক্যান্টমেন্টে। তরুণ অফিসাররা কয়েকজন জেনারেলকে নিয়ে গোপনে মিটিং করেছে। একদিকের খবর, আরেকদিকের খবর কয়েকটি মেসে খাবার নিয়ে সাধারণ সিপাহীরা হৈ চৈ করেছে শেষে দাবীদাওয়া সুসংহত করার জন্যে মিটিং পর্যন্ত করেছে।

এদিকে শহরে শুরু হয়েছে রিকশাভাড়া নিয়ে সাধারণ মানুষের এক দুর্ভোগ। আর দুর্ভোগ নিয়ে পথে পথে হৈ চৈ। কয়েকদিন আগে থেকে পৌরসভা রিকশা ভাড়া নির্ধারণ করে দিয়েছিল। রিকশা ড্রাইভাররা তা মানছে না। বলা হয়েছিল সকল অটো রিকশায় মিটার লাগানো হবে। কিন্তু মিটার লাগেনি। ১ নভেম্বর বড় বড় হেডিং–এ ছাপা হলো পাকিস্তান থেকে জাহাজ ইকবাল বক্স বাংলাদেশের জন্যে ত্রাণ সামগ্রীর দ্বিতীয় চালানটি নিয়ে আসছে। এতে আছে ১২৫০০ টন চাল এবং ৫২০ টন কাপড়। এতে তেমন লাভ হয়নি। সাড়া জাগছে না আগের মতো। মোশতাক সমর্থকরা বলছেন, পাবলিক এখন আগাখান গোল্ডকাপের খেলা নিয়ে মশগুল। ৩১ অক্টোবর মোশতাক বঙ্গভবন থেকে পুলিশ বাহিনীকে কড়াভাবে ধমক দিয়েছেন অস্ত্র উদ্ধার করতে। পুলিশও থেমে থাকেনি, এক রাতে সারাদেশ থেকে ২১৩ জনকে পাকড়াও করলো।

বঙ্গভবন গরম। পৃথিবীকে দেখনের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া উচিত হয়নি। কোত্থেকে পিঁপড়ার মতো অসংখ্য ছাত্র বেরিয়ে এসেছে গর্ত থেকে। হলে হলে মিটিং হচ্ছে। জাসদ ছাত্রলীগ চুপ থাকলেও ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন তৎপর হয়ে উঠেছে। খবর এসেছে ওরা মিছিল নিয়ে বেরিয়ে আসবে পথে। ওরা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে যাবে। বঙ্গভবনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বললো, আজ রাতের মধ্যেই ওদের ক্লাস বন্ধ করে দিতে হবে। কেউ বললো, পাবলিকই ওদের পিটিয়ে মারবে। আবার কেউ বলছে ওরা ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরুবে না। একজন বললো, পেছনে আরো বড় শক্তি রয়েছে নইলে সূর্যসেন হলে ওরা মিটিং করে প্রকাশ্য কর্মসূচী দিয়েছে। ১ নভেম্বর দুপুরে বিশ্বদ্যিালয় চত্বরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ছাড়া আর কাউকেই পেলাম না। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, যথাসময়ে দেখা পাওয়া যাবে রাজপথে। তবে কলাভবনের সামনে বঙ্গভবন্ধুর একটা বড় ছবি দেখলাম। রঙ–তুলিতে হাতে আঁকা। বাঁধানো।

দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় আরেকটু বাড়লো। থোকা থোকা মিটিং হচ্ছিলো। অচেনা তরুণ ছাত্ররা বক্তব্য রাখছিল। মূল কথা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের উপর আঘাত এসেছে সূতরাং আবার রক্ত দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

এদিকে বঙ্গভবনে যথারীতি বসেছিল মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক। মোশতাক এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের ছেলেদের সাথে মন্ত্রীদের যোগাযোগ করার আহ্বান জানালেন। এক মন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, ছাত্রদের হাতে তো অস্ত্র নেই, কতদূরে এগুবে ওরা। কিন্তু ক্যান্টনমন্টে সকলের হাতেই অস্ত্র। ওখানে বিশৃংখলা হচ্ছে খবর আছে। ঐ দিকটা আগে সামলন। প্রতি-উত্তরে জানানো হলো ক্যান্টনমেন্ট সমস্যা নয়। ছাত্রদের এই সব মিছিলও সমস্যা নয়- সমস্যা হলো বাংলাদেশের ভাবমূর্তি। এ ক'দিনে প্রতিবাদহীন জাতি যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। জট খোলা যাচ্ছিলো না। সাদা বিভাগের লোকে গিজ গিজ করছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

এ সময়ে ত্রাণমন্ত্রী আবদুল মোমেন ঢাকায় কৃষিনীতি নির্ধারণী পরিষদের মিটিং করছিলেন। এখানে তিনি বৈজ্ঞানিক কৃষিনীতি, খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনে স্বনির্ভর বাংলাদেশকে একটু সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক সাংগঠনিক কাঠামো বলে অভিহিত করেন। 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমেই তিনি গ্রামে গ্রামে নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন।

২ নভেম্বর। বঙ্গভবন থমথমে। কেমন চাপা ফিসফাস। অভ্যুত্থানকারীরা কিছু বলছে না। চরম ব্যস্ত। এখানে ওখানে ছুটাছুটি করছে। যাচ্ছে-আসছে। মোশতাক করছেন পায়চারি। প্রধান সমস্যা এবার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। সমস্যার জট বেঁধেছে ক্যান্টনমেন্টে। তরুণ অফিসার ও কয়েকজন জেনারেল মিলে জেনারেল জিয়ার সাথে বেশ তর্কে মেতেছিলেন। আশংকার বিষয় সেটা নয়, আশংকা সাধারণ জওয়ানদের নিয়ে। জওয়ানরা নিয়ম অনুসারে অনেক কাজই করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। দু'একটা মেসে হৈ চৈও হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের মতো কিছু দাবী দাওয়াও আছে। এটাই বঙ্গভবনকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। তারা যে বঙ্গভবনটাকে অপছন্দ করছে, ছুড়ে ফেলে দিতে চাইছে তেমন কোন প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা তো। ক্যান্টনমেন্টে কিছু একটা ঘটে গেলে মাথা কাটা যাবে বিশ্বের দরবারে। জেনারেল ওসমানী আছেন ক্যান্টনমেন্টেই। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে বিশাল মিছিল বেরুলো দুপুর নাগাদ। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এতোবড় মিছিল হবে। মোশতাককে গদি ছেড়ে নিয়মমাফিক স্পীকার মালেক উকিলের হাতে ক্ষমতা দেযার শ্লোগান দেয়া হয় ঐ মিছিলে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয। এরকম একটা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে অধুনালুপ্ত বিপিআই-এর প্রধান মীজানুর রহমান জাতীয় প্রেসক্লাবে মস্কোতে নব নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুল হককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান চলছিলো। পিআইডির সাথে যোগাযোগ হলো সন্ধ্যা নাগাদ। কিন্তু বঙ্গভবনের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছিলো না কোন অবস্থাতেই। পিআইডি যখন বলছিলো, নাহ্ কোথাও কোন অস্বাভাবিক ঘটনার আভাস তো পেলাম না। স্বাভাবিক। এই যে সারাদেশে অস্ত্র আইনে ৯৭ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

সংবাদে রাত ৯টার দিকে একটা অস্বাভাবিক টেলিফোন এলো। সন্তোষ দা তখন ব্যস্ত। আমার হাতে ঠেলে দিলেন। টেলিফোনের ওপাশ থেকে বললো এখনো বসে আছেন! মিন্টু রোডে তো অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। হৈ চৈ গুলি ফুটছে। দু'তিনজন মন্ত্রীর লাশ পড়ে গেছে। বসে আছেন। কিছু বলার আগেই টেলিফোনটা ঝপাৎ করে রেখে দিল। সন্তোষ দাকে সবিস্তারে বললাম। সন্তোষ দা কোন কথাই বলরেন না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন কতক্ষণ। কি যেন ভাবলেন। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ছুটে যান। মন্ত্রীপাড়ায় যান। কোথাও একটা কিছু ঘটবে নিশ্চয়ই। অথবা ঘটে গেছে। এ সময় বাইরেই থাকুন। তবে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখাবেন অবশ্যই।

মন্ত্রীপাড়া ঠাণ্ডা। নীরব, নিথর।

অবাক হয়ে গেলাম। একটা কিছু ঘটলে তো বোঝা যেতো। ইন্টারকনে ঢুকলাম। ওখানে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আশপাশে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কিনা।

একজন জানালেন, অন্যান্য দিনের মতোই আজো কয়েকটা লরি গেছে মিলিটারী বোঝাই। কিন্তু এটা তো অস্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক। প্রায়ই যায়। ইন্টারকন থেকে কযেকটি স্থানে টেলিফোন করলাম। কেউ ধরছে না। বঙ্গভবনের পিএবিএক্সও এনগেজড।

রাত সাড়ে ১০টায় সংবাদে ফিরে এলাম। সংবাদে এসে জানলাম, মন্ত্রীরা বঙ্গভবনে মিটিং করছেন। সব ঠিকঠাক।

মালিবাগে এক পরিচিত বাসায় টেলিফোন করলাম। রাতে তার ওখানে আসছি, থাকবো। ওপাশ থেকে বললো, চলে এসো। কথা হবে চুটিয়ে। অনেক কথা জমা পড়েছে। এই ফাঁকে একটা নতুন এবং চমকপ্রদ খবর দেই– নট সো ইম্পর্টেন্ট, অবশ্য আরো কয়েকবার ঘটেছে। আমার শ্যালিকা তার এক বাচ্চা নিয়ে এসে আচমকা সন্ধ্যায় ঘরে উঠেছে।

থাকে কোথায় জানো?

ক্যান্টনমেন্টে। আমার ভায়রা আর্মি অফিসার জানো না?

অর্থাৎ ক্যান্টনমেন্টে কিছু হতে যাচ্ছে।

॥ ১১ ॥

ঘুমোতে গেলাম রাত আড়াইটায়। সকাল সাতটায় ধরমরিয়ে উঠতে হলো ভাবীর ধাক্কায়।

ঢাকার আকাশে মিগ উড়ছে।

তা তো প্রায়ই ওড়ে।

সে ওড়া নয়।

কেন ওড়া দেখতে ছাদে উঠতে হলো। একটা মিগ গুলিস্তান এলাকা ঘিরে উড়ছে। মাঝেমধ্যে এদিক সেদিকে যায় আবার ফিরে আসে। রেডিওতে কেবল গানই বাজছে। চা খেতে খেতে শুধু গানই শুনতে লাগলাম। কোন এলান নয়।

কোন অনুষ্ঠানের কথাও নয়, ফিল্মের গানও বাজছে দু'একটা। তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলাম। রিকশা গাড়ি চলোছে। তবে সকলেরই চোখে-মুখে একটা তটস্ত ভাব। বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না যে, পাল্টা ক্যু সম্পন্ন। তখনো আকাশে মিগ উড়ছে। অনুমান করা গেল মাঝেমধ্যে মিগটা গোত্তা খাচ্ছে বঙ্গভবনের ওপর। রিকশায় চলে গেলাম পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে। যাই ঘটুক ওখানে গেলেই বোঝা যাবে। বেতার ভবনের সামনেই দেখা গেল প্রচুর মিলিটারী। কন্ট্রোল রুমের সামনে ভেতরেও মিলিটারী। এ সময়ে ওখানে প্রবেশ দুঃসাধ্য বোঝা গেল।

পাশেই রেসকোর্সে কন্ট্রোল রুম লাগোয়া স্থানে এতদিন একটা নিশ্চল ট্যাংক দেখে আসছিলাম। একক্ষণে সেটা সচল। ঘর ঘর আওয়াজ হচ্ছে। ধোঁয়াও বেরুচ্ছে।

রিকশা নিয়ে বঙ্গভবনের দিকে আসতে শুরু করলাম- এমন কোথাও বসতে হবে যেখানে বসে খবরাখবর পাওয়া যাবে। হঠাৎ মনে পড়লো সমবায় সদনের কথা। স্বনির্ভর চাঙ্গা হয়ে ওঠার পর ওখানে মার্কেটিং সোসাইটি দপ্তরে মাঝেমধ্যে আড্ডা বসে। রিকশা ঘুরিয়ে চলে এলাম সমবায় সদনে।

মার্কেটিং সোসাইটি। ওখানে দু'তিনজন পরিচিতের সাথে রহমত আলীকেও দেখা গেল। বোঝা গেল তিনিও কিছু জানেন না। উল্টো আমাকে পেয়ে আরো খুশি। ভেবেছিলেন, সাংবাদিকতো খবরের ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। রহমত আলী চেষ্টা করছিলেন টেলিফোনে খবর সংগ্রহ করতে। ওখানে যারা ছিলেন তারা সবাই বেশ উৎফুল্ল। কিন্তু এমন একটা অবস্থা যে কোথাও থেকে অতিরিক্ত খবর পাওয়া যাচ্ছিল না, যা দেখছি শুধু তাই। রহমত আলী চেষ্টা করছিলেন বঙ্গভবন ধরতে। বঙ্গভবন সংশ্লিষ্ট কাউকে ধরতে। এখানে উল্লেখ করতে হয়। রহমত আলীকে অক্টোবরের শেষের দিকে চাষী আলম তেমন পাত্তা দিচ্ছিলেনা না সন্দেহ করতে শুরু করে। চাষী আলম মোশতাকের কাছে অনুযোগ করে যে, রহমত আলী উল্টো মোশতাক বিরোধী জোট গঠনের সুযোগ নিচ্ছে, মোশতাকের ঘরে আশ্রয় নিয়ে।

আমি সমবায় সদন থেকে নেমে এলাম পথে। পুরানা পল্টনের বাসস। পরিচিত কেউ যদি থাকেন। দুলালকে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। হামিদ তো বঙ্গভবনেই। কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের সামনে রিকশা থেকে নামলাম। ভাড়া মেটাতে পারিনি- হঠাৎ কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন জেলখানার কিলিংটা কি গুজব?

জেলখানার কিলিং!

এই মাত্র শুনলাম জেলাখানার ভেতরে ঢুকে কাল রাতে ওরা তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান মুনসুর আলীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

আমি 'থ' হয়ে রইলাম। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

গুজব! এ ধরনের গুজব কেন? তাহলে যারা আজ ক্যু করেছে তারা কারা?

বাসস–এ এসে পরিষ্কার হলো সব কিছু। ক্যু করেছেন খালেদ মোশারফ। সাথে আছেন শাফায়েত জামিল। জেলখানার হত্যাকান্ডটি সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। দেরী করলাম না। ছুটলাম জেলখানার দিকে। নাজিমুদ্দিন রোডে অগণিত পুলিশ। ঘুরে গেলাম চক বাজারের ওদিক থেকে। একই অবস্থা। চারদিক থেকেই পুলিশ পাহারা। সহজেই বোঝা গেল জেলখানার ভেতর একটা কিছু ঘটে গেছে। কাজী আলাউদ্দিন রোডের পশু হাপাতালের পেছনে একজন জেল কর্মচারির বাসা ছিল। ছুটলাম তার কাছে। ভাগ্য ভাল, বাসায় পেলাম তাকে। এই মাত্র জেলখানা থেকেই এসেছেন তিনি। লাশ তিনি দেখেননি। ভেতরে যাবার অধিকার তার নেই। তবুও তিনি নিশ্চিত হয়ে এসেছেন যে, ঐ চার নেতাকে জেলখানার ভেতরে তাদের সেলের মধ্যেই হত্যা করা হয়েছে, জেলখানায়ই শুনে এসেছেন যে, কালো পোশাকে দু'গাড়ি মিলিটারী এসে জেলখানায় ঢুকে এ কাজ করে গেছে। এই অস্বাভাবিক বর্বর ঘটনায় অনেক জেল কর্মচারীও মানসিক ভাবে দারুণ বিপর্যস্ত। ওখান থেকে সংবাদে এলাম। দারোয়ান আছে শুধু, আর কেউই আসেনি। তখন প্রায় বেলা ১২টা।

আমি আর চলতে পারছিলাম না। কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। একদিকে জেলখানায় এই হত্যাকান্ড, অন্যদিকে রেডিও কিছুই বলছে না, শুধু গান। সমগ্র জাতি জানছে না কোথায় কি হচ্ছে, কি মর্মান্তিক কান্ড ঘটে গেছে বাংলাদেশে। একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের জন্য কিছু খাচ্ছিলাম, তখনই কে একজন বললেন, বঙ্গভবনের সামনে দু'দল মিলিটারীতে যুদ্ধ হচ্ছে।

অন্য কোন সময় হলে ভাবতে পারতাম যে, এমনটা হতে পারে না। গুলির শব্দও পাচ্ছি না। রাস্তায় অতংক নেই। কিন্তু কেন জানিনা মনে হলো হতে পারে। দুপুরের খাওয়া হলো না, ছুটলাম বঙ্গভবনের দিকে। গুলিস্তানের সামনে এসে মনে হলো বঙ্গভবন নিথর হয়ে গেছে, ওখানে কিছুই হচ্ছে না। গুলিস্তান হলে উঠলাম। আলমগীরকে পাওয়া গেল না। গুলিস্তানের একজন সাধারণ কর্মচারী বললেন, মেজর জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়েছে। কাল রাতেই এটা ঘটেছে। সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তার বাড়ী কচুক্ষেত। ক্যান্টনমেন্টের সবাই এ কথা জানে।

কিন্তু মোশতাকের খবর কি? বঙ্গভবনের খবর কি? দুপুরের পর রাস্তায় চলাফেরা আরেকটু বাড়লো মনে হচ্ছে। জেট বিমানটা আর দেখা যাচ্ছে না আকাশে। পথে–ঘাটে সর্বত্র ট্রানজিষ্টর বাজছে কিন্তু তাতে কেবল গানই হচ্ছে। কোথাও কোন খবর নেই। গুজবও যে খুব একটা আছে তাও নয়।

৩ নভেম্বর বিকেল পর্যন্ত কয়েকটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, মোশতাক বিপদে আছেন–তার গদি টলছে অথবা পড়ে গেছে। অভ্যুত্থানকারীদের অবস্থাও নিশ্চয়ই ভাল নয়। জেলখানায় ৪ নেতা এখন জমাট রক্তে নিষ্প্রাণ। ক্যান্টনমেন্টে জিয়া হয়তো বন্দী না হয় নিহত। খালেদ মোশারফ শাফায়েত জামিল এবং বেশ সংখ্যক তরুণ আর্মি অফিসার তৎপর। রেডিও থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখন

পর্যন্ত তেমন কিছুই গোছগাছ হয়নি। ঢাকা ছাড়া অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা বা প্রতিক্রিয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

সন্ধ্যায় মন্ত্রীপাড়া নিঃঝুম। একজন মন্ত্রীও বাসায় নেই। কোথায় তারা? একজন পরিচিত মন্ত্রীর পি এ কে পাওয়া গেল–ধরলাম তাকে। বেচারা বোধকরি মন্ত্রীর ভবন থেকে সরে যাচ্ছিলেন। পি এ সাহেবও আমার আগের পরিচিত। বললাম চলুন কোথায় যাবেন। ভদ্রলোক বললেন, আমার তাড়া আছে। আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে স্যুটকেস নিয়ে চলে এলাম ইন্টারকনের বারে।

গতকাল অর্থাৎ ২ নভেম্বর বঙ্গভবনে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। মোশতাক মন্ত্রীদের কাছে গোপন করে গেলেও অনেক মন্ত্রীই জানতেন ক্যান্টনমেন্ট উত্তপ্ত, জেনারেল ওসমানী কিছুই করতে পারছেন না। বঙ্গভবনে অবস্থানকারী ক্যুদেতারাই মূলত ক্যান্টনমেন্ট চালাচ্ছে এবং সাধারণ রাজনীতিতেও তারা প্রভাব রাখছে। ক্যান্টনমেন্টের তরুণ অফিসাররা যেমন ক্ষুব্ধ তেমনি ক্ষুব্ধ জেনারেলরাও। এমনকি সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানও। অবশ্য ক্যান্টনমেন্টে রটেছিল জিয়া আসলে কোন্ পক্ষে ধরা মুশকিল। ২ নভেম্বর অনেক রাত পর্যন্ত বঙ্গভবনে মিটিং চলছিল। ওসমানী ছিলেন, ফারুক রশিদ এরা তো ছিলেনই। উৎসাহী মন্ত্রীরাও কয়েকজন ছিলেন। ঐ বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত হয় যে, ক্যান্টনমেন্টে একটা রদবদল আশু প্রয়োজন। ৩ নভেম্বর সকালেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে বৈঠক স্থগিত করা হয়। মোশতাক নাকি বলেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সময় পাওয়া যাবে কি না। যাহোক বঙ্গভবন থেকে ওসমানী খলিল এরা বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই জানা যায় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী কমান্ডার মেজর ইকবাল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত গতিতে বঙ্গভবনের ৩০০ নিরাপত্তা সেনা নিয়ে ক্যান্টমেন্টে চলে গেছে। রশিদ সাথে সাথে বি ডি আর জওয়ানদের তলব করেন। তার আগে জেনারেল জিয়া ও খালেদ মোশারফের এর সাথে যোগাযোগ করেন। সত্যিকার অর্থে কি হতে যাচ্ছে সেটা তারা বুঝতে পারেনি। তখনো। ক্যু জিয়া নিজেই করলো কি না তাও বুঝতে পারেনি। মন্ত্রীরা সকালে কোথাও বেরোয়নি। মন্ত্রীরা সারারাত টেরও পায়নি হচ্ছিল কি! ২ নভেম্বর রাত দশ এগারোটা পর্যন্ত তারা আলোচনা করেছেন সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করা নিয়ে। বাকশাল ভেঙ্গে দেয়া হলেও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন তখনও চলছিল। বাকশাল অনুমোদনকারী সংসদ দ্বারাই আবার সংসদীয় গণতন্ত্র করা উচিত বলে আলোচনা হয়েছিল। মার্শাল ল–এর আইন দ্বারা নয়। এতে ফারুক রশীদ এরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কেননা ১৬ অক্টোবর সংসদ সদস্যদের বৈঠকে যখন খোলামেলা আলোচনার কথা বলা হয়েছে তখন দু'একজন সদস্য খন্দকার মোশতাকের প্রেসিডেন্ট পদে আরোহণ করার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছে। ১৬ অক্টোবরের সেই আলোচনা থেকেই মোশতাক বুঝতে পারে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। ২৬ অক্টোবর তাই বঙ্গভবন থেকে একটা আইন পাস করেন প্রেসিডেন্ট মোশতাক নিজ ক্ষমতাবলে। এতে বঙ্গবন্ধু হত্যার কোন বিচার করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়। এই আইনটার খবর তখন অনেকেই জানতেন না।

যা হোক মন্ত্রীরা সকালে বঙ্গভবনে টেলিফোন করে দেশের অনিশ্চয়তার কথা জানতে পারে। কি করবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না। পি এ জানালেন তার মন্ত্রী একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে তার এক পরিচিত উচ্চ পদস্থ আর্মি অফিসারের সাথে কথা বলে আবার সিদ্ধান্ত নিলেন ঘরেই থাকবেন। যা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই হচ্ছে। খালেদ মোশারফের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা। তিনি কোন্ কিছুই বদলাবেন না। কাউকেই মারবেন ধরবেনও না। শুধু সেনা প্রধান হবেন। ব্যাস। বিকেলের দিকেই মন্ত্রী পি এ-কে জানালেন জেল হত্যার খবর। অবস্থা নাজুক হতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও খোলা। হৈ চৈ বেধে যেতে পারে। সেনাবাহিনী সম্ভবত সিচুয়েশন ট্যাকেল করতে চান না। মন্ত্রীদেরই করা উচি বলে তারা মন্ত্রীদের সামনে ঠেলে দেবেন।

সন্ধ্যার দিকে বঙ্গভবনে মন্ত্রীরা সবাই গেছেন। আমার মন্ত্রীও গেছেন। ভাবীসাহেবা কান্নাকাটি করছেন। এ পর্যন্ত খবর পেয়ে ছুটতে হলো মালীবাগ। বঙ্গভবনে এ মুহূর্তে কি হচ্ছে জানা না গেলেও মোটামুটি একটা স্বচ্ছ ধারণা তিনি দিতে পারবেন। সংবাদ অফিস খুলেছে কিনা তাও জানিনা। মালিবাগে পৌছতে রাত ন'টা বেজে গেল। একটা পানের দোকানের সামনে মানুষের ভিড় কিন্তু হচ্ছে গান। জিজ্ঞেস করে জানলাম, একটু আগে নাকি রেডিও মুখ খুলেছে। বলেছে, অপেক্ষা করতে, প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। সবাই সে জন্য দাঁড়িয়ে াছে। গান হচ্ছে-সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি........

সন্ধ্যা থেকে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলেছে। সাধারণ কর্মচারীরা যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। অল্প সংখ্যকই কাজ করছেন। তাও পালাতে পারলে বাঁচে। এ সময় নাকি দেন দরবার করতে খালেদ মোশারফ শাফায়েত জামিল ও অন্যান্য বিদ্রোহী অফিসারগণ বঙ্গভবনে উপস্থিত হন। কি বলছেন তারা কি চাইছেন খোদাই জানেন। তবে অভ্যুত্থানকারীরাও ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিল দুপুরের দিকে সে খবরও পাওয়া গেছে। প্রথম দিকে দু'একজন মন্ত্রী খোশ দিলেই বেরিয়েছেন কক্ষ থেকে, গাড়ি করে বেরিয়েও গেছেন। কিন্তু পরে কি হলো কে জানে-ঘন্টাখানেক বাদেই সম্মেলন কক্ষে মনে হচ্ছিল ডাকাত পড়েছে। মন্ত্রীরা যে দিক থেকে পেরেছে বেরিয়ে গেছে। কেউ কেউ অন্যের গাড়িতেও গেছে শোনা গেছে। বিদ্রোহী সৈনিকরা চায় মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্টসহ পদত্যাগ করুক। তারা নাকি মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। জেনারেল ওসমানী সকলের হাত পা ধরে অনুনয় বিনয় করে কখনো ধমকে বিদ্রোহীদের ঠান্ডা করেছেন। এখন কি হচ্ছে ওখানে বলা যাচ্ছে না। মোশতাক আছে কি নেই কিছুই বলা যায় না।

গতকাল রাতে যে বাসায় ছিলাম সে বাসাটা কাছেই। হেঁটে হেঁটে ওখানে চলে গেলাম। নিশ্চয়ই নতুন খবর পাওয়া যাবে। বেশ কিছুক্ষণ কলিংবেলে শব্দ তুলে দরজা খোলা হলো।

ব্যাপার কি ঘুমিয়ে ছিলেন নাকি?

গৃহকর্তা বললেন, ঘাপটি মেরে ছিলাম। অবস্থা ভাল নয়। বসো।

বললাম, ঘুমোবো।

তিনি বললেন, আজ রাতেই সব কিছু ফাইনাল হবে। টেলিফোন ও কে, সুতরাং নো ঘুম। আমার মনে হয় একটা সিভিল ওয়ার হবে।

আলামত?

যদ্দূর খবর পেয়েছি একদিকে খালেদ মোশারফ ক্যু করেছেন। গুছাতে পারেননি কিছুই। রেডিও কথা বলছে না। টেলিভিশন সাবিনা রুনা লায়লার গান নিয়ে মত্ত। আরেকদিকে বঙ্গভবন ফিউজ। তালগোল পাকিয়ে একাকার। কোনো সিদ্ধান্তই হচ্ছে না। আরেকদিকে ঘাতকরা ঘাতকের কাজই চালিয়ে যাচ্ছে। আরেক দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে আরো একটা ভিন্ন স্রোত বইছে। সুতরাং আলটিমেটলি সিভিল ওয়ার। মনে রাখবে এখন থেকে যা হবে সব কিছুই হবে পরিকল্পনাবিহীন। ক্যান্টনমেন্টে এখনো মিটিং চলছে।

আপনি যে ভিন্নস্রোতের কথা বললেন– সে সম্পর্কে বলুন।

সে সম্পর্কে বলাটা অত সহজ নয়। স্রোতটা এ মুহূর্তে কি রকম বইছে, কত দ্রুত বইছে কখন স্রোত থেকে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হবে কিছুই বলতে পারি না। তবে এ ক্ষেত্রে বোধকরি এটাই সুযোগ। খালেদ মোশাররফ ব্যস্ত, জেনারেলরা ব্যস্ত–ঘাতকরা তটস্থ–এদিকে ক্যান্টনমেন্টে চলেছে আরেক খেলা আমি কিন্তু অধৈর্য হয়ে পড়ছি।

স্পষ্ট কিছুই জানিনা তবে খবর পাচ্ছিলাম অনেক আগে থেকেই, বাকশাল জন্মের আগে থেকে। জাসদ ক্যান্টনমেন্টে ক্রমেই জায়গা করে নিচ্ছে। গোপনে গোপনে কাজ করছে। এ খবর আনেকে জানতো। সেই তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি কি করে? কিছু দিন আগে মাত্র সপ্তাহখানেক আগে কয়েকটি মেসে কি সব বিশৃংখলা ঘটেছিল, সেখানে তরুণ অফিসাররা গন্ডগোল সামলাতে নিয়েছিল, তাদের রিপোর্ট–সিপাহীরা রাজনৈতিক কথাবার্তা বলছে। তারা বলেছে আর্মির মধ্যে তেমন শ্রেণী বিভেদ থাকা উচিত নয়। এত পদ বৈষম্য থাকা উচিত নয়। এ সব সাধারণ কথা নয়। তোমরা কি মনে করো এটা থেমে গেছে? এ তো উপযুক্ত সময়। চারিদিক বিপর্যস্ত। বিশৃংখল। কখন কি ঘটে যায় কে জানে! ওসমানী সাহেব কি করছেন কে জানে। বুড়ো চারদিক সামলাতে পারবেন কিনা খোদাই জানেন।

আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি তাঁর কথায় তেমন গুরুত্ব দেইনি। জাসদের বেশ কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে খবর নিতে পারতাম। যোগাযোগ করতে পারতাম, করিনি। আমি বরং সে রাতে ভাবছিলাম খালেদ মোশারফের অবস্থানের কথা। খালেদ মোশারফের ভাই রাশেদ মোশারফ সংসদ সদস্য। কৃষক রাজনীতিতে যুক্ত। আওয়ামী লীগে তার অবস্থানও সুদৃঢ়। ৩ নভেম্বরের এই ক্যু সম্পর্কে প্রথম দিকে ঢাকার সাধারণ মানুষ তেমন কিছুই জানতেন না। কিন্তু ক্রমেই গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল প্রো ইন্ডিয়ানরা ক্যু করেছে।

৪ নভেম্বর ঘুম ভাঙলো সকাল সাড়ে ন'টায়। বহুদিন পর একটা মিছিলের শব্দ, জয়বাংলা ধ্বনি। জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেও কিছু দেখতে পেলাম না।

প্রোগ্রামটা আমার জানাই। ছিল আজ সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জমায়েত এবং ৩২ নম্বরের দিকে মৌন মিছিল। বঙ্গবন্ধুর ভবনে গিয়ে মৌন মিছিলকারীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ করবে। এই কর্মসূচী দেয়া হয়েছিল ১ নভেম্বর। গোপনে গোপনে সবাইকে বলা হচ্ছিল। তখন এ ধরনের কর্মসূচী অবশ্যই ছিল ঝুঁকিপূর্ণ।

কিন্তু ৪ নভেম্বর প্রেক্ষাটই ভিন্ন। মিছিলটা জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। মাত্র এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। ১০টার মধ্যে শহীদ মিনারে পৌছালাম। আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার তোজাম্মেল আলীর সাথে ওখানে দেখা। বললেন, আপনি বঙ্গভবনের উপর নজর রাখুন। সন্তোষদা অফিসেই আছেন। দাদা বলে দিয়েছেন। অগত্যা আমি মিছিলে যেতে পারলাম না। ছাত্রলীগের নানককে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর একটা বড় হাতে আঁকা প্রতিকৃতি নিয়ে দাঁড়ানো। নানকের কাছেই ১ নভেম্বর শুনেছিলাম যে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে মিছিলের আয়োজন করছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে চলে আসতে হলো সংবাদ অফিসে। সন্তোষদা বললেন। কোথায় থাকেন? সাংবাদিকতা করলে ঘুম ছাড়েন।

বললাম কি হলো?

চার নেতার লাশ কই?

বললাম, লাশ এখনো জেল খানায়।

আপনি ওদিকে নজর রাখুন। কারা মেরেছে, কখন মেরেছে, কি ভাবে মেরেছে খবর বের করুন। গুজব আছে কাল আওয়ামী লীগ হরতাল কল করতে পারে। জেল হত্যার জন্য হরতাল।

জানি। ধারণা করতে পারি হরতাল করতে খালেদ মোশারফ বাধা দেবেন।

কেন?

খালেদ মোশারফ ক্ষমতায় না এসেও জেনে ফেলেছেন শুধু আওয়ামি লীগের ঘাড়ে ভর করে সব দিক সামলানো যাবে না। এদিকে সারা শহরে গুজব ইন্ডিয়া খালেদ মোশারফের পেছনে। ধারণা করছি তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এ বদনাম থেকে রেহাই পেতে। যদ্দূর জানি তার সেনাপ্রধান পদটিও এখনো ঝুলছে, এটা তিনি মোশতাকের হাত থেকেই নিতে চাচ্ছেন। আরো বুঝি খালেদ সাহেব ক্যান্টনমন্টেটাকেই পুরো গুছিয়ে নামেননি

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি দয়া করে বঙ্গভবন এবং লাশের দিকে নজর রাখুন।

বললাম, আপনাকেও ধন্যবাদ। তবে আমি চাই-পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে কিনা খালেদ মোশারফ-এর বিরুদ্ধে সেদিকেও নজর রাখতে।

সংবাদ থেকে বেরুলাম পথে। টিপু সুলতান রোডের এক চায়ের রেষ্টুরেন্টে চা খেতে খেতে শুনলাম। তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছে ইন্ডিয়ার। সেজন্যই তো মোশতাক ওদের আগেই ফিনিশ করে দিয়েছে। ও তো নিজে যাবেই। তবে কাজের কাজ করে গেছে। বুঝলাম মোনেম খাঁর ছাওয়াল পাওয়াল

এরা। বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে এখন কি খেলা চলছে ভাবতে ভাবতে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে এলাম। ওখান থেকে টিকাটুলি। টিকাটুলি থেকে মুগধা। মুগধা থেকে টেলিফোন করলাম–দাদা, ফারুক রশীদ এরা বাচ্চা–কাচ্চাসহ দেশ ত্যাগ করেছেন।

কতটা সিওর।

বললাম যতটা সিওর হলে আপনাকে জানানো যায়।

মোশতাকের অবস্থা কি?

মোশতাক বেঁচে আছে।

তাহলে ওরা পালালো কেন?

কিছুই বলতে পারি না সঠিক, তবে ধারণা করতে পারি...

খালেদ মোশারফই ওদের যাবার অনুমতি দিয়েছেন। ব্যবস্থা করেছেন।

বললাম, ধারণা করতে পারি।

থ্যাঙ্কু, লাশ?

কিছুই জানিনা!

জেলের ভেতর?

সম্ভবত। টেলিফোনে জেনেছি জেলখানায় পুলিশ গার্ড আছে।

হুঁ। আপনাকে একটা খবর দিচ্ছি। শাহ মোয়াজ্জেম ও তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে কাল রাতে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে

থ্যাঙ্কু।

বিকেলে শহীদ মিনারে জমায়েত। আপনার ওখানে থাকার প্রয়োজন নেই। প্লিজ জেলখানার গেটে থাকুন।

ও. কে।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। বিকেলের দিকে খবর পেলাম মোশতাক ও ওসমানী সম্মত হয়েছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধান করা হবে সন্ধ্যার মধ্যেই। আরেকটি খবর, উড়ে এসে কানে লাগলো যে, বাংলাদেশ টাইমস্–এর নব নিযুক্ত এডিটর এনায়েত উল্লাহ খান খালেদ মোশারফের সাথে দেখা করতে গিয়ে প্রায় আধাঘন্টা সময় ছিলেন।

রাতে রেডিওর খবর হলো হঠাৎ করেই। তখন রাত সাড়ে আটটার মত হবে। আমি রেডিও শুনিনি। রাস্তার লোকজন বলাবলি করছিল। দৌড়ে বাসস'এ গেলাম। ওখানে বিবিসি শোনার জন্য এক দঙ্গল সাংবাদিকের ভিড়। একটা নোট পেলাম। প্রেসিডেন্টের বিশেষ ঘোষণায় বলা হয়েছে সম্প্রতি (সঠিক সময়টাও উল্লেখ করা হয়নি) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চারজন বিশেষ ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে সেলের মধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীরা দেশ ছেড়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। এই নৃশংস হত্যা কিভাবে, কারা সংঘটিত করেছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হয়েছে। সদস্য ৩ জন হলেনঃ

বিচারপতি কে এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী–সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগের বিচারপতি।

বিপারপতি কে, এম, সোবাহান।

বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন।

ঘোষণায় আরো বলা হয়েছে কোন্ পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতকারীদের দেশত্যাগ করতে দেয়া হয়েছে তাও তদন্ত করা হবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে ৪ ব্যক্তি–বিশেষ ব্যক্তি বলা হয়েছে কারুর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোন্ পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতকারীদের দেশ ত্যাগ করতে দেয়া হয়েছে, না বলে কি করে তারা দেশ ত্যাগ করলো, কার সহায়তায়? এ কথা বললেও হতো। কিন্তু তা বলা হয়নি।

আরো একটা খবর, তাহলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফকে (বীর উত্তম) পি এস সি'কে ১৯৭৫–এর ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব আর্মি ষ্টাফ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। মেজর জেনারেল এম, জিয়াউর রহমান বীর উত্তম পদত্যাগ করেছেন। এটাও প্রেসিডেন্টের ঘোষণার বরাত দিয়ে বাসস জানায়। সংবাদে ফিরে গিয়ে শুনলাম কড়া সেন্সর যেমন ছিল তেমনি আছে। সংবাদ থেকে আরো কয়েক পর্যায়ে জেল হত্যাকান্ডের খবর নেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল কিন্তু বেসরকারী ভাবে তেমন কিছু খবর বাইরে আসেনি। তবে তখন পর্যন্ত রিসালদার মোসলেমের নাম শোনা যাচ্ছিল। একটা আর্মি জীপে ও জেলগেটে গিয়েছিল। পেছনে আরো গোটা দুয়েক আর্মির গাড়ি থাকতে পারে। ওরা কয়েকজন বন্দী রাজনীতিককে নিয়ে যাবার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে গেট খোলার কথা বলে। ওরা জেল কর্তৃপক্ষের সাথে বঙ্গভবনে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দেয়। মোশতাক নিজেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেল কর্তৃপক্ষকে ঘাতকদের নির্দেশ মানার নির্দেশ দিয়ে দেন। সংবাদ থেকে ছুটলাম আবার জেলখানার গেটে। গেটে নয় নাজিমুদ্দিন রোডের অনেক দূর পর্যন্ত পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে। গেটের ধারে–কাছেও কাউকে যেতে দিচ্ছে না। শুধু জানা গেল লাশ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হবে। তারই আয়োজন। ক'টার সময় লাশ বের করা হবে কেউ বলতে পারে না। রাত দশটায় সংবাদে ফিরে দেখি বঙ্গবন্ধুর তেমন ভাল ছবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় ছবি যাবে। সংবাদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। অবশেষে সন্তোষদার ডয়ারেই পাওয়া গেল একটা ছবি। টেলিফোনে বঙ্গভবনের সাথে যোগাযোগ করা গেল। বঙ্গভবনই বরং পত্রপত্রিকা–গুলোর সাথে যোগাযোগ করছিল খালেদ মোশারফের এর ছবি সহ যেন তার পদোন্নতির খবর যায়। জানতে চাইলাম মোশতাকের অবস্থা কি?

বিশেষ কতগুলো সঙ্গত কারণেই মোশতাককে এখনো কয়েকঘন্টা প্রেসিডেন্ট থাকতে হবে। আরো কয়েকটি অধ্যাদেশ বাকি আছে।

যেমন!

বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েম প্রেসিডেন্ট হবেন। মোশতাক এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আইন অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ প্রয়োজন। মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ যা করছেন আইন অনুসারেই করছেন।

আমরাও স্বীকার করে নিলাম তিনি আইন অনুসারেই করছেন। নইলে মোশতাকের কাছে প্রোমোশন চাইবেন কোন্ দুঃখে।

৫ নভেম্বর। গত রাত প্রায় তিনটা অবধি সংবাদে ছিলাম। ঘুমিয়েছি সংবাদের টেবিলে। সকালে বাসায় গিয়ে গোসল করে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বোধহয় কোন দুঃস্বপ্নেই জেগে উঠেছি। তখন বাজে প্রায় সাড়ে এগারো। লাফিয়ে উঠে বাইরে চলে এলাম দৈনিক পত্রিকাগুলো বগলদাবা করে। কাল অনেক রাত অবদি পোস্টমর্টেম হয়েছে কথা হচ্ছিল শেরে বাংলার মাজারের ওখানেই লাশ দাফন করা হবে। আজ হরতাল হবার কথা ছিল। কিন্তু সব তরফ থেকেই নিষেধ করা হয়েছে। খালেদ মোশারফ আই এস পি আর, পি আই ডি এবং বঙ্গভবনের প্রেস সেকশন থেকে হরতাল না করার জন্য বলেছেন। বলেছেন, তাছাড়া মার্শল 'ল চলেছে। যাতে হরতাল মিছিল শোভাযাত্রা একান্তই নিষিদ্ধ। এরই মধ্যে গতকাল বাদ জোহর বায়তুল মোকাররমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মুনসুর আলী ও কামরুজ্জামানের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেলা সাড়ে ১০ টায় আরমানিটোলা ময়দানে সৈয়দ নজরুল ইসলামের জানাজা হয়। তাজুদ্দিনের (মোহাম্মদপুর) বাসভবন প্রাঙ্গণে, মুনসুর আলীর বাসভবন প্রাঙ্গণে, জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। লাশ অবশ্য গতরাতে ১২টা থেকে ৩ টার মধ্যে মরহুমের আত্মীয়স্বজনের হাতে হস্তান্তর করেছিল। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী ও তাজউদ্দিনের লাশ বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। কেবলমাত্র কামরুজ্জামানকে হেলিকপ্টারে রাজশাহীতে পাঠানো হয়। কিন্তু আমরা জানতাম তার লাশ দাফন হবে জাতীয় গোরস্থানে। যারা এই সার্বভৌম স্বাধীনদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন বহু ত্যাগের বিনিময়ে তারা এই স্থানটি পাওয়ার অধিকার রাখেন না আর যিনি বাংলা ভাষার পরিবর্তে চেয়েছিলেন উর্দ। বাংলাভাষার জন্য যারা পথে নেমেছিলেন তাদের বুকে চালিয়েছিলেন গুলি-সেই নাজিমুদ্দিন ওখানে স্থান পেতে পারে। অবাক কান্ড খালেদ মোশারফের। শেরে বাংলার মাজার থেকে ফিরলাম সংবাদে। সন্তোষদাকে জানালাম যে কয়েকজনকে কবর খুঁড়তে দেখে এসেছি কিন্তু আমি যথাযথ স্থান থেকে জেনে এসেছি যে, ওখানে লাশ দাফনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। এক্ষুণি পুলিশ পাঠিয়ে ওদের কবর খোঁড়া বন্ধ করে দেয়া হবে। সন্তোষদা বললেন, আমারো তাই ধারণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিফোন পেলাম সরকার ওখানে কবর খোঁড়া বন্ধ করে দিয়েছেন। তাছাড়া মরহুমের আত্মীয়স্বজনরাও বিষয়টি নিয়ে কোন জটিলতায় যেতে চান না। আর অশান্তি নয়।

সন্তোষদাকে বললাম, আমার কাছে কিছুই সুবিধের মনে হচ্ছে না। জাসদের একজনের সাথে দেখা হয়েছিল যে গণবাহিনীতে আছে বলে সন্দেহ করি, তেমন কথা বললো না অত্যন্ত ব্যস্ত। চোখে মুখে দুশ্চিন্তার প্রলেপ। বললাম বেরুতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি করছে দেখা দরকার। লাশ দাফন করতে না দেয়ারও

একটা রি-এ্যাকশন তৈরী হয়েছে বলে শুনেছি। নিউজ এডিটর সন্তোষদা একটু ভাবলেন, বললেন, চলুন আমিও যাবো আপনার সাথে।

রিকশা নিলাম একটা।

সূর্যসেন হলের সামনে দশ-পনেরজন ছাত্র বসে আছে। ওদের মধ্যে নানফ একজন। আমাদের দেখেই ওরা হৈ হৈ করে ছুটে এলো। সকলের চোখে-মুখেই দারুণ উৎকণ্ঠা। সবাই জানতে চায় খবর কি?

আমি বললাম খবরের জন্য তো তোমাদের কাছে এসেছি।

ওদের একজন বললো, শহীদ ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। শেখ শহীদ। বললেন এসব মিলিটারীদের ব্যাপার কোন্‌দিকের ঘটনা কোন্‌দিকে যায় ঠিক নেই। আমরা এসব নিয়ে লাফাতে পারি না। তাছাড়া আমি আর পলিটিক্স করবো না বলেই ঠিক করেছি। ওরা গালাগালি করতে করতে নেমে এসেছে।

নানক কানের কাছে এসে বললো, জাসদ ছাত্রলীগের কেউই হলে নেই। ওরা দলে দলে কোথায় উধাও হচ্ছে। ওরা নাকি সেনাবাহিনীর সাথে মিটিং করছে।

সন্তোষদা আর আমি সংবাদে ফিরে রিকশা ভাড়া দিলাম ৫০ টাকা সে আমলে। মুগধাও গিয়েছিলাম। যা খবর সংগ্রহ করা গেল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাসদ আর সেনাবাহিনীর আঁতাত। ইতিমধ্যে মেজর জেনারেল জিয়ার সাথে বাইরের কয়েকজন সাক্ষাৎ করেছে। অথচ তিনি নজরবন্দী তার ঘরে। সংবাদ থেকে গেলাম প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলাম মঞ্জুরের বাসভবনে। তিনিও নজরবন্দী। প্রথম দেখা করতে চাইলেন না। পরে পুলিশকে বললেন, দেখা করতে দেবার জন্য। বসলাম।

বললেন, সেদিন তো আমিও ছিলাম বঙ্গভবনে। ওরা শাহ মোয়াজ্জেম এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে ওখানেই এ্যারেষ্ট করল। একদিন পর আমাকে গৃহবন্দী করা হলো। আমি জানি না কেন?

মঞ্জুর ভাইকে যত কথাই জিজ্ঞেস করলাম তিনি সব কটারই উত্তর দিলেন জানিনা।

আপনি কি মনে করেন খন্দকার মোশতাককে ওরা মেরে ফেলবে?

মনে হয় না। চাইলে প্রথম ধাক্কায়ই তা করতো। করতে পারতো।

মার্কিন দূতাবাসের রিএ্যাকশন কি?

জানিনা।

ওরা কি খালেদ মোশারফ সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন মনে করেন?

আগে সরকার গঠন হোক না তারপর যদি বাঁচি মন্তব্য করবো।

পাল্টা কোন ক্যু হবার আশংকা করেন?

আমি আর কোন আংশকা করি না। তবে যদি হয় আমার ধারণা তা মোশতাকের পক্ষে হবে না। হবে তৃতীয় কোন শক্তির পক্ষে।

কোন্‌ ধারণা থেকে বলছেন?

কোন্‌ ধারণা থেকেই নয়। অংকের কথা বললাম।

ফেরার পথে একটা মজার গুজব শুনলাম। কাদের সিদ্দিকী ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশের দিকে আসছেন। ব্যাপারটা যে নিছক গুজব সেটা সহজেই বুঝতে পারছিলাম। আমার এক সাংবাদিক বন্ধুকে বললাম সে বললো, এই খবরটা যদি আমাদের ৩ দিনের বোবা রেডিও থেকে প্রচার করা যেতো একটা খেলাই হতো। রাতে প্রেসিডেন্টের ঘোষনা ১৯৭৫-এর দ্বিতীয় সংশোধনী জারি হয়। এই ঘোষণায় বলা হয় প্রেসিডেন্ট কোন কারণে তার দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম হলে অথবা পদ ছেড়ে দিতে চাইলে তাকে একজন উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও তার কাছে প্রেসিডেন্ট পদ হস্তান্তরের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

ঐ ঘোষণার সাথেই জারি করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রধান বিচারপতি এ এস এম সায়েমের কাছে প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নতুন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম আগামীকাল বৃহস্পতিবার শপথ নেবেন।

খবর জেনেছিলাম রাত গভীর হবার আগেই মোশতাককে গ্রেফতার করে জেলখানায় নেয়া হবে। তাকে খালেদ হত্যা করবে না।

৬ নভেম্বর। ট্রানজিষ্টার অন করে দেখলাম সেই সব গান। আশা করেছিলাম গতকাল রাতে যখন প্রেসিডেন্টের বিষয়টি সমাধান হয়েছে তখন রেডিওতে একটির পর একটি ঘোষণা জারি হতে থাকবে। আরেকটি খবর, ইতিমধ্যে দেশের সংবিধান স্থগিত করে পার্লামেন্টও ভেঙে দেয়া হয়েছে। পরিপূর্ণ মার্শাল ল' সুতরাং এলান জারি হবার কথা ক্রমাগত। তবুও গান হচ্ছে। কাল থেকে মনটা বিষিয়ে ছিল। কোন অবস্থায় দুষ্কৃতকারীদের পালিয়ে যাবার ঘটনাটি বের করা গেল না। গুজব কিছু পাওয়া গেছে, এয়ারপোর্টে ওরা যখন পালায় তখন খালেদ মোশারফ নিজেও এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। এ রকম অনেক গুজব। মোশতাক ও নাকি ওদের সাথে চলে যাবার জন্যে কাকুতি মিনতি করেছিল। খালেদ দেয়নি।

সংবাদ থেকে জাসদ বন্ধুর কাছে টেলিফোন করলাম। ও তখন ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। বললো এইমাত্র অফিসে এসেছি। সঠিক কিছুই জানিনা। তবে খবর পেয়েছি জাসদ আজ আগাখান গোল্ডকাপের থাইল্যান্ড পেনং এবং ব্রাদার্স ইউনিয়নের খেলা দেখতে যাবে। দল বেঁধে যাচ্ছে।

বন্ধুটির কথার ইঙ্গিত বোঝা গেল।

দুপুরে সংবাদে বসে হিসেব করছিলাম, মোশতাক এখন জেলে। তার ৮১ দিন শেষ হয়েছে। কি করে গেল সে-কি বাকি রেখে গেল। একটা খতিয়ান তৈরী করতে হবে। কে জানে, জেলখানায় যখন হত্যাকান্ড এদেশে রেওয়াজ হয়ে গেছে তখন মোশতাকের ভাগ্যে কি আছে আল্লায়ই জানেন।

বিকেলে স্টেডিয়ামে খেলাশেষে জাসদ লাখ লাখ লিফলেট ছড়ালো জনতার মাঝে। সিপাহী জনতা ভাই ভাই। দর্শক জনগণের মধ্যে এতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। ছুটাছুটিও শুরু হয়। ধাক্কা খেয়ে পূর্ণিমার উল্টোদিকে চলে এলাম। একটা

মিছিলও ধ্বনি দিতে দিতে গুলিস্তানের দিকে চলে গেল। অল্প কয়েকজনের মিছিল। শ্লোগান সজোরে।

মিলিটারী নিয়ে রাজনীতি করছে একটা রাজনৈতিক দল। অবাককান্ড পুলিশ কিংবা কেউ বাধা দিচ্ছে না। নির্বিঘ্নে তারা শ্লোগান দিচ্ছে সিপাহী জওয়ানদের অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে ওদের পিছু নিলাম। গুলিস্তানের মোড়ে এসে ওরা কোন বাধা ছাড়াই নিজেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তবে তখনো রাস্তায় লিফলেট উড়ছিল। হেঁটে হেঁটে আসছিলাম সংবাদে। ভাবছিলাম কি হবে এরপর।

কি হবে?

জাসদ কি এ মিছিল বের করেছে ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীদের সাথে কথা না বলেই! নিশ্চয়ই তাদের সব কাজ সম্পন্ন। মালীবাগের ভদ্রলোকের কাছে সিপাহীদের দাবী দাওয়ার একটা নমুনা পেয়েছিলাম। যদি তাই হয় তাহলে কি ঘটবে। সিপাহীরা কি বেরিয়ে আসবে রাস্তায়। সাম্যতার জন্যই যদি তারা বিদ্রোহ করে তাহলে হয়তো ভয়ংকর কিছু আমাদের দেখতে হবে।

বঙ্গভবনে আছেন খালেদ মোশারফ। কি করছেন তিনি এ মুহূর্তে। সিপাহীরা কি তাকে সমর্থন করবে? করবে না সহজ অনুমান। জাসদ আছে এখানে। মোশতাক জিয়া সবাই আছেন। এদের কাউকে করবে? জাসদের পক্ষে সেনাবাহিনীর মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে? তাহের না মেজর জলিল?

সব প্রশ্নের উত্তরই রাত ১০ টার পর থেকেই পেতে থাকলাম। সারা রাত গুলি ফুটছিল। স্বাধীনতার পর যেমন মুক্তিযোদ্ধারা উল্লাসে গুলি ফুটিয়েছিল আকাশে বাতাসে। ৭ নভেম্বর সকালে মেজর জেনারেল জিয়ার ভাষণ পর্যন্ত পেয়েছিলাম সকল প্রশ্নের জবাব। সে এক নতুন রাজনীতির গোড়াপত্তন। আমি বলছি মোশতাকের বঙ্গভবনে ৮১ দিনের কথা। যা শেষ হয়েছে গত ৪ নভেম্বর রাতে। আমার হিসেবে ৮২ দিনই তিনি ছিলেন। তবে খালেদ মোশারফের ক্যু থেকে ধরলে ৮১ দিনই হয়। মোটকথা ৮১ দিনই তিনি সদর্পে রাজ্য চালিয়েছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকেছেন। তারপর বঙ্গভবন থেকে জেলে। মোশতাক বাইরে আসতে পেরেছিলেন ৭ নভেম্বরই। আবার জিয়ার আমলে দুর্নীতির দায়ে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। বর্তমানে পুলিশ প্রহরাধীন আগামাসিহ লেনে তিনি অবস্থান করছেন।

প্রায় একা। নিঃসঙ্গ।

একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন তার জীর্ণ দেহটির সর্বত্র সময়ের দাগ দেখলে মনে হবে বাংলাদেশের তাবৎ কলংকের ইতিহাস ওতে লেখা রয়েছে।